মহারাজ্ঞী

ভিক্‌টোরিয়া চরিত।

মহারাজ্ঞী

ভিক্‌টোরিয়া চরিত।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস

প্রণীত।

কলিকাতা—বাগবাজার "আদরিণী কার্য্যালয়" হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

আর্য্যবন্ধু প্রেস।

১২৯২।

১৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ আর্য্যবন্ধু যন্ত্রে
শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

—০:০—

স্বদেশহিতৈষিণী দানশীলা অপার-

রাজভক্তিপরায়ণা

শ্রীযুক্তা ফয়েজন্নেছা চৌধুরাণী

মহোদয়ার

সুকোমল করকমলে

গ্রন্থকারের

আন্তরিক ও অকৃত্রিম

শ্রদ্ধা

সহকারে

এই

গ্রন্থখানি

উপহার প্রদত্ত

হইল।

পরিচ্ছেদ নির্ঘণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

অনেক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে নানাবিধ ইংরাজি গ্রন্থ হইতে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার চরিত যত টুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। ইংরাজিতে মহারাজ্ঞীর জীবন চরিত নাই, সুতরাং তাঁহার জীবনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঘটনাবলী লিখিতে পারিলাম না। ইংরাজি পুস্তকে তাহা প্রকাশিত না হইলে বিদেশবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক তাহা সংগৃহীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এ পুস্তক খানিকে মাহারাণীর জীবনী বলা যায় না, বা বলিলে অন্যায় বলা হয়, ইহা তাঁহার সমুজ্জ্বল জীবন চরিতের সামান্য ছায়া মাত্র। ইচ্ছা ছিল পুস্তক খানিকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া দিব, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

মহারাণীর ন্যায় দেশপূজ্যা রমণী-চরিত

যত সাধারণ হয়, ততই নর নারী সকলেরই উপকার, এবং সেই জন্যই ইহার প্রচার। আধুনিক রমণীদিগের মধ্যে এরূপ উজ্জ্বলচরিতা রমণী অতি অল্প, আশা করি, এই দেশপূজ্যা রমণী চরিত পাঠে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

মহারাণী আমাদের বড় আদর ও ভালবাসার সামগ্রী, তাহার চরিত যতই সাধারণে অবগত হয়, তাঁহার ন্যায় রমণীর হৃদয়গত অপূর্ব্ব ভাব ভারতবাসীর চক্ষে যতই প্রতিবিম্বিত হয়,—ততই ভাল,—ততই লোক তাঁহাকে আরও ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে,—ভালবাসিবে। তিনি আপনা হইতে এই পঞ্চ বিংশতি কোটী রাজভক্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে ততই অক্ষয়রূপে আধিপত্য বিস্তার করিবেন।

যাহা মনুষ্যে সম্ভব, তাহা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ায় আছে, সুতরাং ইহা যে একটী আদর্শ চরিত্র তাহাতে সন্দেহ কি?

আশা করি "ভিক্টোরিয়া-চরিতের" আদর হইবে। বাঙ্গালী এরূপ উপাদেয় সামগ্রীকে

আদর করিয়া আপন উন্নত মনের পরিচয় দিবেন, এবং ইহা প্রত্যেক রাজভক্ত বঙ্গবাসীর গৃহে শোভা পাইবে।

১লা বৈশাখ ১২৯২ }
বাগবাজার। }

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

শুদ্ধিপত্র।

—:০:—

অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে এ সংস্করণে অনেক ভুল রহিয়া গেল। এক স্থানে "তাই" স্থানে "তাহা" হইয়াছে, এরূপ আরও দুই একটী ভুলও আছে, আশা করি পাঠকগণ আপনারা সে সমস্ত সংশোধন করিয়া [illegible]বেন। পর সংস্করণে এ ত্রুটী আর না হইবার সম্পূর্ণ [illegible]ম্ভাবনা।



মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

(১৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়।)

রাজ বংশ।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

জন্ম ২৪ শে এপ্রেল ১৮১৯।

স্যাক্সকোবার্গ এবং গোথার ডিউক পুত্র প্রিন্স এল্‌বার্টের সহিত ১৮৪০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বিবাহ। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর প্রিন্সের মৃত্যু হয়।

সন্তান সন্ততি।

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া এডিলেড মেরিয়া লুইসী।

জন্ম ২১ নভেম্বর ১৮৪০।

বিবাহ ২৫ জানুয়ারি ১৮৫৮।

সন্তান সন্ততি ৫টী।

এল্‌বার্ট এডওয়ার্ড।

(প্রিন্স অভ ওয়েলস্)

জন্ম ৯ নভেম্বর ১৮৪১।

বিবাহ ১০ মার্চ্চ ১৮৬৩।

সন্তান সন্ততি ৫টী।

প্রিন্সেস এলিস্ মড মেরি।

জন্ম ১৮ এপ্রেল ১৮৪৩।

বিবাহ ১ জুলাই ১৮৬২।

মৃত্যু ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭৮।

সন্তান সন্ততি ৭টী।

এলফ্রেড আরণেষ্ট এলবার্ট।

(ডিউক অভ এডিনবার্গ)

জন্ম ৬ আগষ্ট ১৮৪৪।

বিবাহ ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৪।

সন্তান সন্ততি ৫টী।

প্রিন্সেস হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়া।

জন্ম ২৫ মে ১৮৪৬।

বিবাহ ৫ জুলাই ১৮৬৬।

সন্তান সন্ততি ৫টী।

প্রিন্সেস লুইসা কেরোলিন্ এল্বার্টা।

জন্ম ১৮ মার্চ্চ ১৮৪৮।

বিবাহ ২১মার্চ্চ ১৮৭১।

আরথার উইলিয়েম পাট্রীক এল্‌বার্ট।

(ডিউক অভ ক-নট)

জন্ম ১ মে ১৮৫০।

বিবাহ ১৩ মার্চ্চ ১৮৭৯।

সন্তান সন্ততি ২টী।

লিওপল্‌ড জর্জ্জ ডান্‌কেন এলবার্ট।

(ডিউক অভ এল্‌বেনি)

জন্ম ৭ এপ্রেল ১৮৫৩।

বিবাহ ২৭ এপ্রেল ১৮৮২।

মৃত্যু ২৮ মার্চ্চ ১৮৮৪।

সন্তান সন্ততি ২টী।

প্রিন্সেস বিয়েট্রীশ্‌ মেরি ভিক্টোরিয়া ফিওডোরা।

জন্ম ১৪ এপ্রেল ১৮৫৭।

বিবাহ ২৩ জুলাই ১৮৮৫।

রীপণ উপহার।

লর্ড রীপণ কে, তাহা আজ নয়,—বোধ হয় অনন্ত কালের জন্য ভারতবাসীকে বলিয়া দিতে হইবে না। সেই পবিত্র শ্রুতি মধুর নাম প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তঃকরণে জাগিতেছে, সকল হৃদয়ে পূজার্হ হইয়াছে।

রীপণ মহারাণীর প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতে আগমন করেন, তিনি যে নূতন আসিয়া ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার পূর্ব্বে কত লোক সেই পবিত্র দায়িত্বযুক্ত রাজপ্রতিনিধির আসন অধিকৃত করিয়া, কেহ বা উজ্জ্বলীত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু রীপণ তোমার ন্যায় আর কেহ সহায়-হীন বাঙ্গালির হৃদয়ে এতাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। তোমার নাম যেমন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইতেছে, সেইরূপ চিরকাল হইবে, এই পঞ্চবিংশতি কোটি ভারত বাসীর হৃদয়

তুমি দ্রব করিয়াছিলে, দেব! তোমার ক্ষমতা অসীম!

যে মহাত্মা বঙ্গে, ভারতে—এত দূর পূজ্য, তাঁহারই স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ "রীপণ উপহার" স্বরূপে বিতরিত হইল।

মহাত্মা লর্ড রীপণ আমাদের দেশের অশেষ বিধ উপকার সাধনে যত্নপর হইয়াছিলেন, এই দারিদ্র নিপিড়ীত অসংখ্য ভারত বাসীর আন্তরিক দুঃখ বুঝিয়াছিলেন, সে দুঃখে সেই দয়াবানের হৃদয় গলিত, তাঁহার চক্ষে জল আসিত, তাই আজি তাঁহার পবিত্র নামের চিহ্ন স্বরূপ "মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া-চরিত" অতি যৎসামান্য ব্যয় গ্রহণে বিতরণ করা হইল।

আমাদের বিজ্ঞাপন ব্যয় অনেক পড়িয়াছে, নতুবা আমরা ইহা অপেক্ষা আরও বড় পুস্তক দিতাম, বস্তুতঃ বিজ্ঞাপন দিতে, পুস্তক খানি মুদ্রিত করিতে ও চিত্রাবলী খোদিত করিতে আমাদের যে ব্যয় পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম ব্যয় লওয়া হইল।

আশা ছিল, গ্রাহক সংখ্যা অনেক হইবে, তাহা হইলে আমরা এই ॥৹ আট আনাতেই ইহা অপেক্ষা অনেক বড় পুস্তক দিতাম, কিন্তু আশানুরূপ গ্রাহক না হওয়ায় আমরা অনন্যোপায় হইয়া ইহা অপেক্ষা বড় পুস্তক দিয়া আন্তরিক সুখানুভব করিতে পারিলাম না।

ফরিদপুর, মাইমনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক গ্রাহক পাইয়াছি, যদ্যপি বঙ্গের অপরাপর স্থান হইতেও সেইরূপ উৎসাহ পাইতাম, তাহা হইলে আজি এই পুস্তকের ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য আমাদিগকে দুঃখ করিতে হইত না, কিন্তু সকলে বোধ হয় আমাদিগের সরল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। মন্দের আদর হয়, কিন্তু ভালর আদর হয় না, ইহা বড় দুঃখ।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
প্রকাশক।

মহারাজ্ঞী
ভিক্টোরিয়া চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যাবস্থা ও যৌবন।

তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ড ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২ রা নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। ডাক্তার ফিসার যিনি পরে সেলিস-বেরিব বিশপ্ হইয়া ছিলেন, তিনিই ইঁহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। * ১৭৯৯ সালে এডওয়ার্ড কেণ্ট ও ষ্ট্র্যাথারণের ডিউক এবং ডব্‌লিনের আরল্ উপাধী প্রাপ্ত হন। † ১৮১৮ সালের ১১ই জুলাই স্যাক্সকোবার্গের

* Life of the Duke of Kent.

† Grotous Biographical Dictionary.

ডিউকের ভিক্টোরিয়া লুইসি মেরিয়া নাম্নী বিধবা ভগ্নীর সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হন, এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মে কেসিংটন প্যালেসে শুভদিনে শুভক্ষণে এই দম্পতি যুগ-লের একটী রূপবতী কন্যা ভূমিষ্ঠ হন,—ইনিই আমাদের ক্ষণজন্মা মহারাণী আলেকজেণ্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া।

কন্যাটী পিতা মাতার যে কত আদরের ধন ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। বিবাহ হেতু ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় এডওয়ার্ডের অর্থের সচ্ছলতা ছিল না, তিনি ভয়ঙ্কর রূপে ঋণজালে জড়িভূত হইয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত মনো-কষ্ট সহ্য করিতে হইত, কিন্তু কন্যার পবিত্র মুখারবিন্দ অবলোকনে তাঁহার হৃদয় হইতে সে সকল ক্লেশ অনেক পরিমাণে অপসৃত হইয়াছিল, তিনি যেন পৃথিবীতে নূতন সংসার পাইয়াছিলেন, তাঁহার দেহে যেন নবজীবনের আবির্ভাব হইয়াছিল।

এডওয়ার্ড ডিউক অভ কেণ্ট, তাঁহার স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সিডমাউথের

উলক্রক কটেজে বাস করিবার স্থির করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর তথায় উপনীত হইলেন। সেই দিবসই তথায় একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। একটী যুবক শিকার করিতে বহির্গত হইয়াছিল, সে কতক গুলি পক্ষীকে গুলি করে, কিন্তু দৈবঘটনা বশতঃ গুলি জানালা ভাঙ্গিয়া একটী গৃহ মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। বালিকা ভিক্টোরিয়া তখন সেই কক্ষ্য মধ্যে ধাত্রী-ক্রোড়ে ছিলেন। গুলিটী বালিকার মস্তকের অতি নিকট দিয়া যায়। ঈশ্বর তাঁহার অসীম দয়া প্রভাবে সে দিন আমাদের মহারাণীকে রক্ষা করেন।

সেই অদূরদর্শি বালকটীকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনা হইয়াছিল, কিন্তু এডওয়ার্ড তাঁহার অসীম ক্ষমাগুণে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। *

মহারাণীর পিতা যে কত সোহাগে, কত যত্নে কন্যাটীকে লালন পালন করিতেন, তাহা বলা যায় না, তাঁহার কন্যাগত প্রাণ ছিল,—তিনি

---

* The Life of the Duke of Kent. Page 291.

মধ্যে মধ্যে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে কন্যাটীকে দেখাইয়া বলিতেন "আমার এটীকে কেহ তাচ্ছিল্য করিওনা, ইনিই ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হইবেন।" কিন্তু অধিক কাল তাঁহাকে এ সুখ ভোগ করিতে হয় নাই, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কন্যাটীকে পিতৃ স্নেহাস্বাদনের পরম প্রীতিকর সুখ হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত করিলেন, পতি শোকাতুরা পত্নী ও অবলা বালিকাকে রাখিয়া ১৮২০ সালের ২০ শে জানুয়ারিতে উলক্রেক্ কটেজে কালের করালকবলে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এডওয়ার্ডের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী ভিক্টোরিয়া লুইসি মেরিয়া শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। কাহার তত্ত্বাবধানে বালিকা কন্যাটী প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইবে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। কোবার্গের লিওপল্ড, লুইসি ভিক্টোরিয়ার ভ্রাতা, এই শোচনীয় ঘটনার সময় স্কটল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র তথা হইতে সিডমাউথ অর্থাৎ

যেখানে ডিউক অভ কেণ্টের মৃত্যু হয়, তথায় আসিলেন, এবং নানা প্রকারে শোকসন্তপ্তা ভগ্নীকে শান্ত্বনা করিয়া, অতি যত্ন ও আহ্লাদ সহকারে ভগ্নীপুত্রী ভিক্টোরিয়াকে প্রকৃত পিতৃ স্নেহে লালন পালন করিতে লাগিলেন। *

কোবার্গ রাজ পরিবারের সকলেই বালিকা-টীকে ভালবাসিতেন, ও বিশেষ যত্ন করিতেন। মে মাসে ভিক্টোরিয়ার জন্ম বলিয়া সকলে তাঁহাকে আহ্লাদ করিয়া "মে ফ্লাওয়ার" অর্থাৎ "মে মাসের পুষ্প" বলিতেন। বস্তুতঃ সেই বালিকার তৎকালিক সুন্দর প্রফুল্ল বদন চন্দ্রিমা, প্রস্ফূট পুষ্পের ন্যায়ই ছিল। এই বালিকার কোমল হস্তে যে সুবিস্তৃত ব্রিটিষ রাজ্যের শাসন দণ্ড অর্পিত হইবে তাহা তখন কেহ জানিত না, কিন্তু তথাপি তাঁহার সহিত স্যাক্সকোবার্গের কোন রাজপুত্রের বিবাহ হয়, এই ইচ্ছা তখন হইতেই উক্ত রাজ পারিবারিক সকলেরই হইয়াছিল।

---

* Martin's Life of the prince consort Vol I. Page 14.

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে অতি যত্ন সহকারে নানা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তিনিও অতি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে সে সকল ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজি ও ল্যাটীন ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যাবস্থা হইতেই ভিক্টোরিয়ার উন্নত মনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা তিনি কখন জানিতেন না। রাগ তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্যও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। অধিক কি, তিনি দাস দাসীদিগেরও প্রতি কখন রাগ প্রকাশ করেন নাই। দয়া, মায়া, সরলতা প্রভৃতি রমণী-স্বভাব-সুলভ গুণ নিচয়, যেন অবিরত তাঁহার বদন প্রান্তরে বিভাসিত হইত।

যে দিবস মহারাণীর পিতার বিবাহ হয়, সেই দিনই তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার যথা সময়ে দুইটী কন্যাও হয়, কিন্তু তাঁহারা অতি শৈশবাবস্থাতেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন। যদিও কন্যাদ্বয় শৈশব কালেই ইহলোক ত্যাগ করেন, তথাপি ভিক্টোরিয়ার জেঠাই

মাতা অল্প বয়স্কা বলিয়া তাঁহার সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা ছিল, এবং এই জন্যই উইলিয়েম দি ফোর্থের মৃত্যুর পর কে যে সুবিস্তৃত ইংরাজ রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন, তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। *

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার যে ইংলণ্ডের সিংহাসন পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, এ কথা তিনি বাল্যাবস্থায় জানিতেন না। এ সুসংবাদ তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, এবং কাহাকেও তাহা দিতেও দেওয়া হইত না। মহারাণী যাহাতে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকেন, ইহাই তাঁহার মাতা, মাতুল প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষদিগের একান্ত অভিপ্রেত ছিল। দাস দাসীদিগের নিকট হইতে এরূপ নিস্তব্ধতা প্রত্যাশা করা বড়ই কঠিন, কিন্তু তাহারাও ঘুণাক্ষরে এ সংবাদ মহারাণীর কর্ণগোচর করিতে সাহস পায় নাই; তথাপি তিনি যেন এ কথা জানিতেন, আকাশের কোন পাখি যেন উড়িয়া

---

* Lockhart's Life of Scott Vol IX. Page 242.

গিয়া সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এ কথার মৃদু আভাস দিয়াছিল। *

১৮২৯ সালে চতুর্থ জর্জ্জ বালক বালিকা-দিগের একটী বল † দেন। তাহাতে আমা-দিগের মহারাণী উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তাঁহার সেই বালিকা বয়সের সরলতাময়ী মূর্ত্তি দর্শনে দর্শকবৃন্দমাত্রেই প্রীত হইয়া-ছিলেন। ‡

দিনে দিনে বালিকা ভিক্টোরিয়া একটু আধটু করিয়া সকলের নিকট পরিচিতা হইতে লাগি-লেন। ১৮৩১ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতঃ উই-লিয়েম দি ফোর্থের একটি ড্রয়িংরূম হইয়াছিল,

---

* সাধারণের মহারাণীর সহিত উইলিয়েম, জর্জ্জ, লিওপণ্ড প্রভৃতি রাজাদিগের সহিত সম্বন্ধ বুঝিবার স্থবিধার জন্য অপর পৃষ্ঠায় সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র দেওয়া গেল।

† Ball.

‡ The Greville's Memoirs Vol. I. Page 209.

বংশাবলীর সম্বন্ধ নির্ণয়।

জর্জ্জ—৩য়

জন্ম ৪ঠা জুন ১৭৩৮। মৃত্যু ২৯ শে জানুয়ারি ১৮২০ মেক্লেন বার্গ ষ্ট্রেলিজের সোফিয়া সারলটীর সহিত বিবাহ।

- জর্জ্জ। ৪র্থ জন্ম ১৭৬২। ২৬ জুন মৃত্যু ১৮৩০
  - প্রিন্সেস চারলটী জন্ম ১৭৯৬ মৃত্যু ১৮১৭ স্যাক্সকো বার্গের রাজা লিওপল্ডের সহিত বিবাহ।
- ফ্রেড্রিক্ (ইয়র্কের ডিউক) জন্ম ১৭৬৩ মৃত্যু ১৮২৭
- উইলিয়ম। ৪র্থ (ক্ল্যারেন্সের ডিউক) জন্ম ২৪ আগষ্ট ১৭৬৫। মৃত্যু ২০ জুন ১৮৩৭
- এডওয়ার্ড (কেন্টের ডিউক) জন্ম ১৭৬৭ মৃত্যু ১৮২০ স্যাক্সকোবার্গের ভিক্টোরিয়ার সহিত বিবাহ।
  - ভিক্টোরিয়া। জন্ম ২৪ মে ১৮১৯ স্যাক্সকোবার্গের এবং গোথার ডিউক পুত্র এলবার্টের সহিত ১৮৪০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিবাহ।
- আরনেষ্ট (কাম্বার ল্যাণ্ডের ডিউক] এবং হ্যানো ভারের রাজা জন্ম ১৭৭১ মৃত্যু ১৮৫১
  - জর্জ্জ। ৫ম হ্যানোভারের রাজা জন্ম ১৮১৯
- আগসটাস ফ্রেড্রিক [স্যাসেক্সের ডিউক] জন্ম ১৭৭৩ মৃত্যু ১৮৪৩
- এডল্ফাস ফ্রেড্রিক [কেম্ব্রিজের ডিউক] জন্ম ১৭৬৪ মৃত্যু ১৮৫০
  - জর্জ্জ কেম্ব্রিজের ডিউক] জন্ম ১৮১৯
  - আগষ্টা জন্ম ১৮২২ মেরি এডিলেড জন্ম ১৮৩৩
- এতদ্ব্যতীরেকে চারলটী, আগষ্টা, এলিজাবেথ, মেরি, সোফিয়া এমিলিয়া নামে ৬টী কন্যা হয়।

তাহাতে প্রিন্‌সেস ভিক্টোরিয়া নিমন্ত্রিত হন, সম্ভবতঃ এই তাঁহার প্রথম ড্রয়িংরুমে আগমন। *

যখন মহারাণী বালিকা, যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন ব্যারনেস লেহজেন মহারাণীর মাতার অনুমতি ও অনুমোদন অনুসারে তাঁহাকে ইংলণ্ডের সিংহাসনের সহিত তাঁহার কতদূর নিকট সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাত করেন। সেই বালিকা,—সেই দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকা, সেই সংবাদ শ্রবণে কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়, ঈশ্বর যে সেই বালিকা হৃদয়ে কি অগাধ বুদ্ধি, বিবেচনা অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই দ্বাদশ বর্ষিয়া প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলেন—"অনেকে হয় ত এ সংবাদ শ্রবণে আনন্দে উন্মত্ত ও অধীর হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে সিংহাসনাধিকারের সুখ সম্ভোগ অপেক্ষা দায়িত্ব

---

* The Greville's Memoirs Vol. II. Page 119.

কত অধিক।” এই বলিয়া আপন দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি ভাল শাসন কর্ত্রী হইব।”

ব্যারনেস লেহজেন সেই বালিকা হৃদয়ের গভীরতা পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন—“কিন্তু আপনার জেঠাই মাতা বর্ত্তমান, তাঁহার বয়সও অধিক নয়, তাঁহার যদ্যপি সন্তানাদি হয়, তাহা হইলে আপনার সিংহাসনাধিরোহণের আশা বিফল হইবে।”

মহারাণী ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন “আমি ইহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি, জেঠাইমা (এডিলেড) অত্যন্ত ছেলে ভালবাসেন,—আমার প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসাই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তাঁহার সন্তানাদি হয়, ইহা আমার নিতান্ত অভিপ্রেত।” *

রাণী এডিলেডের দ্বিতীয় কন্যাটীর মৃত্যুর

* Letter from the Baroness Lehzen (the Princess's Governess) to Her Majesty (2nd December 1867.)

পর তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ;—"আমার আর সন্তানাদি নাই, তোমার আছে,—তোমার আমার একই কথা।" ইহাতে প্রকাশ পায় যে তিনি প্রকৃতই ভিক্টোরিয়াকে ভালবাসিতেন, বস্তুতঃ বালিকা ভিক্টোরিয়া ভালবাসারই পাত্রী ছিলেন।

১৮৩৫ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর, প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া তাঁহার মাতার সহিত বার্গলিতে * গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকলেই অগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিল;—পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

২৭ শে তারিখে তথায় একটী মহাভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে প্রায় তিনশত তদ্দেশীয় প্রধান প্রধান লোকের সমাগম হইয়াছিল। লর্ড এক্সেটর † এবং প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া "বলের" কার্য্যারম্ভ-সূত্রপাত করেন। মহারাণী পরিশেষে

---

* Burghley.

† Lord Exeter.

নৃত্য দ্বারা দর্শক বৃন্দকে সাতিশয় পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পর দিন প্রাতঃভোজের পর তাঁহারা হল্‌কহ্যাম * অভিমুখে যাত্রা করেন। †

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আমাদিগের মহারাণীর, উইলিয়েম দি ফোর্থের উত্তরাধিকারিণী হইবার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সকলের মুখেই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল, এবং সাধারণ প্রজামাত্রেই জানিল যে, তৎকালিন বর্ত্তমান রাজার মৃত্যুর পর প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াই তাঁহাদের রাজ্ঞী হইবেন। এই সংবাদে অতি অল্প দিন মধ্যেই অনেকে মহারাণীর পাণিগ্রহণ আশায় সচেষ্ট ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে তখন মহারাণীর বয়ক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র।

১৮৩৬ সালে, রাজা উইলিয়ম দি ফোর্থের একটী উৎসবে, সাধারণকে মহা উৎসাহে প্রিন্সেস

---

* Holkham.

† Greville's Memoirs Vol. III. Page 316.

ভিক্টোরিয়ার স্বাস্থ্য পাণ করান হয়। রাজা প্রিন্সের আগষ্টার স্বাস্থ্যপাণের পর, প্রিন্‌সেস ভিক্টোরিয়াকে আত্মীয়তা ও প্রশংসা সূচক গুটীকত কথা বলিয়া, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন—"রাজপরিবারের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠার স্বাস্থ্য পাণ করা হইল, এখন সর্ব্ব কনিষ্ঠার স্বাস্থ্য পাণ করা যাউক।"

মহারাণী তখন রাজার সম্মুখে উপবিষ্টা, সহসা রাশিকৃত লোকের চক্ষু তাঁহার দিকে পতিত হওয়ায়, তিনি কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা বোধ করেন নাই। তিনি অতি মাধুর্য্য ও নম্রতা সহকারে স্বীয় মস্তক ঈষৎ নত করিয়া রাজা ও সমাগত জনমণ্ডলীকে স্বীয় সম্মাননা প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

রাজা উইলিয়েম মহারাণীর মাতাকে ১৮৩৬ সালের ১২ই আগষ্ট, উইণ্ডসরে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন, এবং অনুরোধ করেন,—যে ১৩ই রাণীর জন্ম দিন এবং ২১ শে তাঁহার,—অতএব

* Greville's Memoirs Vol. III. Page 364.

তাঁহার জন্ম দিনের উৎসব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইবে।—কিন্তু ১৫ই আগষ্ট মহারাণীর মাতার জন্ম দিন বলিয়া, তিনি লিখিয়াছিলেন যে "আমার জন্ম দিন উৎসবের পর ২০ শে তথায় যাইব"—ইহাতে উইলিয়েম মহা রাগ করিয়াছিলেন। ২০ শে তারিখে তাঁহারা আসিলে, রাজা উইলিয়েম অতিশয় যত্ন ও আহ্লাদ সহকারে ভিক্টোরিয়ার দুটী হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমায় দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইলাম, কিন্তু তুমি সতত এখানে আস না বলিয়া আমি বড় দুঃখিত।" এই কথা বলিয়া ভিক্টোরিয়ার মাতার দিকে ফিরিয়া কতকগুলি তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ডাচেস্ অভ কেণ্ট ভিক্টোরিয়াকে সতত রাজার নিকট যাইতে দিতেন না বলিয়াই যে তিনি রাগ করিয়াছিলেন, এবং অধীর ভাবে তাঁহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এ কথা তাঁহার জন্ম দিনের উৎসব-ভোজের সময় স্পষ্টই প্রকাশ করেন। সে দিনও তিনি ভিক্টোরিয়ার প্রতি তাঁহার অসীম

স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া, তাঁহার মাতার প্রতি এত তীব্রোক্তি প্রয়োগ করেন, যে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই তৎশ্রবণে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মহারাণীর বালিকা হৃদয়ে মাতৃ-নিন্দা, মাতৃ তিরস্কার সহ্য হয় নাই, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আকুল ভাবে রোদন করিয়াছিলেন। *

মহারাণীর মাতা একটী কথাও বলেন নাই,—নিস্পন্দভাবে উপবিষ্টা ছিলেন। বস্তুতঃ এ কার্য্যের জন্য আমরা মহারাণীর মাতাকে দোষ দিতে পারি না। পুত্রের প্রতি মাতার যত স্নেহ, তত আর কাহারও নহে,—তাই তিনি রাজার বা কাহারও নিকট নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার স্নেহাধার কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। তাঁহার মন সতত ভিক্টোরিয়ার অমঙ্গল ভাবিত। যিনি ইংলণ্ডের ভাবী অধিশ্বরী, তাঁহার জীবন যে পদে পদে কত বিপদসঙ্কুল তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

---

* A Journal of the Reign of king William IV. by Greville, Vol. III. Page 368.

পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, যে স্যাক্স-কোবার্গের রাজা লিওপল্ড ও তাঁহার পরিবার-বর্গের সকলেরই বহুদিবসাবধি ইচ্ছা, যে প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার সহিত তাঁহার মাতুলপুত্রের * (ফ্রান্সিস্ চার্লস্ আগষ্টাস্ এলবার্ট এমানুয়েল) বিবাহ হয়। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার অনভিমতে ত এ বিবাহ হইতে পারে না, সুতরাং কিসে উভয়ের আলাপ হইবে, কিসে পরস্পরে পরস্পরের প্রণয় ভাজন হইবেন, ইহারই সদ্যুক্তি করিতে লিওপণ্ড ও তাঁহার ভ্রাতা (প্রিন্স এলবার্টের পিতা) নিযুক্ত রহিলেন। এই সময়ে মহারাণীর মাতা কোবার্গের ডিউক ও

---

* জর্জ্জ দি থার্ডের পাঁচ পুত্র, তাঁহার প্রথম পুত্র জর্জ্জ দি ফোর্থের একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম চারলটী। স্যাক্সকোবার্গের নিওপণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। নিওপণ্ডের ভ্রাতষ্পুত্র এলবার্টের সহিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ হয়। জর্জ্জ দি থার্ডের চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ডের একমাত্র কন্যা আলেকজেণ্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া। আবার ভিক্টোরিয়ার মাতা রাজা লিওপল্ডের সহোদরা ভগ্নী।— (সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।)

তাঁহার সন্তান দিগকে কেন্সিংটন প্যালেসে আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাই তাঁহাদের আলাপ ও পরিচয়ের প্রথম সুযোগ। কিন্তু এ নিমন্ত্রনের গুহ্য উদ্দেশ্য ভিক্টোরিয়া বা এলবার্ট কাহারও নিকট প্রকাশ করা হইল না। * তাঁহাদিগের মানসিক তরল স্রোতকে ইচ্ছামত প্রবাহিত করিবার প্রশস্ত উপায় দেওয়া হইল। পরের ইচ্ছায় যে প্রণয় হয় না, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, সেই জন্যই এই অভিনব নিঃস্বার্থ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল।

সেই নিমন্ত্রণানুসারে ডিউক, পুত্রগণ সহ ১৮৩৬ সালের মে মাসে কেন্সিংটন রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা প্রায় এক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রিন্স এলবার্ট যদিও গুহ্য বৃত্তান্ত কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি সে আশাকে হৃদয় মধ্যে স্থান দেন নাই। প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া যে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন,

---

* Memorabilia from Baron Stockmar's Papers.

ভালবাসিবেন, তাহা তিনি সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

কেসিংটন হইতে এলবার্ট প্রভৃতির প্রত্যা-বর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই, রাজা লিওপল্ড প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার মানসিকভাব পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন। মহারাণী তাহার উত্তরে উক্ত রাজা বাহাদুরকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় যে প্রিন্স এলবার্টকে তিনি মনে মনে ভালবাসিয়াছেন, এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। *

---

* I have only now to beg you my dearest uncle, to take care of the health of one now so dear to me, and to take him under your special protection. I hope and trust that all will go on prosperously and well on this subject now of so much importance to me.

Letter of Princess Victoria to king Leopold (7th June 1836.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সিংহাসনাধিরোহণ।

ইংলণ্ডাধিপতি ৪র্থ উইলিয়মের, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের আবশ্যকীয় সংস্করণ কার্য্য সমাপন করার পর হইতেই দিনে দিনে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তাঁহার সেই সুদৃঢ় মন নিস্তেজ, ও দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। * অতি অল্প দিন মাত্র পীড়া ভোগের পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জুন রাত্রি দুইটার পর † উইণ্ডসরে তিনি ইহ জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় একমাত্র ভ্রাতষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়ার কোমল করে সেই বিশাল রাজ্যের শাসন দণ্ড অর্পিত হইল। ২১ শে জুন বেলা একাদশ ঘটিকার সময় আমাদের পূজনীয়া

* Guizot's History of England Vol. III.

† New General Biographical Dictionary by Rev. Hugh James Rose. B. B. Vol. II.

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যৌবনের প্রারম্ভে,—পূর্ণ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়, কেসিংটন প্যালাসে—ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড এবং বহুসংখ্যক দূরস্থ উপনিবেশ সমূহের রাজ্ঞী পদে মহা সমারোহে বরিতা হইলেন। কেবল মাত্র পুরুষ ভিন্ন অপর কেহ হ্যানোভারের রাজা হইতে পারিবেন না বলিয়া, তৃতীয় জর্জ্জের পঞ্চম পুত্র আরনেষ্ট—কাম্বারল্যাণ্ডের ডিউক,—হ্যানোভা-রের রাজা হইলেন। *

মহারাণীর যে দিন রাজ্যাভিষেক হয় সে দিন রাজ প্রাসাদ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, এবং সকলেই তিনি তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হই-য়াছিলেন। একে তাঁহার অল্প বয়স, তাহাতে সাধারণের সহিত তিনি বড় একটা মিশিতেন না বলিয়া সকলেই তাঁহাকে সংসার জ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বলিয়া জানিতেন। কিন্তু সে দিন তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা, অমায়িকতা ও কার্য্য

* History of England,—by David Hume.

তৎপরতা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই সকল কার্য্যের জন্য তিনি যতদূর সাধারণের বিস্ময় ও প্রসংশার পাত্রী হইয়াছিলেন, তত কোন রাজা আর কখন হন নাই।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহারাণীর অবস্থার এরূপ আমূল পরিবর্ত্তনে, তাঁহার হৃদয়গত বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই—তাঁহার নবাবস্থার নূতনত্ব, বা অসীম অভাবনীয় জাঁকজমকে তাঁহার নয়ন ঝলসিত হয় নাই। বস্তুতঃ মহারাণী তাঁহার সেই অল্পবয়সে যেরূপ মানসিক অচল অটল তেজ দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ কোন বৃদ্ধও রাজ্যাভিষেককালে দেখাইতে কৃতকার্য্য হন নাই। *

মহারাণীর সিংহাসনাধিরোহণের প্রথম বৎসর কেনেডায় ভয়ানক বিদ্রোহিতা হয়,—দুই বৎসর সশ্যের অবস্থা ভাল ছিল না, এবং এক দল লোক যাহারা আপনাদিগকে চারটিষ্ট্

---

* Greville's Journal of the reigns of George IV and williamIV. Vol III. Page 410.

বলিয়া আখ্যাত করিত, তাহারা দেশে বিদ্রোহিতা ও বিশৃঙ্খলতা সংস্থাপন করিয়াছিল। শুনা যায় যে ম্যানচেষ্টারের নিকটবর্ত্তী কারসেলমুর নামক স্থানে ইহাদের একটী সমিতি হয়, তথায় না কি দুই লক্ষ লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েক জন রাজকর্ম্মচারীও ইহাদিগের দলে ছিলেন। প্রায় বিংশতি লোকের প্রাণ নাশ ও দলকর্ত্তাদিগকে দ্বীপান্তরিত করায়, এবং আরও কতকগুলি অন্যান্য সামান্য কারণে এ গোলযোগ মিটিয়া যায়।

ভিক্টোরিয়ার রাণী হইবার সময় প্রিন্‌স এলবার্ট বন্ * নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতে যে ইংলণ্ডের কোন সংবাদ রাখিতেন না, তাহা নহে,—বরং তথায় কোন দিন কি হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ সহকারে উৎকণ্ঠিত থাকিতেন।

প্রিন্‌সেস ভিক্টোরিয়ার রাজ্য প্রাপ্তির অব্যব-

---

* Bonn.



ব্যারনেস্ লেহজেন।

৫

হিত পরেই প্রিন্স এলবার্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি উপলক্ষে অতি সরল ভাবে স্বীয় আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপক একখানি পত্র লেখেন। *

এই সময়ে এলবার্টের সহিত মহারাণীর বিবাহ হইবার কথা সাধারণ জনশ্রুতি হইয়া উঠে। কিন্তু যাহাতে আপাততঃ সাধারণের চক্ষু এলবার্টের উপর পতিত না হয়, এই অভি-প্রায়ে তাঁহার পিতৃব্যেরা তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য দেশ পর্য্যটনে পাঠাইবার স্থির করিলেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছুটী ছিল,—তিনি এই অবকাশ কাল সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশের স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শনে নিরত হইলেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার ছবি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হৃত হয় নাই—তিনি তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের উপাস্যদেবীর সন্দর্শন লালসায় গোপনে গোপনে যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে ছিলেন, তাহা ইটালী বা সুইজারল্যাণ্ডের

* Martin's Life of The Prince Consort Vol. I. Page 25.

প্রাকৃতিক শোভা, সান্ত্বনা করিতে পারে নাই। যদ্যপি প্রকৃতি ভাণ্ডারের যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশির সমষ্টি একত্রিত করিয়া মোহন ভঙ্গিতে তাঁহার নয়নদর্পণে প্রতিবিম্বিত করান হইত, তাহা হইলেও হয়ত তাহার সান্ত্বনা হইত না; সে মুর্ম্মুর দাহন হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না।

কিছু দিবস পরে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মহারাণীর পিতৃব্য তাঁহার বিবাহের প্রকাশ্য প্রস্তাব করিলেন। মহারাণী এ সময়ে অনেক বিবেচনার পরেও কোন বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, বরং বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি দেখিলেন,—তিনি স্বয়ং অল্পবয়স্কা—প্রিন্স এলবার্টও তাহাই—তখনও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন নাই। পাছে সাধারণ লোকে এ বিবাহকে অসিদ্ধ বিবেচনা করে, এই বিষয়ে তাঁহার ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। *

* Martin's Life of The Prince Consort Vol. I. Page 26.

বস্তুতঃ মহারাণীর এরূপ বহুদর্শিতার আমরা প্রসংশা না করিয়া থাকিতে পারি না।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রিন্স এলবার্ট আবার ইটালী প্রদেশ পরিভ্রমণে গমন করেন। এই সময় মহারাণী তাঁহার অতি বিশ্বাসী ব্যারণ ষ্টক্‌মারকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করেন। পর্য্যটনান্তে প্রিন্স এলবার্টের কোবার্গ প্রত্যাবর্ত্তনের অতি অল্প দিন পরেই ১৮৩৯ সালের ২১ শে জুন সমারোহ সহকারে তাঁহার ভ্রাতার বয়োপ্রাপ্তি কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রিন্স এলবার্টের তখন বয়োপ্রাপ্তির সময় পূর্ণ না হইলেও—কর্ত্তৃপক্ষদিগের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহারও সাবালকত্ব ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রিন্স ইহাতে মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

ব্যারণ ষ্টক্‌মার ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রিন্স এলবার্টের চরিত্র সম্বন্ধে

---

* Martin's Life of The Prince Consort Vol. I. Page 32.

তাঁহার যে সন্তোষপ্রদ ধারণা হয়, তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে শত মুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার লেখনী সহস্র ধারে তাহা গীত করিয়াছে। *

---

* See the Memoirs of Baron Stockmar during the Italian tour.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহের প্রস্তাব ও বিবাহ।

এদিকে মহারাণী বিবাহ করিতে যত কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন,—কাহাকে বিবাহ করা স্থির, সাধারণে তাহা যত বুঝিতে পারিতেছিল না, ততই তাঁহার বিবাহ লইয়া আবার নূতন করিয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। ঘরে বাহিরে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। যদিও এ সকল ষড়যন্ত্রে কোন ফল নাই তাহা জানা ছিল, তথাপি সে সকলের মূলচ্ছেদ ও চিরবিনাশ সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল।

ভিক্টোরিয়া যদিও মনে মনে এলবার্টকে পতিত্বে বরণ করিয়া ছিলেন, যদিও তিনি তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসিতেন, যদিও তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে এলবার্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না,

তথাপি তিনি বিবাহে কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। *

ভিক্টোরিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাতের তিনটী বৎসর পরে প্রিন্স এলবার্ট ১৮৩৯ সালের ১০ই অক্টোবর উইণ্ডসর ক্যাসলে উপস্থিত হইলেন, বিবাহের বিলম্ব হেতু প্রিন্সের নিদারুণ চঞ্চলতা দর্শনে মহারাণী বিলম্বের কথা অনন্যোপায় হইয়া হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইলেন।

এই তিন বৎসরের পর এলবার্টকে দেখিয়া তিনি প্রকৃতই তাঁহার নিরূপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন, ইতি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলেন, এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক সৌন্দর্য্য দেখিলেন, বস্তুতঃ যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রকৃতই পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। †

---

* Martin's Life of the Prince Consort Vol. I. Page 37.

† General Grey's Early Years Page 223.

এলবার্টের রূপ ও গুণে নিতান্ত প্রীত হইয়া মহারাণী তাঁহার পিতৃব্যকে সরলান্তঃকরণে প্রিন্সের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। *

১৪ই অক্টোবরে মহারাণী তাঁহার মনোভাব লর্ড মেলবোরণ্‌কে জ্ঞাত করেন, তিনি এ সংবাদে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং আরও বলেন যে দেশস্থ সমস্ত লোক এ সংবাদে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিবে। মহারাণী রাজা লিওপল্ডকে এ শুভ সংবাদ পরিজ্ঞাত করিতে আর বিন্দু মাত্র বিলম্ব করিলেন না। বহুদিবসাবধি সযত্ন পরিপোষিত আশার আকস্মিক সফলতা

---

* এ কথায় আমাদের মিরন্দার ফার্দ্দিনন্দকে প্রথম সন্দর্শনের সরল মধুমাখা কথা গুলি স্মরণ হয়, যথা ;—

"I might call him
A thing devine, for nothing natural
I ne'er Saw so noble"—Tempest

প্রসপারোর ন্যায় রাজাও হয় ত তাঁহাদের মনভাব বুঝিতে পারিয়া ভাবিয়া ছিলেন ;—

"It goes on I see
As my Soul prompts it"—Tempest.

দর্শনে তিনি যে নিরতিশয় সুখানুভব করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। *

প্রিন্‌স এলবার্টের স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবার পর, আর কাল বিলম্ব করা হইল না। ২৩ নভেম্বর বাকিংহাম প্যালেসে প্রিভি কাউনসিলের একটী অধিবেশন হইল। ইহাতে অশীতিজন লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই প্রিন্‌স এলবার্টের সহিত বিবাহে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মহারাণীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এ সংবাদ যদিও সাধারণকে জ্ঞাত করান হয় নাই; তথাপি তাহারা কিরূপে তাহা জানিতে পারায়, মহারাণী প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইবামাত্র, মহা আনন্দ ধ্বনি করে। ১৬ই জানুয়ারিতে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে ইহা অপেক্ষা আরও ন্যায় সঙ্গত বিধিমত ঘোষণা করা হয়। সে দিন বাকিংহাম প্যালেস হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার পর্য্যন্ত পথের দুইপার্শ্ব লোকে লোকারণ্য

---

* Martin's Life of The Prince Consort Voll. I. Page 37.

হইয়াছিল। মহারাণী আপন সমুজ্জল সিংহাসনে উপবেশন করিয়া এই পরিণয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে, যে যেখানে ছিল সে সেই স্থান হইতেই আপনাপন সহানুভূতি সূচক আনন্দ ধ্বনি করে। স্বনামখ্যাত সার রবার্ট পীল বলিয়াছিলেন "আমি কায় মনে আশা করি যে আকাঙ্ক্ষিত বিবাহে মহারাণীর ভবিষ্যত জীবন চিরসুখে পূর্ণ হইবে, এবং এই বিবাহে সাধারণে বৈবাহিক সুখের উচ্চাদর্শ দেখিতে পাইবে।" *

বিবাহ-সন্ধি বন্ধনের সময় ব্যারণ ষ্টকমার প্রিন্স এলবার্টের পক্ষ সমর্থন করিতে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে ইংলণ্ডে আসেন। এন্‌সন্‌ নামক এক ব্যক্তি এলবার্টের প্রাইভেট সেক্রেটরী নিযুক্ত হন, এবং পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভা কর্ত্তৃক প্রিন্সের নিজ খরচের জন্য বার্ষিক ৩০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ তিনলক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

---

* Sir Robert Peel's Address of Congratulation.

বার্ষিক এই সামান্য টাকা তাঁহার জন্য নির্দ্ধারণ হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া মহারাণীকে এক পত্র লেখেন, কিন্তু তাহাতে আরও লেখাছিল যে "আমি যতক্ষণ তোমার প্রণয় অধিকার করিব, ততক্ষণ এ সকল কিছুতেই আমায় অসুখী করিতে পারিবে না। *

১৮৪০ সালেন ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্‌স এলবার্ট ডোভারে উপস্থিত হইলেন, সেখান হইতে তিনি মহারাণীকে যে পত্র লেখেন, † তাহাতে তাঁহার হৃদয়গত ভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায়, এবং তিনি যে মহারাণীকে কিরূপ আকুল

---

* Letter from Prince Albert to Her Majesty from Brussels (1st Feb. 1840.)

† It is thus the Prince writes to the Queen from Dover (7th February 1840.)

"—Now am I once more in the same country with you. What a delightful thought for me !…… ……It will be hard for me to have to wait till to-morrow Evening. Still our long parting has flown by so quickly, and to-morrow's dawn will soon be here…………"

প্রাণে ভালবাসিতেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি ক্যাণ্টারবেরিতে ছিলেন, পরদিন বাকিংহাম প্যালেসে উপনীত হইলেন। তিনি সাধারণ কর্ত্তৃক যেরূপ সম্মানিত হন তাহাতে বেশ বুঝিয়া ছিলেন যে এ বিবাহে সাধারণ প্রজামাত্রেই সুখী—এ বিবাহে কাহারও অমত নাই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি আমাদের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী ভিক্‌টোরিয়া প্রিন্‌স এলবার্টের সহিত পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। প্রিন্‌স এলবার্ট মহারাণী অপেক্ষা প্রায় তিন মাসের ছোট। *

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত কুজ্‌ঝটিকা ও অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নবদম্পতিকে দেখিবার নিমিত্ত পথে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছিল। †

---

* **Hume's History of England.**

† **Martin's Life of the Prince Consort. Vol. I. Page 66.**

বিবাহের পর তিনদিবস মহারাণী স্বামী সহ উইণ্ডসর ক্যাসেলে অবস্থান করেন, তাহার পর পরম সুখে নব দম্পতিযুগল লণ্ডনে আসিলেন। স্বামী প্রেমানুরক্তা মহারাণী এলবার্টের নিঃস্বার্থ প্রণয় দর্শনে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছিলেন "স্বামী যে কি প্রিয় ও অমূল্য রত্ন তাহা বুঝিয়াছি। যিনি আমার জন্য স্বদেশ, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঈশ্বর করুন আমি যেন তাঁহাকে সুখী করিয়া সুখানুভব করিতে পারি। সাধ্যমতে তাঁহাকে সুখী করিতে আমি কখনই বিরত হইব না। এ পৃথিবীতে আমার প্রাণাধিক প্রিন্স এলবার্ট অপেক্ষা পবিত্র ও উন্নতমনা ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই।" * বস্তুত ইহা অপেক্ষা পবিত্র প্রেমের সুচারু জ্বলন্ত নিদর্শন এ সংসারে নিতান্ত বিরল।

---

* The Queen's Journal, Quoted in Early Years Page 312.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবদম্পতী।

বিবাহের পর কিছু দিবস অতি সুখে অতিবাহিত হইল, এবং দিন দিন উভয়ে উভয়ের প্রেমে সমধিক অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। এই সুখের সময়ে সুখের দিনে, এক দিবস মহারাণী অশ্বযানারোহণে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া অক্সফোর্ড নামক এক ব্যক্তি দুইবার গুলি করে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সৌভাগ্য বশত কোনটীই তাঁহাকে লাগে নাই। বিচারে তাহার জ্ঞানের বিকৃতাবস্থা প্রমাণ হওয়ায়, অক্সফোর্ডকে যাবজ্জীবন পাগ্‌লা গারদে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ হয়।

১৮৪০ সালের ২১ শে নভেম্বর অর্থাৎ মহারাণীর শুভ বিবাহের ঠিক দশ মাস পরে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে মহারাণীর প্রথম কন্যা প্রিন্সেস রয়েলের জন্ম হয়। মহারাণী বলেন,—পুত্র না

হইয়া কন্যা হইল বলিয়া প্রিন্স এলবার্ট অতি অল্পক্ষণ মাত্র বিষাদিত হইয়াছিলেন। *

সূতিকাগারে, প্রিন্স কন্সর্ট (এলবার্ট) মহারাণীর বিশেষ সেবা সুশ্রুষা করিয়াছিলেন। তিনি এক দণ্ডও কোথাও যাইতেন না, এমন কি অতি সমান্য ক্ষণের জন্য ভ্রমণ করিতে যাইবারও প্রবৃত্তি হইত না। তিনি স্বয়ং তাঁহাকে শয্যা হইতে উত্তোলন করিতেন, এবং এক শয্যা হইতে অপর শয্যায় শয়ন করাইতেন। যে পর্য্যন্ত মহারাণী আহার কালে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সক্ষম হন নাই, সে পর্য্যন্ত প্রিন্স কন্সর্ট কেবল মাত্র মহারাণীর মাতার সহিত আহার করিতেন। মহারাণী তাঁহার অসীম যত্নে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে "তিনি (এলবার্ট) আমার প্রতি মাতার ন্যায় যত্ন করিতেন, বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ জ্ঞানী দয়ালু পরিচর্য্যাকারী আর ছিল না।"

---

* Martin's Life of The Prince Consort Vol I. Page 97.

তাঁহার অসীম যত্নে মহারাণী শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ মহারাণীর প্রথম বার্ষিক পরিণয়োৎসবের দিনেই বাকিংহাম প্যালেসে প্রিন্সেস রয়েলের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা ও " ভিক্টোরিয়া এডেলেড মেরি লুইসা " নাম রাখা হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্স কন্‌সর্ট বড় বিপদ গ্রস্থ হইয়া ছিলেন, অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয় সকল বরফে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তাহার উপরে স্কেট ক্রিড়া করিতে ছিলেন। মহারাণীকে তাঁহার সখী সহ একস্থানে দণ্ডায়মানা দেখিয়া তিনি যেমন সেই দিকে যাইবেন, অমনি জলে পতিত হইলেন, সে স্থানের বরফ ভাঙ্গা হইয়াছিল, কিন্তু পুনর্ব্বার অল্প জমাট হওয়ায় স্থানটী নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই আকস্মিক বিপদ দর্শনে মহারাণীর সখী সাহায্য পাইবার আশায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতীসম্পন্না মহারাজ্ঞী তাহা না করিয়া প্রিন্সের সন্তরণের সহায়তা

করিলেন, এবং সেই সাহায্যে অতি অল্পক্ষণ মাত্র সন্তরণের পর তিনি রক্ষা পাইলেন। অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত যে কষ্ট হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ক্লেশ হয় নাই।

এই সালেই মহারাণী স্বামীসহ অক্সফোর্ড, ব্রোকেটহল, হ্যাটফিল্ড প্রভৃতি আরও কতকগুলি স্থান পরিভ্রমণ করিতে যান, এবং সকল স্থানেই, তাঁহারা সাধারণ প্রজাসমিতি কর্ত্তৃক প্রভূত রাজ-ভক্তি সহকারে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহারাণীর স্বদেশ প্রত্যাগমনের কিছু দিবস পরে তাঁহার ও প্রিন্স এলবার্টের চিরপোষিত আশা, ফলবতী হইল। ১৮৪১ সালের ৯ই নভেম্বর বাকিংহ্যাম রাজ প্রাসাদে প্রিন্স অভ ওয়েলস্ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই শুভ ঘটনায় প্রিন্স এলবার্ট,রাজ্ঞী ও সমগ্র ইংরাজ জাতি যে কত দূর আনন্দানুভব করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত।

প্রিন্স অভ ওয়েল্‌সের জন্ম দিনের ১২ দিন পরেই মহারাণীর প্রথম কন্যা ভিক্টোরিয়ার সাম্বৎ-সরিক প্রথম জন্ম দিন। সেই দিন মহারাণী শয্যায় শায়িতা, এমত সময় প্রিন্স এলবার্ট

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে একটী সুন্দর শ্বেত পরিচ্ছদে পরিশোভিতা করিয়া, মহারাণীর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়াছিলেন। মহারাণীর হৃদয়ে এ দৃশ্য অতীব সুন্দর ও সম্মোহন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার অমূল্য নিধি এলবার্ট আমার নিকট উপবিষ্ট—আমাদের উভয়ের মধ্য স্থলে স্নেহময়ী কন্যা, আমি জানি না যে ইহা দর্শনে কি অপার সুখানুভব করিয়াছিলাম, এবং এই সুখাস্বাদনের জন্য ঈশ্বরের নিকট কত কৃতজ্ঞ।"

মহারাণী স্বামী ধনের অধিকারিণী হইয়া মহা সুখী হইয়াছিলেন। এলবার্ট তাঁহার রাজনৈতিক ব্যাপারের সহায়তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি যে উপযুক্ত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদর্শি স্বামী পাইয়া রাজকীয় কূট নীতির পর্য্যালোচনার বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং একবার নয়, শতবার স্বীকার করিয়াছেন। মহারাণী যে স্বামীকে কত ভালবাসিতেন, কতদূর

স্নেহ ও ভক্তি করিতেন তাহা বলা যায় না। স্বামী সুখে তিনি সংসারকে অমরাবতী বলিয়া জানিতেন। এ সংসারে রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকল হৃদয়েই বৃশ্চিক দংশন যাতনা অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু মহারাণী বলিয়াছিলেন "যাহার গৃহ এরূপ সুখের আস্পদ, তাহার সংসারে কোন ক্লেশই নাই, আমার আর কোথাও কোন সুখ থাকুক না থাকুক, আমার গৃহ সুখ পূর্ণ,—আমার জীবন সর্ব্বস্ব স্বামীর প্রণয়, তাঁহার অসীম দয়া, মায়া, ভালবাসা, উপদেশ এবং সহবাস সাংসারিক সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার শান্তি করে, আমি সেই সকল স্বর্গীয় ভাবের আস্বাদনে সকল ভুলিয়া যাই।" *

স্বামী হৃদয়ে কি রূপে প্রবেশ করিতে হয়, স্বামীর হৃদয়গত ভাব কি করিয়া অঙ্কুরে অনুধাবনা করিতে হয়, কি করিয়া আপনা ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে স্বামীর হইতে হয়, তাহা মহারাণী বিলক্ষণ জানিতেন। স্ত্রীর স্বামী-গত-প্রাণা হওয়া

* Letter from Her Majesty to King Leopold dated 14th December 1841.

উচিত, স্বামীর সুখানুসন্ধান স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা অবিরত তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রিতে প্রতিধ্বনিত হইত। এই বৎসর উইণ্ডসর ক্যাসেলে ক্রিসমাস ইভে * নৃত্যাদির সময় রাত্রি দুই প্রহর বাজিবা মাত্র জার্ম্মানদিগের প্রথানুযায়ী ঘোর নিনাদে দুন্দুভি ধ্বনি হয়। এই আকস্মিক দুন্দুভি ধ্বনি শ্রবণে প্রিন্স এলবার্টের বদন মণ্ডল সহসা গম্ভীর ও বিবর্ণ হইয়াছিল,—কিন্তু মহারাণীর কোমল দূরদর্শী হৃদয় স্বামীর মনোভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ শোক সন্তপ্ত হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার স্বামী হৃদয়ে স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি অর্থাৎযে জন্মভূমি তিনি কেবল মাত্র তাঁহারই জন্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা উদিত হইয়াছে। মহারাণী তখন সকল ভুলিলেন, সকল আহ্লাদ আমোদ পরিহার করিয়া এরূপ ভাবে স্বামীর মানসিক ভাবান্তর অপনোদনে যত্নবতী হইলেন, যে তাহা প্রিন্স এলবার্ট কিছুই বুঝিলেন না।

---

* Christmas Eve.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুইটী বিপদ।

যুবরাজের খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা উপলক্ষে প্রাসিয়ার রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪২ সালের ২২ শে জানুয়ারি গ্রিনউইচে পৌঁছিলে তথায় প্রিন্স এলবার্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উইণ্ডসর ক্যাসলের দ্বার দেশে উপস্থিত হইলে, মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে যথা রীতি রাজসম্মান প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী তাঁহার সহিত মহা আহ্লাদে নৃত্য করেন। * তিনি মহারাণীর প্রভূত সমাদর ও অমায়িকতায় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন; এবং বলিয়া ছিলেন "ইংলণ্ডে আসা তাঁহার জীবনের একটী সুখময় ঘটনা, তিনি ইহ জীবনে সে সুখ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।"

---

* Bunsen's Life. Vol II. Page 9.

২৫ শে জানুয়ারি দিবা ১০ ঘটিকার সময় মহা সমারোহ সহকারে যুবরাজ প্রিন্স অভ ওয়েলস্, উইণ্ডসরের সেণ্ট জেম্‌স চ্যাপেলে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার পূর্ব্বে রাজপারিবারিক সকলেরই দীক্ষাকার্য্য রাজ প্রাসাদ মধ্যে হইত,—সাধারণ ধর্ম্মশালায় এই প্রথম দীক্ষা। ইহার পূর্ব্বে রাজপারিবারিক আর কাহারও এরূপ হয় নাই।

এই সময়ে ইংরাজদিগের চীন, আফগান প্রভৃতি নানা স্বাধীন জাতীর সহিত যুদ্ধ বাধিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ সৈন্যের কাবুলে যেরূপ ঘোরতর হত্যাকাণ্ড হয়, এমন আর কখন কাথাও হয় নাই,—মহারাণী এই শোকবহ লোমহর্ষক ঘটনা শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

একদিন মহারাণী স্বামী সহ ধর্ম্মশালা হইতে দিবা দুই ঘটিকার সময় রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে প্রিন্স এলবার্ট দেখিলেন যে একটী লোক তাঁহাদের প্রতি পিস্তল উত্তোলন করিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে পিস্তলের ঘোড়া খটাস

করিয়া পড়িল, কিন্তু আওয়াজ হইল না। প্রিন্স ভিক্টোরিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "শুনিলে?" মহারাণী সে সময়ে পথের দক্ষিণ দিকস্থ জনতাকে প্রত্যাভিবাদন করিতে ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না। বাটীতে পৌঁছিয়া প্রিন্স সহিসদিগকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও কেহ সে সংবাদ দিতে পারিল না। সুতরাং তিনি এ সংবাদ করনেল্ আরবুথ্নট্ ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন,যেন এ কথা ত্বরায় পুলিস ইন্সপেক্টরকে জানান হয়।

তাহার পর দিবস একটী চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক সেই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিল,এবং বলিল আরও দুই একজন ইহা দেখিয়াছিলেন কিন্তু সাক্ষ্য দিবার ভয়ে বোধ হয় তাঁহারা কেহ আসেন নাই। সে বালকটি আরও বলিল যে গুলি করিতে না পারায় সে লোকটীকে দুঃখ করিতেও শুনিয়াছি।

মহারাণী এ সংবাদে নিতান্ত ভীত হইলেন, শুধু তিনি নয়, তাঁহার আত্মীয়বর্গ সকলেই ভীত

হইলেন—ভয়ের বিশেষ কারণ যে, সে পাপাত্মা ধৃত হয় নাই—সে এখনও হত্যা করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টিত আছে। পুলিস চেষ্টার ত্রুটী করিল না, কিন্তু কিছুই হইল না। শেষ একদিন গোপন ভাবে ছদ্মবেশী পুলিস চতুর্দ্দিকে রহিল, এবং রাজ দম্পতি গাড়ি করিয়া ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। অশ্বগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে চালনা করা হইল। এমত সময় একটী পিস্তলের শব্দ হইল, সেই লোকই সেই পিস্তল দ্বারা গুলি করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গুলি গাড়ির তলা দিয়া চলিয়া গেল, কাহাকেও আহত করিতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে, ছদ্মবেশী পুলিস কর্ত্তৃক সে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইল। মহানগরীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এ লোকটীর নাম ফ্রান্সিস, বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হয়। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া লোকটী মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া এ সংবাদে ব্যথিত হইলেন, তিনি বলিলেন, যে তাহার পিস্তলে যে গুলি ছিল তাহার প্রমাণ নাই; সুতরাং তাহার প্রাণদণ্ড না হয়। তাঁহার

কথা মতে তাহার প্রাণদণ্ড না হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। যে ব্যক্তি মহারাণীর প্রাণ নাশে উদ্যত—যে তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে কতবার উদ্যম করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে,—দয়ানিধান মহারাণী তাহারই প্রতি দয়া করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন. আপন হৃদয়ের কারুণ্যের ও ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ এরূপ হৃদয় সংসারে মিলে না, এরূপ চরিত্র স্বর্গীয় প্রভায় প্রভান্বিত!

এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর, সেই দিনই মহারাণী, প্রিন্স এলবার্ট ও রাজা লিওপল্ডের সহিত বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। এমত সময় বীন্ নামক একটী লোক তাঁহাদের প্রতি গুলি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দৈব ঘটনা বশতঃ আওয়াজ হয় নাই,—বিচারে তাহার ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হয়।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে, অর্থাৎ ম্যানচেসষ্টারের শ্রমজীবিদিগের বিদ্রোহানল প্রশমিত

হইবার অব্যবহিত পরেই মহারাণী স্কটল্যাণ্ড প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে যাইবার অভিলাষ করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ।

১৮৪২ সালের ২৯ শে আগষ্ট মহারাণী স্বামী সহ স্কট্‌ল্যাণ্ড যাত্রা করেন; সঙ্গে অনেকগুলি ষ্টীমার ও অনেক সম্ভ্রান্ত লর্ড ও লেডী গিয়াছিলেন। ৩১ শে আগষ্ট তাঁহার আদেশ মতে কতকগুলি লোক জাহাজে নৃত্য গীত করিয়াছিল, এতদুপলক্ষে একটী নাবিক বালক অতি সুন্দররূপে বেহালা বাজাইয়াছিল।

মহারাণী নাবিকদিগকে অসীম সাহসে সাতিশয় তৎপরতার সহিত জাহাজের মাস্তলে উঠিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে আলো দিবার জন্য লাণ্ঠান মুখে করিয়া সর্ব্বোচ্চ মাস্তলে উঠিতে দেখিয়া সমধিক প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জল বিহারে মহারাণী সমধিক প্রীত হইয়া-

ছিলেন, ডান্‌কেল্ডে * অবস্থান কালে চার্‌লী ক্রিষ্টী † নামক জনৈক হাইল্যাণ্ডবাসী "করবাল নৃত্য" ‡ দেখাইয়া তাঁহাকে বড়ই প্রীত করিয়াছিল। ডানকেল্ড হইতে টেমাউথ ¶ যাইবার সময় তৎপ্রদেশিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার মন আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়াছিল। §

---

* Dunkeld.

† Charlie Christe.

‡ একখানি তরবালের উপর আর একখানি তরবাল লম্বা ভাবে "ঢেরার" আকারে রাখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া তদুপরি এরূপ ভাবে নৃত্য করিতে হইবে, যে অঙ্গে তরবারি স্পর্শ হইবে না।

¶ Taymouth.

§ ১৮৬৬ সালে মহারাণী আর একবার গোপন ভাবে এই স্থানে ভ্রমণ করিতে যান। তাঁহার সমভিব্যাহারে দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। এই সময়ে তিনি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আর একবার যখন এখানে আসিয়াছিলেন, সেই কথা দেদীপ্য ভাবে স্মৃতি পথে উদিত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন "তখন এলবার্ট ও আমার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র, তখন আমাদের উভয়েরই পূর্ণ যৌবন, আমরা উভয়েই পরম সুখী। আহা! তখন আমাদিগের

মহারাণী নরফোকের ডাচেসের * সহ টেমাউথের একটী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যান। তথাকার দ্বার রক্ষিরা নিস্কোসিত অসি হস্তে তাঁহাদের অনুসরণ করে, কিন্তু মহারাণী তাহাদিগকে তাঁহাদের অনুগমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি এ সকল রাজকীয় আড়ম্বর ভালবাসেন না, তিনি সতত সরল ভাবে সাধারণ মহিলাদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে অভিলাষিণী। কিন্তু সকল হৃদয়ে কি এ ভাব দেখা যায়? সকলে কি এরূপ সরলতার পক্ষপাতী?

উদ্যানে ভ্রমণ কালে একটী বৃদ্ধা তাঁহার ও তাঁহার সমভিব্যাহারিণীর হস্তে কতকগুলি মনোহর পুষ্প প্রদান করে। ডাচেস সেই বৃদ্ধার হস্তে "মহারাণী তোমায় দিতেছেন" বলিয়া কিছু টাকা প্রদান করায়, সে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল দেখিয়া, মহারাণী নিতান্ত বিস্মিত

সহিত পরম উৎসাহে কত লোক আসিয়াছিল, কিন্তু হায়! সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত তাহাদিগের কত জনকে আমরা চিরদিনের জন্য হারাইয়াছি।"

* Duchess of Norfolk.

হইয়াছিলেন। তিনি ভাবেন যে, তাঁহাকে সহসা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই,—অথবা বিস্মিত হইবারও কিছুই নাই। পাঠক দেখুন আমাদের ভারতের মহারাণীর হৃদয় কিরূপ, আর ভারতীয় সামান্য ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীদিগের হৃদয় কি রূপ!

একটী আজানুলম্বী বসন পরিহিতা দরিদ্রা রমণীকে বৃষ্টির সময় নদীতে আলু ধুইতে দেখিয়া মহারাণী সে কথাটী আপনার ডায়ারিতে * লিখিয়া রাখিয়াছেন। হায় ভারত! সেই সকরুণ নেত্র যদি তোমার অগণ্য দরিদ্র, অনাথা সন্তানদিগের প্রতি পতিত হইত, তাহা হইলে না জানি কি উপকার দর্শিত,—না জানি, সেই সকল বিষণ্ণ ছবি সেই কোমল স্বর্গীয় হৃদয়ে কি দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইত।

মহারাণী কখন নিষ্কর্ম্মা থাকেন না, ও থাকিতেও ভালবাসেন না। কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ গুণ। এইরূপ ভ্রমণ

---

* Diary.

কালে অনেক সময় তাঁহাকে যদিও রাজকার্য্যে বিশেষ রূপে বিব্রত থাকিতে হইত না, তথাপি তিনি সে সময় বৃথা গল্পে বা আলস্যে অতিবাহিত করিতে পারিতেন না। সময়ই জীবন, সুতরাং তাহার মূল্য আছে, এবং তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এ কথা তাঁহার হৃদয়ের অতি নিভৃত কন্দরেও দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। অবকাশ কাল তিনি নানা প্রকার পুস্তক পাঠে সুখানুভব করিতেন। অনেক সময় মনোরম্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়া স্বামীকে শুনাইতেন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে মহারাণী যেন সদাই ব্যস্ত থাকিতেন। স্বামীর সুখানুসন্ধান যেন তাঁহার ইষ্ট ব্রত ছিল। প্রিন্স এলবার্ট শীকার করিতে গমন করিলে মহারাণী নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেন, তাঁহাকে সুস্থ শরীরে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরিত না, তিনি যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইতেন।

মহারাণী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভিক্টোরিয়া, যাঁহাকে তাঁহারা “ভিকি” বলিয়া ডাকিতেন,

তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—“আমার বিশ্বাস হইতেছে না, যে আমার সন্তান সন্ততীগণ আমার সহিত আসিয়াছে—আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি আমার বাল্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমি নিজেই যেন “ভিকি।” এই কথায় মহারাণীর স্বামী বলিয়াছিলেন যে “কথিত আছে, পিতা মাতা তাঁহাদের পুত্রগণে বর্ত্তমান থাকেন, বস্তুতঃ কথাটী বড় আনন্দ প্রদ।”

মহারাণীর ইস্‌লা * নদী পার হইবার সময় তাঁহার উক্ত নামা কুক্কুরীকে মনে পড়ে। † হায় ভারতেশ্বরি! তোমার কোমল দয়াল হৃদয়ে সামান্য কুক্কুরীর পর্য্যন্ত স্থান আছে, কিন্তু অভাগা ভারতবাসীর কি নাই মা? এই যে পঞ্চ বিংশতি কোটী ভারতবাসী—কি রাজা, কি প্রজা সকলে মিলিয়া দীন নেত্রে—আকুল ভাবে—সজল চক্ষে অবিরত তোমার কৃপা-কণা

---

* Isla.

† Leaves from The Journal &c.

ভিক্ষা করিতেছে, মাতঃ! তাহাদের কথা কি তোমার মনে উদয় হয় না? এই পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর সকরুণ আর্ত্তস্বর কি সমুদ্র তরঙ্গ ভেদ করিয়া তোমার চরণ স্পর্শ করিতে পারে না,—দয়াময়ি! তুমি যদি তাহাদের দুঃখ না দেখিবে তবে আর কে দেখিবে? তুমি যদি তাহাদের অবস্থা না ভাবিবে তবে আর কে ভাবিবে? মাতা হইয়া যদি পুত্রের অশ্রুজল মুছাইয়া না দিবে তবে আর কে দিবে মা! আমরা আর কাহার কাছে কাঁদিয়া হৃদয়ের অসহ্য গুরুভার লাঘব করিব? এই অনাথ অনাশ্রয় ভারতবাসীর আর ইহ জগতে কে আছে মা।

আমাদের দীন জননী মহারাণী একদা অশ্বারোহণে পর্ব্বতোপরি বিচরণ করিতে ছিলেন, সেই সময় সূর্য্যদেব আপন রক্তিম বিভায় পার্ব্বতীয় প্রদেশ সুশোভিত ও সুরঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে বিশ্রাম লালসায় প্রধাবিত। সেই সময়ে পর্ব্বত প্রদেশে, সূর্য্যাস্তের যে মনোহর দৃশ্য শোভা পাইয়াছিল, তাহা

ভাবগ্রাহী মহারাণীর হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি তাহার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কবির কল্পনার সহিত সুনিপুণ শিল্পির তুলিকা সমভাবে বর্ত্তমান, বস্তুতঃ তাহা অতি মনোহর, তাহা পাঠ কালে বোধ হয়, কে যেন আমাদের নয়ন সম্মুখে একখানি সুদক্ষ শিল্পি নির্ম্মিত চিত্রপট ধরিয়াছেন। *

হাইল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মহারাণী সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার অবস্থান কাল অতি সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে সুখের স্থান পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডন আসিবার

---

* We then began our decent "squinting" the hill, the ponies going as safely and securely as possible. As the sun went down the scenary became more and more beautiful, the sky crimson, golden-red and blue, and the hills looking purple and lilac, most exquisite, till at length it set, and the hues grew softer in the sky and the outlines of the hills sharper.'

সময় তিনি নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

মহারাণী আর একবার অতি অল্প কালের জন্য স্থানান্তরে পর্য্যটনে গমন করেন। পথে পাছে ক্লেশ হয় বলিয়া সন্তানগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান নাই। কিন্তু স্বদেশের ছবি তাঁহার নয়ন হইতে অন্তরাল হইবামাত্র, সেই স্নেহাধারগণের অদর্শন দুঃখ যাতনায় তাঁহার কোমল স্নেহময় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়াছিল। † মহারাণীর হৃদয় বড়ই কোমলতা ও স্নেহপূর্ণ, তাঁহার ন্যায় স্নেহময়ী জননী এ সংসারে নিতান্ত বিরল। তিনিই ভাগ্যধর, যিনি বহুপুণ্যবলে সেরূপ দয়াবতীকে মাতা সম্বোধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাহা বলি ভারতবাসি, তুমি ভাবিও না, তোমায় ভালবাসিবার, স্নেহ করিবার মাতা আছেন, তিনি অচিরে তোমার নয়ন জল মুছাইবেন।

---

* Leaves from The Journal &c.

† Tour round the west coast of Scotlond and visit to Adverikie.

প্রিন্স এলবার্ট একদিন গোপনে গ্লেন্‌কো * (যাহা হত্যা কাণ্ডের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ) দেখিতে যান। কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারায় মহা আনন্দ ধ্বনি করিয়াছিল, এবং তাঁহার গাড়ি হইতে ঘোড়া খুলিয়া আপনারা তাহা টানিয়া মহা রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। মহারাণী স্বামী মুখে এই কথা শুনিয়া মহাপ্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের অসীম রাজভক্তির কথা স্বীয় দৈনিক বিবরণী পুস্তকে † লিখিয়া রাখিয়াছেন।

হা হত বিধি! আমাদের রাজভক্তি কি মহারাণী অনবগত? প্রিন্স অব ওয়েলস ও মহাত্মা লর্ড রীপণের মুখেও কি তিনি তাহা শুনিতে পান নাই—রাজভক্ত বঙ্গবাসীর কথা কি ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই?

---

* Glencoe.

† Diary Book.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

মহারাণী লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক গুলি সুসংবাদ পাইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে কাবুল সমরে বিজয় লাভ, ও চিনদিগের সহিত সন্তোষপ্রদ সন্ধিবন্ধন, এই দুইটীই প্রধান। এই শুভ সংবাদে যে কেবল মহারাণীই সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন তাহা নয়, সাধারণ প্রজাদিগেরও সন্তোষের সীমা ছিল না। তাহারা যুদ্ধের বহুল ব্যয় হইতে ত্রাণ পাইল, অত্যাচারী ইন্‌কম ট্যাক্সের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল,—মহারাণীর সুখের রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিল।

১৮৪২ সালের ২৫ শে এপ্রেল মহারাণীর দ্বিতীয় কন্যা প্রিন্সেস এলিসের জন্ম হয়। প্রসবান্তে ভারতেশ্বরী ত্বরায় পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতের সুপরিচিত দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যান। ১৬ই জুন বেলা দুইটার সময় ভারতেশ্বরী অতি সমাদর সহকারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২৩ শে জুন সৈনিক দিগের একটী রণাভিনয় হয়, তাঁহাতেও দ্বারকা নাথ নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন, এবং রাজবংশীয়েরা যথায় উপবেশন করিয়া ছিলেন ভাগ্য ক্রমে তিনিও তথায় আসন প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালির পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

মহারাণী বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে তাঁহাকে মহা সমারোহ সহকারে একটী ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী এবং তাঁহার স্বামী এই অবসরে তাঁহার সহিত ভারত সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রখরতা দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

আর এক সময় দ্বারকানাথ মহারাণী কর্ত্তৃক রাজকীয় উদ্যান দেখিতে নিমন্ত্রিত হন। প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে তথায় আনা

হয়। তাঁহারা সহসা বিদেশীয় লোক দর্শনে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই। মহারাণী বালক বালিকাকে সেই সৌভাগ্যশালী ভারতবাসীর করমর্দ্দন করিতে বলিয়াছিলেন। *

ঐ সালের ১লা জুলাই ওয়েণ্টমিনিষ্টার হলে প্রিন্স এলবার্টের বিশেষ সাহায্য ও উদ্যোগে একটী সূক্ষ্ম-শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে মহারাণী তাঁহার অসীম উৎসাহ দেখাইয়া ছিলেন।

এই সময়ে মহারাণী ফরাসীর রাজা ও রাজ্ঞীর সহিত তাঁহাদের দেশে যাইয়া সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিলেন। সে সময়ে কোন প্রকার রাজকার্য্যের গোলযোগ না থাকায় ২৮ শে আগষ্ট তাঁহারা "ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট" নামক জাহাজে ফ্রান্স যাত্রা করেন। ফ্রান্সের রাজা, রাজ্ঞী, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, ও সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথেষ্ট সন্তোষ ও সম্মাননা প্রকাশ করিয়াছিল। রাজ দম্পতী তথায় প্রায় সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া ছিলেন।

* Memoir of Dwarka nath Tagore. Page 90.

আসিবার সময় ফ্রান্স প্রদেশাধিপতি তঁাহাদিগকে কতক গুলি মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেন, এবং তাঁহাদের সহবাসে তিনি যে নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন।

এই সময়ে তাঁহারা বেলজিয়ম ও কেমব্রিজ প্রভৃতি স্থানেও গমন করিয়া ছিলেন, সকল স্থানেই তাঁহারা মহা সমারোহ সহকারে সম্মানিত হইয়া ছিলেন।

১৮৪৪ সালের ২৯শে জানুয়ারি প্রিন্স এলবার্টের পিতার মৃত্যু হয়। তিনি বড়ই পিতৃভক্ত ছিলেন। তিনি পিতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে পিতৃ মৃত্যুতে প্রিন্স এলবার্ট কতদূর শোকাভিভূত হইয়া ছিলেন। পতির এতাদৃশ শোকদর্শনে, পতিরতা পতিপ্রাণা ভিক্টোরিয়ার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। তিনি কি করিয়া স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিবেন, কি করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া ছিলেন। তিনি যে ইহাতে কত দূর কৃতকার্য্য

হইয়াছিলেন তাহা প্রিন্স এলবার্ট তৎকালে ব্যারণ ষ্টকমারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এরূপ পতিগতপ্রাণা পতি-দুঃখ-কাতরা অলোক সামান্যা পত্নী পাইয়া তিনি যে কত সুখী ছিলেন তাহা বর্ণনাতীত, সে সুখ সেরূপ ভাগ্যধর ব্যতীত অপরের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করাও দুরুহ। *

এই সময়ে প্রিন্স এলবার্ট পিতৃ দেশে যাইবার অভিলাষ করিলেন। যদিও তিনি অতি অল্পদিনের জন্য যাইতেছিলেন, তথাপি সেই ক্ষণিক বিরহ স্মরণ করিতেও মহারাণীর অসীম ক্লেশ হইয়াছিল। বিবাহ অবধি মহারাণী একদিনও স্বামী

---

* * * Just such is Victoria to me, who feels and shares my grief, and is the treasure on which my whole existance rests. The relation in which we stand to one another leaves nothing to desire. It is a union of heart and soul, and is therefore noble, and in it the poor children shall find their cradle, so as to be able one day to ensure a like happiness for themselves.

ছাড়া নহেন, সুতরাং বিরহ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, এই তাহার সূত্র পাত। কিন্তু তথাপি স্বার্থপরতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি বেশ জানিতেন যে তাঁহার স্বামী হৃদয়ও এ বিরহে ব্যথিত হইবে, কিন্তু তথাপি তিনি ভাবিলেন যে এ সময়ে একবার তাঁহার স্বদেশ গমন করা উচিত। সেই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি যে কেবল স্বামীকে তাঁহার ইপ্সিত স্থানে যাইতে কোন বাধা দেন নাই তাহা নহে, বরং তাঁহাকে তথায় যাইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, বিরহের চিত্রকে অতিরঞ্জিত না করিয়া, অন্য ভাবে দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়কে উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন। ধন্য ভিক্টোরিয়া! ধন্য তুমি! আর ধন্য তোমার পতিভক্তি ও পতিপ্রেম!

সরলা পতিগতপ্রাণা রমণী রত্নের প্রণয় অপেক্ষা অমূল্য বিভব আর নাই। রাজা হও, বা সম্রাটই হও, যিনি এ সুখ হইতে বঞ্চিত, তাঁহার হৃদয় সাহারার মরুভূমি সদৃশ অসার! তুচ্ছ তাঁহার রাজ দণ্ড ভার, এ অসার অবনীতে আর

তাঁহার বিন্দু মাত্র সুখ নাই—যদি কোন দরিদ্রে পথের ভিখারীর হৃদয়ও পতিগতপ্রাণা রমণী রত্নের প্রণয় পীযুষে পরিপোষিত হয়, আমরা বলি যে সে রাজা অপেক্ষাও ভাগ্যধর। এ সংসারে সেই সুখী, তাহার যে সুখ, রাজা ধিরাজ বাহাদুরের তাহার কণা মাত্রও নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রিন্স এলবার্ট ভাগ্যধর, তিনি প্রকৃতই সংসারের অমূল্য বিভব, পতিপ্রাণা পত্নীর পবিত্র নিস্বার্থ প্রণয়ে আপন প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার তুল্য ভাগ্যধর লোক এ সংসারে বড়ই বিরল। এরূপ সুখময় অপূর্ব্ব পবিত্র প্রেমাস্বাদন অতি পুণ্যাত্মা ব্যতীত অপর ভাগ্যে ঘটে না।

প্রিন্স এলবার্ট ২৬শে মার্চ্চ স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি যে এই ক্ষণিক বিরহেও নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি তাহার পর দিবস মহারাণীকে লিখিতেছেনঃ—"যে সময় আমার জাহাজে অতিবাহিত হইল, সেই অমূল্য সময় যদ্যপি তোমার সহবাসে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে না জানি কতই

সুখানুভব করিতাম। আমি যে সময়ে তোমায় পত্র লিখিতেছি সে সময়ে তুমি বোধ হয় আহারে যাইতেছ, গত কল্য যে স্থানে বসিয়া তোমার সহিত আহার করিয়াছিলাম, সে স্থান শূন্য ময় দেখিয়া না জানি কতই ব্যথিত হইবে। কিন্তু আমি জানি যে তোমার হৃদয়ে আমার আসন শূন্য নয়। * * * ইহার মধ্যেই প্রায় অর্দ্ধ দিবস তোমার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়াছি, যখন এ পত্র পাইবে তখন একটী দিন পূর্ণ হইবে—আর ১৩টী দিন মাত্র, তাহার পর আবার আমি তোমার সুখদ বাহু যুগলে বদ্ধ হইয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিব।" *

মহারাণী অতি দক্ষতা ও সহিষ্ণুতার সহিত এই সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় প্রকৃতই আন্তরিক প্রেমে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহা তিনি প্রকাশ করিতে অভিলাষিণী হইতেন না। অগাধ জলে তরঙ্গের ঘটা কিছু

* The Life of The Prince Consort Vol .I Page 207.

কম। প্রেম পরায়ণা মহারাণী, পাছে স্বামী হৃদয় বিচলিত হয় বলিয়া, কোন পত্রে তিনি তাঁহার মানসিক বিকলতার কথা তাঁহাকে লিখিতেন না। আপন যাতনা গোপনে হৃদয়ে পুষিতেন; স্বামীকে তাহা জানাইয়া আপন প্রগাঢ় ভালবাসা জানাইতে শিক্ষা করেন নাই। যথা সময়ে প্রিন্স এলবার্টকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি যে কি পর্য্যন্ত পুলকিত ও চরিতার্থ হইয়াছিলেন তাহা লেখনী মুখে বিবৃত করা নিতান্ত দুরুহ ব্যাপার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজ সমাগম।।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে মে মহারাণী এবং প্রিন্স রুশ সম্রাটের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার আসিবার কোন কথাই ছিল না, বরং না আসিবারই কথা ছিল। যাহাই হউক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজদম্পতী শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১ লা জুন স্যাক্সনীর রাজা আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপান্বিত রুশ সম্রাট ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

রুশ সম্রাট ইংরাজদিগের অভ্যর্থনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি এবং সেক্সনির রাজা উভয়েই—রাজ প্রাসাদ সমূহ, বিশেষতঃ উইণ্ডসর দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিমোহিত হইয়া ছিলেন। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার ক্রুটী করা হয়·

নাই—ঘোড় দৌড়, সৈনিক প্রদর্শন প্রভৃতি নানা বিধ আনন্দপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নাট্যশালায় লইয়া যান। মহারাণী রুশ সম্রাটের অমায়িকতায় নিতান্ত প্রীত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন।

সৈনিক প্রদর্শনের দিন প্রিন্স স্বয়ং একদল সৈন্য চালনা করেন। মহারাণী রণাভিনয় দর্শনার্থ প্রিন্সের সৈন্যগণের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়, প্রিন্স আপন করবারি ঈষৎ নত করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে এরূপ ভাবে সামরিক প্রথানুযায়ী তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে সেই চিত্তহারী দৃশ্য টুকুর জন্য, প্রদর্শনিটী এখনও অনেকের হৃদয়ে জাগরুহ আছে। রুশ সম্রাট ইংরাজ দিগের রণ কৌশল দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বৃহৎ বৃহৎ কামান সকল কি কৌশলে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থানান্তরিত করা যায় তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই।

রুশ সম্রাট পাঁচ দিবস ইংলণ্ডে অবস্থানের

পর স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি যাইবার সময় অতি সমাদর ও স্নেহ ভরে মহারাণীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়াছিলেন।

রুশ সম্রাটের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরও স্যাক্সনার রাজা কিছু দিবস ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। তিনিও মহারাণীর উপর নিতান্ত প্রীত হইয়া ছিলেন।

এই সময়ে ফ্রান্স লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার তৎপর মিমাংশা হইয়া যায়। এই দারুণ দুশ্চিন্তার সময় ৬ই আগষ্ট উইণ্ডসর ক্যাসেলে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র এলফ্রেড আরণেষ্ট এলবার্ট,—ডিউক অব এডিন্‌বারা জন্ম গ্রহণ করেন।

ইহার অতি অল্প দিন পরেই রাজপরিবার বর্গের দ্বিতীয় বার স্কটল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিতে যাইবার কল্পনা হয়, কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্য স্থগিত থাকে। ৩১ আগষ্ট মহারাণী আর একটী রাজ অতিথী প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ইহাঁর সহিত মহারাণী অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, কিন্তু তখন তিনি সে সম্বন্ধের কল্পনাও

করিতে পারেন নাই। ইনি প্রুসিয়ার প্রিন্স,—বর্ত্তমান জর্ম্মাণ রাজ—মহারাণীর বৈবাহিক। পাঁচ দিন লণ্ডনে অবস্থানের পর তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। ইনি আরও চারি বার ১৮৪৮, ১৮৫১,১৮৫৩ এবং ১৮৫৬ সালে ইংলণ্ডে আসেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর বৈবাহিক হওয়ায় উভয় বংশের সুখদ সম্বন্ধসূত্র বদ্ধ-মূল হয়।

সেপ্টম্বর মাসেই তাঁহারা স্কটল্যাণ্ড পরি-ভ্রমণে গমন করেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহারা প্রথম বারের ন্যায় এবারও তৎপ্রদেশিক প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া ছিলেন। রাজকার্য্যের অনুরোধে তাঁহারা অধিকদিন তথায় বাস করিতে পারেন নাই, অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই তাঁহাদিগকে উইণ্ড-সরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

৮ই অক্টোবর ফরাসিরাজ লুইস ফিলিপ্ ইংলণ্ডে আগমন করেন। মহারাণী তাঁহাকে তাঁহার স্বাভাবিক সৌজন্য ও নম্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করেন। তিনি মহারাণীর অকৃত্রিম

সরলতা দর্শনে নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন।

৯ই সেপ্টম্বর মহারাণী ফরাসী রাজকে নাইট * উপধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৪ ই তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮ ই অক্টোবর মহারাণী রয়েল এক্সচেঞ্জ নামক সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে প্রিন্স এলবার্ট সাধারণ প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে সম্মানিত হওয়ায়, তিনি নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন।

---

* Knight of the Most Noble order of the Garter.

নবম পরিচ্ছেদ।

নিভৃত নিবাস ও পর্য্যটন।

রাজকীয় আড়ম্বর ময় জীবন হইতে মধ্যে মধ্যে অব্যাহতি পাইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গোপন ভাবে বাস করেন, এ ইচ্ছা অনেক দিন হইতে মহারাণীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। এখন সেইরূপ একটী স্থান পাওয়া গেল। ওয়াইট দ্বীপে * অস্‌বোরণ্‌ নামক একটী ভূসম্পত্তি মহারাণী নিজ ধনে ক্রয় করিলেন, এক্ষণে ইহার পরিমাণ প্রায় ৭০০০ বিঘা।

প্রিন্স এলবার্ট স্বীয় অসাধারণ শ্রম সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও যত্নে অচিরে এটীকে একটী বিশ্রামোপযুক্ত রম্য কাননে পরিণত করিলেন। নিভৃত কুঞ্জ, পাদপ বিহার পথ, ক্রীড়া ভূমি, নয়নাভিরাম কুসুমোদ্যান প্রভৃতি তাহার শোভার উচ্চাদর্শ

---

* Isle of wight.

হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ মহারাণী যখন স্বামীসহ হাত ধরাধরি করিয়া পরম কৌতুক ও প্রীতি ভরে, তাহার প্রাণীশূন্য, নির্জ্জন, নীরব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথে ভ্রমণ করিতেন, যখন পক্ষী সকল বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় আপন মনে আনন্দ ভরে গান ধরিত, যখন মৃদু হিল্লোলে প্রফুল্ল প্রসূন পরিশোভিত পাদপ ধীরে ধীরে হেলিত দুলিত, যখন শ্যামল তৃণরাজি রমণীয় বেশে নয়নের শোভা সম্পাদন করিত, ফলাবনত বৃক্ষরাজি নয়ন বিমোহিত করিত, যখন অদূরস্থ অনন্ত সাগরের সফেন তরঙ্গমালা নয়নোপরি নাচিত—তখন তিনি যে কি অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দানুভব করিতেন তাহা বলা যায় না। যে জীবন এক মুহূর্ত্তও প্রকাশ্য কার্য্য বা অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে অব্যাহতি পায় নাই, এরূপ গুপ্ত নিভৃত নিবাসে সে জীবন যে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিবে তাহা বলা বাহুল্য।

১৮৪৫ সালের ৯ই আগষ্ট প্রিন্স এলবার্টের জন্মভূমি পরিদর্শনার্থ মহারাণী স্বামী সহ জল

পথে যাত্রা করেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী দ্বয় অস্‌বোরণ্ প্রাসাদে অবস্থান করেন। তাঁহা-দিগকে রাখিয়া যাইবার কালে, মাতার কোমল মন বিচলিত হইয়াছিল, এবং যখনই তাঁহা দিগকে মনে হইত, তখনি তিনি আকুল হইতেন।

পরদিন অপরাহ্ণে এণ্টওয়ার্পে উপনীত হন, তথাকার অধিবাসীগণ যথেষ্ট রাজ ভক্তি প্রদর্শন করে। মেলিন্‌সে সস্ত্রীক বেলজিয়ম-রাজ তাঁহা-দের সহিত মিলিত হন এবং ভার্ভিয়ারস্ পর্য্যন্ত অনুগমন করেন। এক্সলা চ্যাপেলিতে প্রুসীয়-রাজ তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। তাঁহারা কলোন্ নামক স্থানে মহা সমাদর সহকারে গৃহীত হন। সঙ্কীর্ণ রাজপথ সমূহ জনতায় পূর্ণ, বিবিধ মনোহর কেতনে সুসজ্জিত, এবং রাজ পথ অডিকলম্ * বর্ষনে সিক্ত হইয়াছিল। কলোন্ হইতে ব্রুলে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা প্রাসাদে গমন করেন। প্রাসাদ সম্মুখে পাঁচশত

---

* Eau de Cologne.

সামরিক বাদ্যকরেরা বাদ্যধ্বনি করে। সমস্ত প্রাসাদ অতি সুন্দর রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

পরদিন সকলে বন্ নামক স্থান অর্থাৎ যেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্স অধ্যয়ন করিতেন, তথায় গমন করেন। প্রিন্স যে বাটীতে বাস করিতেন, অতি আনন্দিত চিত্তে মহারাণী তাহা পরিদর্শন করিতে যান। সেই দিবস একটী মহৎ ভোজে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হন। প্রুসীয় রাজ ভোজসভায় মহারাণী ও প্রিন্সের স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরাপান প্রস্তাব করেন, এবং সকলেই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সহকারে তৎকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই দিবস রজনীতে কলোন্ আলোক মালায় সুসজ্জিত হইয়া নয়নানন্দপ্রদ রমণীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়াছিল। সকলে রেলওয়ে শকটে কলোনে পৌঁছিয়া বাষ্পতরী আরোহন পূর্ব্বক আলোক মালার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে নিরূপম সুখানুভব করিয়াছিলেন। পরে সকলে মধ্য রজনীতে ব্রূলে পৌঁছিলেন।

পরদিন দিবা দশ ঘটিকার সময় বনে ঐক্য-তান বাদন হয়। এই স্থান হইতে মহারাণী তথা-কার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সমবেত অধ্যা-পকগণ তাঁহার নিকট পরিচিত হওয়া, তাঁহার এই জীবনের সার ও সর্ব্বস্ব প্রিন্স এলবার্টের প্রশংসা ও গৌরব করায় তিনি অপার আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গগনমণ্ডল ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু তাঁহারা জাহাজে আরোহন করিবামাত্র তাহা প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, এবং সৌরকরজালে নদীবক্ষ প্রতিবিম্বিত হয়। সকলে নদীর উভয় কুলস্থ মনোরম শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করেন। আরণ্ বাইট্‌টাইন নামক স্থানে রাজ অতিথি সমাগত হইলে তাঁহাদিগের সম্মানার্থ যথোচিত তোপ ধ্বনি হয়, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই যেন তাহার চতু-স্পার্শস্থ দুর্গ সমূহ হইতে ঘোর গভীর নিনাদে তাহার প্রতি উত্তর দেয়, ও সমবেত বিংশতি সহস্র সৈনিকের করস্থ বন্দুকের ধ্বনি বড় মনোরম হইয়াছিল। তাঁহারা তথা হইতে প্রুসীয় রাজের একটী প্রাসাদে গমন করেন এবং তথায় সে

দিবস অবস্থানের পর, পরদিবস বিদায় গ্রহণ করেন।

১৭ই আগষ্ট মহারাণী ম্যাডাম হাইডেন বাঁই নাম্নী ধাত্রী, যিনি মহারাণী এবং প্রিন্স এলবার্ট উভয়েরই এ সংসারে জন্ম পরিগ্রহের সময় ধাত্রীত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৮ই আগষ্ট সোমবার কোবার্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহারা নানা গ্রাম, নগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যথা সময়ে কোবার্গ সীমায় উপনীত হইলেন।

কোবার্গ সীমার নিকটবর্ত্তি হইবামাত্র মহারাণীর হৃদয় বিহ্বল ও বিচলিত হইয়াছিল। অনতিবিলম্বেই পতাকা শ্রেণী ও শ্রেণীবদ্ধ জনতা পরিলক্ষিত হয়, ইহার অত্যল্প সময় পরেই তাঁহারা সামরিক বেশ পরিহিত আরণেষ্ট [কোবার্গের ডিউক] * কর্ত্তৃক গৃহীত হন। ইহাঁরা ছয়টী অশ্ব সংযোজিত যানে আরোহন পূর্ব্বক

---

* প্রিন্সের জেষ্ঠ ভ্রাতা,—পিতার মৃত্যুর পর ইনিই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হন।

। করেন। আরণেষ্ট তাঁহাদের সম্মুখে ।বিষ্ট ছিলেন। পার্শ্বস্থ জনতা অতি উৎকৃষ্ট ।রিচ্ছদ পরিহিত হইয়া এবং অসংখ্য বালিকা পুষ্প হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়া পথের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বস্তুতঃ মহারাণী এরূপ সাদর অভ্যর্থনায় যে সবিশেষ প্রীতা ও প্রসন্না হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

রাজ দম্পতী প্রাসাদ সম্মুখীন হইলে কতিপয় শ্বেতবেশধারিণী যুবতী যানোপরি পুষ্পহার বর্ষণ করেন। ভারতেশ্বরী, তাঁহার জননী, শ্বশ্রূ (প্রিন্স এলবার্টের বিমাতা) এবং বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক মহা সমাদরে গৃহিত হন। প্রিন্স এলবার্টের পিতার বহুকালাবধি ইচ্ছা ছিল যে তিনি পুত্র ও পুত্রবধুকে একবার স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আমোদ আহ্লাদ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে আশা সফল হয় নাই, সহৃদয়া, স্নেহময়ী, দয়াশীলা মহারাণীর সেই কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি ব্যথিত হন এবং এই জনতা মধ্যে সেই গুরুজন অদর্শন জনিত দুঃখ অনুভব করেন। প্রাসাদে কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর রাজদম্পতী

মৃত ডিউকের অতি প্রিয় স্থান, রোসেনিতে গমন করেন। রোসেনির প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে মহারাণী অত্যন্ত প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়াছিলেন,—রোসেনি প্রিন্সের জন্মস্থান।

কোবার্গে সেণ্টগ্রিগেরিয়াস ভোজ নামক পর্ব্বোপলক্ষে বালক বালিকা দিগের একটী মহোৎসব হয়। মহারাণী এবং প্রিন্স রাজ প্রাসাদের বারান্দা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের প্রায় ১৩০০ বালক বালিকা দিগের শ্রেণী বদ্ধ ভাবে আগমন দেখিয়া ছিলেন। দুই দুইটী করিয়া সমস্ত বালক অধ্যাপকগণ সহ শ্রেণী বদ্ধ ভাবে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। তিনটী বালিকা উপরিতলে যাইয়া "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" এইস্বরে একটী গান করে। মহারাণী সে গীত শ্রবণে বড়ই পুলকীতা হইয়া ছিলেন। গীত সমাপ্ত হইলে সমস্ত বালক বালিকা যে ভাবে আগমন করিয়াছিল, সেই ভাবে প্রতিগমন করে। মহারাণী সেই দিন সেই সমস্ত বালক বালিকা দিগকে লইয়া মহা উল্লাসসহ তাহাদিগের সহিত একত্রে আহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া স্বীয়

উদার ও উন্নত মনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাণী গুটীকতক কৃষক বালিকাকে সামান্য কৃষকদিগের পরিচ্ছদ পরিহিতাবস্থায় অবলোকনে নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "আমাদের দেশীয় রমণীরা যদ্যপি মূল্যবান রেশম ও সালের পোষাকের পরিবর্ত্তে এই কৃষক বালিকাদিগের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করেন, তাহা হইলে না জানি কত সুন্দর দেখায়।"

২৬শে আগষ্ট প্রিন্স এলবার্টের জন্মতিথি,—আজি সেই জন্মতিথি প্রিন্সের জন্মভূমে,—ইহাতে মহারাণী যে কতদূর সুখানুভব করিয়া ছিলেন তাহা বলা যায় না। কোবর্গের সমস্ত অধিবাসী এই উৎসবে মহান উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। কতকগুলি কৃষক পুরুষ ও রমণী সুবেশ পরিধান পূর্ব্বক বাদ্যকর সহ নাচিতে নাচিতে মহারাণী ও প্রিন্সের নিকট আসিয়া ছিল। একটী রমণী প্রিন্সকে পুষ্প দান এবং একটী পুরুষ মহারাণীকে পুষ্প গুচ্ছ প্রদান করিয়া

বলিয়াছিল " আপনার স্বামীর জন্মতিথিতে আমি মঙ্গল উদ্দেশে আপনার সম্বর্দ্ধনা করি এবং ইচ্ছা করি তিনি দীর্ঘজীবি হউন এবং আপনি আবার শীঘ্র এখানে আসিবেন।" মহারাণী তাহাদের নৃত্য দর্শনে পুলকিতা হইয়াছিলেন। বিদেশের সামান্য কৃষক দিগকে লইয়া মহারাণীর আমোদ করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু হা হতভাগ্য ভারত! তোমার সম্ভ্রান্ত সন্তানও একজন সামান্য ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিগ্রহীত হয়।

উৎসব সমাপন হইলে বৈকালে মহারাণী স্বামী সহ বহির্ভ্রমণে গমন করেন। তথায় লর্ড এবারডিনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, প্রিন্স তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলে, মহারাণী একাকিনী বসিয়া একটী চিত্র আঁকিতে ছিলেন, এমত সময় দুইটী কৃষক রমণী, যাহারা তাঁহার নিকটে তৃণ কর্ত্তন করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সমিপবর্ত্তী হইল।—তাহারা অবশ্য তিনি কে তাহা জ্ঞাত ছিল না। দুইটী রমণীর এক জন প্রশ্রয় পাইয়া মহারাণীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। মহারাণী তাহাদিগের সরল

অমায়িক ভাব দর্শনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই নারীটির দুইটী শিশু ছিল, মহারাণী তাহাকে কিছু অর্থ প্রদান করায়, সে প্রীত হইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করে। এখান হইতে মহারাণী,—প্রিন্স এলবার্ট ও আরণেষ্ট বাল্যকালে স্বহস্তে যে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মান করেন, তাহা পরিদর্শন করিলেন। *

কয়েক দিবস নৃত্য, গীত, ভোজ, থিয়েটার প্রভৃতি আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠানের সুখাস্বাদনের পর ২৭ আগষ্ট প্রাতঃকালে রাজ-দম্পতী বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময়ও তাঁহাদিগকে পূর্ব্বমত অভ্যর্থনা করা হয়। সন্ধ্যাকালে রাজ-দম্পতী রিনার্টস্‌ক্রুণ নামক স্থানে উপনীত হইলেন। পরদিন এই স্থান হইতে

* পুস্তক পাঠে যে জ্ঞান জন্মে তাহা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে প্রিন্সের পিতা এলবার্ট এবং আরণেষ্টের বাল্যাবস্থায় তাঁহাদিগের দ্বারা এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করান। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। ইহার সকল কার্য্য, এমন কি, ইষ্টক পর্য্যন্ত রাজ কুমারদ্বয় স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গোথায়, প্রিন্স এলবার্টের মাতামহীর প্রাসাদে, গমন করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের যাইবার পূর্ব্বেই স্ববীরা মাতামহী অতি প্রত্যুষে অশ্বযানারোহনে সেই গ্রাম্য নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতপদে তাঁহার নিকট ধাবমান হন এবং বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়া, বার বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়াছিলেন। প্রিন্স এলবার্টকে তিনি ইহ-জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি আনন্দিত চিত্তে অতি সদয় ভাবে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া অনন্ত সুখানুভব করেন। অপরাহ্ণে সকলে মিলিয়া গোথায় গমন করিয়াছিলেন।

রাজ-দম্পতী কোবার্গের ন্যায় গোথার অধিবাসীগণ কর্ত্তৃকও সমাদৃত হন। পতাকা, কুসুমদাম, তোরণ, দরবার, ভোজ, নৃত্য, ঐক্যতান বাদন, নাটকাভিনয় প্রভৃতিতে গোথা কয়েক দিনের জন্য আনন্দ নীরে ভাসমান হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাতরাশের পর মহারাণী গোথা হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। বিদায় কালে

বৃদ্ধা মাতামহী বার বার সজল নয়নে প্রিন্স এবং মহারাণীকে আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করিয়াছিলেন, বৃদ্ধার হৃদয় নিতান্ত বিচলিত হইয়াছিল। ৯ই সপ্টেম্বর রাজ-দম্পতী স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু আজি তাঁহারা যে সুখ, যে অভ্যর্থনা পাই-লেন, সে সুখ সে অভ্যর্থনা তাঁহারা বুঝি আর কোথাও পান নাই, সম্ভবতঃ পাইবার আশাও নাই। যখন গোলাপ ফুলের ন্যায় প্রস্ফুট বদন,—সন্তান সন্ততিরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, তখন তাঁহারা যে সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, সে সুখ কি ইহ জগতের আর কোথাও আছে ?

দশম পরিচ্ছেদ।

---*---

নূতন ঘটনাবলী।

১৮৪৬ সালের ২৫ শে মে ভারতেশ্বরী আর একটী নবকুমারী প্রসব করেন। ২৫ শে জুলাই সমারোহ সহকারে রাজ কুমারীর দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত, এবং হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়া নাম রক্ষিত হয়।

মহারাণী এক দণ্ড তাঁহার প্রাণাধিক জীবন সর্ব্বস্ব স্বামীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ৩০ শে জুলাই প্রিন্স লিভারপুলের নাবিক নিবাস ইত্যাদির ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে তথায় গমন করিলে, মহারাণী বিরহ বেদনার নিদারুণ যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি ব্যারণ্ ষ্টক্‌-মারকে লিখিয়াছিলেন "আমার প্রভুর অদর্শনে আমি সকলই অন্ধকার দেখিতেছি, আমি জানি যে এরূপ বিচ্ছেদ সহ্য করিবার অনেকের অভ্যাস আছে, কিন্তু আমার সে অভ্যাস হইল না।

আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনি আমাকে ইহার জন্য দোষ দিবেন না। তাঁহার অভাবে কিছুই আমার ভাল লাগে না। যদ্যপি সামান্য দুটী দিনের জন্যও তিনি স্থানান্তরে গমন করেন, তাহা হইলেও আমি অসহ্য যাতনা ভোগ করি। আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান অনাথ সহায় ঈশ্বরের নিকট অবিরত প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার অনন্ত বিচ্ছেদ আমাকে কখন সহ্য করিতে না হয়।"

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভেই রাজ-দম্পতী সদলে পোর্টমাউথ, ডার্টমাউথ প্রভৃতি ভ্রমণ পূর্ব্বক অস্‌বোরণে উপস্থিত হন। সেপ্টেম্বর মাসে অস্‌বোরণের নূতন প্রাসাদের, কতকাংশের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা ১৫ই সেপ্টেম্বর তথায় প্রথম প্রবেশ এবং রাত্রি যাপন করেন। *

---

* মহারাণী যখন এই নবীন প্রসাদে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার জনৈক সহচরী স্কচদিগের প্রথানুযায়ী ভারতেশ্বরীর প্রতি পুরাতন বিনামা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডে বিবাহের পর বধূর প্রতিও এইরূপ বিনামা এবং

ফ্রান্সরাজ ফিলিপের সহিত মহারাণীর কিরূপ আত্মীয়তা ছিল, তাহা বোধ হয় পাঠক বেশ অবগত আছেন। ফ্রান্সরাজ—মহারাণী,প্রিন্স এবং রাজমন্ত্রিদিগের নিকট বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, স্পেনের রাজ্ঞী ইসাবেলা বা তাঁহার ভগ্নী এলিফেণ্টার সহিত ফ্রান্স রাজকুমারদ্বয়ের কখন বিবাহ দিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের অনভিমতে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ফ্রান্সরাজ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের ইসাবেলা ও এলিফেণ্টার সহিত বিবাহ দেওয়ায়, এই রাজ পারিবারিক মিত্রতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আইসে। ফ্রান্সরাজ তাঁহার অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। স্পেনের রাজ্ঞী এবং রাজা ফিলিপ সিংহাসন চ্যুত হন, এবং ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্রের শাসন প্রণালী * প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা

পুরাতন সাটীন নিক্ষেপের প্রথা আছে। ১৮৫৫ সালে ভারতেশ্বরী যখন ব্যালমোরাল্সের নূতন প্রসাদে প্রথম প্রবিষ্ট হন, তখনও এইরূপ বিনামা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

* Republican form of Government.

ফিলিপ প্রাণ ভয়ে ছদ্মবেশে পলাইয়া ভারতে-শ্বরীর শরণাগত হইলেন। মহারাণী পূর্ব্বের ন্যায় সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাগ্যলিপির এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনে তিনি নিরতিশয় দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৫ই জুলাই ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স কেম্ব্রিজ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহারা অতি সমাদর পূর্ব্বক সমাদৃত হইয়াছিলেন। ব্যারনেস্ বেন্সন একখানি পত্রে লিখেন "আমরা যতই অগ্রসর হইতে থাকি, ততই দেখিতে পাই প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেসন, সেতু বিশ্রাম স্থান, ও আচ্ছাদিত স্থানসমূহ পুষ্পাদির দ্বারা পরি-শোভিত; লোকপুঞ্জ মহারাণীকে দর্শন লাল-সায় আগ্রহ। কেম্ব্রিজ ষ্টেসনটী সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, আনন্দিত, লোকপূর্ণ,—এবং তথা হইতে ট্রিনিটী কলেজ পর্য্যন্ত রাজ পথে সৌন্দর্য্য, মহা-জনতা এবং লোকদিগের আগ্রহাতিশয় পরিদৃষ্ট হয়। আমি একত্রে এত অধিক বালক বালি-কার জনতা আর কখন দেখি নাই। আমরা

ট্রিনিটী লজের এক বাতায়ন হইতে রাজ্ঞীর তথায় প্রবেশ দর্শন করি, এই সময়ে সাধারণ জনতা যেরূপ মহা আনন্দ ধ্বনি করে, সুপরিচ্ছদ-ধারী পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্য হইতেও সেইরূপ আনন্দ জ্ঞাপক ধ্বনি উত্থিত হয়। ট্রিনি-টীর বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে রাজ্ঞী চ্যান্সেলা-রের অভিনন্দন গ্রহণ জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, চ্যান্সেলর (প্রিন্স এলবার্ট) স্বর্ণ খচিত কৃষ্ণবর্ণ মনোরম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তক অবনয়ন করতঃ অভিবাদন পূর্ব্বক অভিনন্দন পাঠ করেন, উভয়েই অতি প্রশংসনীয় রূপে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত শেষ হইলে রাজ্ঞী প্রিন্সের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। এবং সমগ্র প্রধান প্রধান কর্তৃ-পক্ষকে তাঁহার করচুম্বন করিতে অনুমতি দিয়া ছিলেন।" ঐক্যতান বাদন ও সংগীত শ্রবণের পর রাজ-দম্পতী ট্রিনিটী লজে গমন করেন।

১৮৪৭ সালের শেষে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক রাজনৈতিক গোলযোগ, আয়ার-

ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ, এবং রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজা বিদ্রোহিতা হয়। *

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রিন্সের মাতামহীর মৃত্যু হয়। তিনি প্রিন্সকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। প্রিন্স তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অসীম যত্নই তাঁহার সকল প্রকার শোক শান্তির প্রধান উপায় ছিল, তিনি তাঁহার যত্নে সকল শোক তাপ ভুলিয়া যাইতেন।

এই শোকের পর ঈশ্বর যেন তাঁহাকে আবার নূতন হর্ষ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ১৮ই মার্চ্চ বাকিংহাম প্রাসাদে ভারতেশ্বরী আর একটী রাজকুমারী প্রসব করিলেন। ১৩ই মে তাঁহার দীক্ষা এবং লুইসি কেরোলিন্ এলবার্টা নাম রক্ষিত হয়।

---

* Maunder's Treasvry of History.

একাদশ পরিচ্ছেদ।

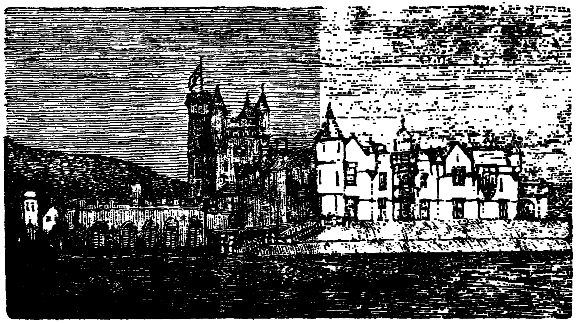
ব্যালমোরাল যাত্রা।

রাজ-দম্পতী স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ব্যালমোরেল দর্শনাভিলাষী হইয়া ১৮৪৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে এবারডিন্ বন্দরে উপনীত হইলেন। তথাকার মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক তাঁহারা সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হন। পরদিবস রাজ-দম্পতী সদলে ভাবী নিবাস ব্যালমোরাল অভিমুখে যাত্রা করেন।

প্রধান রাজ-চিকিৎসক সারজেমস্ ক্লার্কের পুত্র সার জন ক্লার্ক ব্যালমোরালের সুন্দর স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নির্জ্জনতা প্রভৃতি দর্শনে রাজ পরিবারের ইহা গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতু অতিবাহিত করিবার উপযুক্ত স্থান বিবেচনায়, স্বীয় পিতাকে তদ্‌বিষয়ের উল্লেখ করায়, সারজেমস্ ক্লার্ক ব্যালমোরাল দর্শনে গমন করেন। তিনি স্বচক্ষে তৎপ্রদেশের

অপূর্ব্ব রমণীয়তা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রাজ পরিবারকে তাহা জ্ঞাত এবং ব্যালমোরেল ইজারা লইবার অনুরোধ করেন। প্রথমতঃ ইহা ৩৮ বৎসরের জন্য ইজারা লওয়া হয়, কিন্তু রাজদম্পতী ব্যালমোরেল দর্শনে এত প্রীত হয়েন যে, প্রিন্স ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহার সত্ত্বাধিকারী আরল্ অভ ফাইফের ট্রষ্টীদিগের নিকট হইতে ইহার সমস্ত সত্ত্ব ক্রয় করিয়া লন। অসবোরণের ন্যায় ইহাও মহারাণীর একটী নিজ সম্পত্তি। *

* মহারাণী বিস্তৃত রাজ্যের অধিশ্বরী বটেন, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য অস্ত হন না সত্য, কিন্তু সে সমস্তই তাঁহার সাধারণ সম্পত্তি। আমাদের দেশীয় রাজাদিগের ন্যায় তিনি তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না। সে সকলের দান বা হস্তান্তর করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। রাজকোষের উপরও তাঁহার সেইরূপ ক্ষমতা। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক তাঁহার যে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদত্ত হয়, তাহারই তিনি ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। পাছে রাজ্যের কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা হয়, সেই জন্য রাজসম্মতি ক্রমে ক্রমশঃ এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অস্‌বোরণ কি ব্যাল-



ব্যালমোরেল ক্যাসেল।

মহারাণী এই পর্ব্বত ময়ী প্রদেশের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। সার জেমস্ ক্লার্ক লিখিয়াছেন "আমি পূর্ব্বে ইহার যে রূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখিতেছি।" মহারাণীর প্রথম ব্যালমোরাল দর্শনে যে ধারণা হয়, তাহাতে তিনি এই স্থান দর্শনে কতদূর প্রীত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা নিতান্ত দুরুহ।

রাজ প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে দ্রুত বাহিনী ডি নদী প্রবাহিতা, উত্তর দক্ষিণে শৈল মালা,—কোথাও উপত্যকা, কোথাও বা মনোহর বৃক্ষ রাজি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি লালসায়, যেন রোপিত হইয়া সেই সেই স্থানের শোভা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। মহারাণী লিখিয়াছিলেন যে "এ স্থানে আসিলে এই দুঃখ নিপীড়িত পৃথি-

---

মোরাল মহারাণীর সাধারণ সম্পত্তি নহে, তাহা তাঁহার নিজ ধনে ক্রীত বা গুপ্ত সম্পত্তি। এ সকলের উপর তাঁহার ইচ্ছা মত দান বিক্রয়ের ক্ষমতা আছে। পার্লিয়ামেণ্টের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

বীকে ভুলাইয়া দেয়” বস্তুত ইহা প্রকৃত প্রস্তাবেই তাহাই।

ভারতেশ্বরী স্বামী সহ ব্যালমোরাল দুর্গে কিছুদিবস বিশ্রাম সুখানুভবের পর নানা প্রকার গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন মিমাংসার্থ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে মূলতানে, চিরপ্রসিদ্ধ জগদ্বিখ্যাত শিখদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য যে এ বিষয় লইয়াও তখন ইংলণ্ডে একটী তুমুল আন্দোলন হইতেছিল।

৯ই অক্টোবর রাজ-দম্পতী অসবোরণ্ হইতে উইণ্ডসর আগমন কালে পোর্টস্ মাউথে একটী হৃদয় বিদারী ঘটনা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হন। গ্রাম্ফাস নামক একখানি জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে স্পিট্‌হেডে আসিয়া উপনীত হয়। পাঁচটী রমণী, জাহাজে নীজ আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র নৌকারোহণে দুইজন নাবিক সহ গমন করিতেছিলেন। এই দুর্যোগের দিন যেমন তরণী খানি জাহাজের নিকবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি একটী প্রবল তরঙ্গা

ভিঘাতে আরোহীসহ তরীখানি জলমগ্ন হইল। প্রিন্স এ ঘটনা দেখিবামাত্র মহারাণীকে বলেন, মহারাণী ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া মগ্ন বক্তি-দিগের উর্দ্ধারার্থ তৎক্ষণাৎ রাজতরীস্থ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা প্রেরণ এবং রাজতরী থামাইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু সে সময়ে প্রবল ঝটিকা হওয়ায় সর্ব্ব প্রধান নাবিক লর্ড এডলফাস ফিজ্‌ক্ল্যারেন্স বিপদপাতের আশঙ্কায় রাজতরী থামাইতে সাহস করেন নাই। প্রেরিত ক্ষুদ্র তরণীখানি তিনটী জল মগ্ন স্ত্রী-লোককে উদ্ধার করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাদের একটী ব্যতীত অপর কাহাকেও জীবিত দৃষ্ট হয় নাই। একটী মাত্রও জীবন রক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ায় মহারাণী সাতিশয় কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

১৯ শে মে মহারাণী একখানি খোলাগাড়ি আরোহণ পূর্ব্বক তিনটী সন্ততি সহ প্রাসাদাভি-মুখে যাইতেছিলেন। প্রিন্স অশ্বারোহণে অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন, এমত সময়ে উইলি-য়েম হ্যামিণ্টন নামক জনৈক আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী

ভারতেশ্বরীকে গুলি করে, কিন্তু এবারও জগদীশ্বর আমাদের মাতৃস্থানীয়া পূজনীয়া, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক-হৃদয়-সম্পন্না ভিক্টোরিয়াকে রক্ষা করেন। যদ্যপি পাষণ্ড হ্যামিলটনকে পুলিস শান্তিরক্ষকেরা রক্ষা না করিত, তাহা হইলে পথিপার্শ্বস্থ মহাজনতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। প্রিন্স পথে এ ঘটনার কিছুই অবগত হন নাই, পরে মহারাণীর মুখে শুনিলেন। বিচারে পাপাত্মার সাতবৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের রাজ মুকুটাধীন হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আয়রিস্ প্রজাগণ সামাজিক শান্তিভঙ্গ দাঙ্গা হাঙ্গামা হত্যাকাণ্ড ইত্যাদিতে লিপ্ত হইয়া রাজ বিদ্রোহিতা প্রকাশ করিতেছে, এবং এ পর্য্যন্তও তাহার শেষ হয় নাই। নির্ব্বোধ আয়রিসদিগের হৃদয়ে রাজভক্তি উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে মহারাণী স্বামীসহ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট অসবোরণ হইতে আয়ারল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। মহারা-জ্ঞীর সরল আচরণ ও উদারতার পরিচয়

প্রাপ্ত হইয়া সেই অসন্তুষ্ট রাজবিদ্রোহী আইরিস প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহভাব একেবারে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া অতীব সমাদরে, মহা উৎসব সহকারে, রাজদম্পতীকে গ্রহণ করেন। আয়ারল্যাণ্ড-রাজধানী ডবলিনে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে রাজদম্পতী এরূপ সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন যে, কেহই পূর্ব্বে সেরূপ প্রত্যাশা করেন নাই।

১৮৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্ঞী এডিলেড (উইলিয়েম দি ফোর্থের স্ত্রী) কিছুদিন পীড়া ভোগের পর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। মহারাণী ২৭ শে নভেম্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তাঁহার বিকৃত মুখচ্ছবি দেখিয়া মহারাণী বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। মহারাণী স্নেহ ভরে রাজ্ঞী এডিলেডের হস্ত চুম্বন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে মহারাণী নিরতিশয় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি ইহ জীবনের একটী স্নেহাধার হইতে যে বঞ্চিত হইলেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে ভারতেশ্বরী আর একটী নবকুমার প্রসব করেন। ডিউক অভ ওয়েলিংটনের জন্মতিথির দিনে রাজকুমার জন্মগ্রহণ করায়, রাজদম্পতী তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়া নবকুমারেব প্রধান নাম আর্থার রক্ষা করেন। ২২ শে জুন দীক্ষা কার্য্য ও আর্থার উইলিয়েম পাট্রিক এলবার্ট নাম রক্ষিত হয়। আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের স্মরনার্থ চিহ্ন স্বরূপ রাজকুমারের পাট্রিক নামটী রক্ষিত হইয়াছিল। * ইনিই ডিউক অভ কনট্।

---

* * * * "The Royal children were objects of universal attention and admiration. "Ah Queen dear !" screamed a Stout old lady, "make one of them Prince Patrick, and all Ireland will die for you."

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——

দুর্ঘটনা।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে জুন ভারতেশ্বরী পীড়িত ডিউক অভ কেম্বি্রজকে দেখিতে যান। আসিবার সময় যেমন যানারোহণ করিবেন, অমনি রবার্ট পেট নামক সদ্বংশজাত, কিন্তু হীনাবস্থাপন্ন জনৈক দুরাচার কাপুরুষ বেত্র দ্বারা মহারাণীর মস্তকে আঘাত করে। মস্তকে টুপি থাকায় যদিও কোন বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি কপোল দেশ ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। রাজ বিচারে পাষণ্ডের সপ্তবর্ষ দীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা হয়।

এই সময়ে ইংলণ্ডে মহামেলার উদ্যোগ হইতেছিল। প্রিন্স ইহার প্রবর্ত্তনা করেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই শুভ উদ্যমে মহারাণী তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রিন্স এই সময় সমধিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং

অত্যন্ত শ্রমপরায়ণ হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাজকীয় নানা কারণে বিশেষতঃ মহারাণী সে সময় অসুস্থ থাকায়, তিনি যাইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মহারাণীর একবার পাণিবসন্ত হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত কিছু দিবস তাঁহার শারীরিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

এই সময়ে বিখ্যাত নীতিজ্ঞ সার রবার্ট পীল অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সার রবার্ট পীলের সহিত প্রিন্সের অকৃত্রিম মিত্রতা ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরেই শুনা গেল যে, বেলজিয়মের রাণী অত্যন্ত পীড়িতা। দুঃখ বারতা এইখানেই শেষ হইল না,—৮ই জুলাই কেম্ব্রিজের ডিউক প্রাণত্যাগ করায়, রাজপরিবার আবার অতল শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

আগষ্ট মাসে ফ্রান্সরাজ লুইস ফিলিপের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজ-দম্পতী নিতান্ত

দুঃখিত হইয়াছিলেন। যে দিন তাঁহারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হন, সে দিন প্রিন্সের বার্ষিক জন্ম দিন, সুতরাং এ সুখের দিনে এই বিষাদ বার্ত্তায় আনন্দের সমূহ ব্যাঘাত হয়।

২৭ শে আগষ্ট রাজ-দম্পতী এডিনবার্গ অভিমুখে যাত্রা, এবং তথা হইতে তাঁহারা ব্যালমোরেল গমন করেন। তথায় অবস্থান কালেই তাঁহারা বেলজিয়মের রাজ্ঞীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। এই শোচনীয় সংবাদে মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ইহ জীবনে তাঁহার একটী চিরহিতৈষিণী বাল্যবন্ধু হারাইলেন!

ব্যালমোরেলে উপনীত হইয়াই রাজ-দম্পতী কিসে প্রজাদিগের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইবে, তাহাদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে, তাহারই চেষ্টায় রহিলেন, এবং তাহার সাফল্য সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইল না। প্রজাদিগের উন্নতি সাধনাশায় বিদ্যালয় ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মহামান্যা ভারতেশ্বরী আজি পর্য্যন্ত তাহার উন্নতি সাধন করিতেছেন। মহা-

রাণী যে সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন, তাহার সমস্ত আয় উক্ত জমীদারীর প্রজাদিগের সন্তানবর্গের শিক্ষার উন্নতির জন্য বৃত্তি স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

---:০:---

মহামেলা।

মহামেলার সদানুষ্টানে অনেকে বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, হাইডপার্কে যাহাতে মহা মেলা না হয়, এ ইচ্ছা মন্ত্রিবর্গের অনেকেরই ছিল, মহারাণী এই গোলযোগের সময় কিছু দিনের জন্য স্বামী ও পুত্রগণসহ অস্‌বোর্ণে গমন করেন।

১লা ফেব্রুয়ারি উইণ্ডসরে রাজভৃত্যদিগের দ্বারা সেক্সপিয়রের "এজ্ ইউ লাইক ইট্" নামক পুস্তক অভিনীত হয়। বিশেষ আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ ইহাতে নিমন্ত্রিত হন নাই। ভৃত্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্যই মহারাণী এই অভিনয়ানুষ্ঠান করেন। *

The Economist (Journal 1851).

হাইডপার্কেই অবশেষে মহামেলা হইবার স্থির হইল, ১৮৫১ সালের ১লা মে মহামেলা খোলা হইবার দিনস্থির হওয়ায় প্রিন্স দারুণ শ্রমে লিপ্ত হইলেন। ১লা জানুয়ারি প্যাক্সটন নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত অপূর্ব্ব দৃষ্ট—অভূত পূর্ব্ব বৃহৎ কাচের অট্টালিকার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইল। ইহার ব্যবধান প্রায় ৬০ বিঘা, লম্বে ৬২০ হস্ত এবং প্রস্থে ১৫৫ হস্ত। * ইহার মধ্যে এক সঙ্গে ৪০ সহস্র দর্শক মহামেলা দেখিতে পারিতেন। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে এই মহামেলার জন্য দ্রব্যাদি আনীত হয়। এই সময়ে কতিপয় লোক ব্যক্ত করেন যে, মহা প্রদর্শনী উপলক্ষে ইউরোপের সকল রাজ্য হইতে অসংখ্য দুশ্চরিত্র লোক আগমন করিয়া অতীব অনিষ্ট সাধন করিবে। মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া মহারাণী এবং প্রিন্সকে হত্যা করিয়া ইংলণ্ডে সাধারণ তন্ত্রের শাসন প্রণালী প্রচলনের ঘোষণা করিবে। কিন্তু মহারাণী কিম্বা প্রিন্স

* The Economist 1851 (Journal).

ইহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই, তাঁহারা এ সকল বিশ্বনিন্দুক ও শূন্যে আবাস নির্ম্মাণকারী-দিগের কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করেন নাই।

প্রদর্শনী স্থলে দ্রব্যাদি যথা স্থলে সজ্জিত হইলে, মহারাণী প্রিন্সের সহিত গোপনে তিন দিবস তথায় উপস্থিত হন, প্রথম দিন তৎসমুদায় দর্শনান্তে মহারাণী আপন মন্তব্য পুস্তকে লিখেন—"অসংখ্য রমণীয় অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যাদি, যাহা সুন্দর রূপে সুসজ্জিত হইয়াছে, তাহা দর্শনে আমি বস্তুতই দিশাহারা হই।" প্রায় দ্বাদশ হইতে বিংশতি সহস্র লোক দ্রব্যাদি যথা স্থানে রক্ষিত ও সজ্জিত করিতে নিযুক্ত ছিল।

১লা মে প্রদর্শনী খোলা হয়। মহারাণী ও প্রিন্স, প্রুসীয় রাজ এবং সন্তান সন্ততিসহ যখন প্রদর্শনী অভিমুখে গমন করেন, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু তাঁহারা প্রদর্শনী আবাস সম্মুখীন হইবামাত্র সূর্য্য যেন আপন প্রশান্ত বদন বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

রবিকর রঞ্জিত কাচাগারের চূড়ারাশি যেন স্বর্ণ মণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তদুপরে সকল জাতীয় পতাকা মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম শোভা ধারণ করিয়াছিল। নব পল্লব লতিকা, পুষ্পদাম, কেতন ও প্রস্তর প্রতিমা সমূহ পরিশোভিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য,—ফোয়ারা শ্রেণীর মধুর জল ক্রীড়া, লোকের জনতা ও আনন্দ ধ্বনি, প্রত্যেক দর্শক-কেই আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল। মহারাণী বলিয়াছিলেন যে "আমি এ সৌন্দর্য্য, এ সুষুমা ইহ-জীবনে কখন বিস্মৃত হইব না। আমার মঞ্চ এবং আসন সম্মুখে রক্ষিত ক্রীড়া-শীল স্ফটীক ফোয়ারার নিকটে উপনীত হইয়া যে দৃশ্য সন্দর্শন করি, তাহা যেন ভোজবাজীর ন্যায়—কতই বিস্তৃত—কতই সমুজ্জ্বল—কতই চিত্তাকর্ষক! দুই শত যন্ত্রসহ ছয় শত লোক সমস্বরে গান করেন, বস্তুতঃ ইহার তুলনা নাই। এই সকলের কর্ত্তাই আমার প্রাণাধিক স্বামী—ঈশ্বর তাঁহাকে ও স্বদেশকে আশীর্ব্বাদ করুন। আজিকার ন্যায় সুখের, উৎসাহের,

সন্তোষের দিন আর নাই, এমন দিন দেখিলে চির দিন বাঁচিতে ইচ্ছা করে।”

“ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন” এই গীত বাদিত হইলে প্রিন্স এলবার্ট কমিসনারদিগের সহিত অগ্রসর হইয়া মহারাণীর সম্মুখে বিজ্ঞাপনী পাঠ করেন, মহারাণী তাহার যথাযথ উত্তর দিবার পর প্রদর্শনী খোলা হয়। সে সময়ে তুর্য্য ও ঘোর নিনাদে কামান ধ্বনি হইয়াছিল। সকলের আননই উৎফুল্ল ও অনেকের নয়নে আনন্দাশ্রু দৃষ্ট হয়। এমন কি অনেক ফরাসীও “রাজ্ঞীর জয় হউক” বলিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে ত্রুটী করেন নাই। এ উৎসবে কাচাগারের নির্ম্মাণ কর্ত্তা প্যাক্সটনের তুল্য আর কাহারও আনন্দ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইনি একজন সামান্য উদ্যান পালকের ভৃত্য হইতে সার উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে?

---

* History of our own Times—by Justin Mccarthy M P. vol II. Page 117.

মহারাণী হৃষ্ট চিত্তে প্রদর্শনী হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও আনন্দ ধ্বনি হয়। বলা বাহুল্য যে মহারাণী প্রজাপুঞ্জের সদাচরণে ও মহামেলা সম্বন্ধে প্রিয় স্বামীর সফলতা দর্শনে বিশেষ প্রীতা হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রদর্শনীর এ রূপ সন্তোষপ্রদ সফলতা লাভের কথা পূর্ব্বে অতি অল্প লোকেই ভাবিয়াছিলেন, প্রদর্শনী দর্শনে দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কখন বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

বলিতে কি এ রূপ সফলতা দর্শনে মহারাণী ও প্রিন্সের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু বৈরীগণের দর্প চূর্ণ হইল। হাউস অব কমন্সে কর্ণেল সিবসর্প প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা কালে বলেন "আপন কলত্র দুহিতার সাবধান লও, আপন ধন প্রাণের প্রতি সতর্ক হও—আকাশ হইতে বজ্রপাত হইয়া যেন প্রদর্শনীর আবাস চূর্ণ করিয়া ফেলে।" * আজি

* Mccarthy's History of our own Times. Vol II. Page 110.

তাঁহার সেই অদূরদর্শিতার সমুচিত প্রতিফল হইল।

প্রিন্স এলবার্ট কর্ত্তৃক সঙ্কল্পিত ও অনুষ্ঠিত এই মহান্ ব্যাপার শিল্পপ্রদর্শনীর সর্ব্বাঙ্গীন সফলতায় দেশ বিদেশ হইতে রাজ-দম্পতী সুখ্যাতি ও সহানুভুতী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার দিন এত জনতা সত্ত্বেও যে একটী মাত্রও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

১৪ই অক্টোবর ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স শেষ প্রদর্শনী দর্শন করেন এবং পর দিন মহা সমারোহ সহকারে দ্রব্যাদির উৎকৃষ্টতানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক ও প্রশংসা পত্র প্রদানের পর প্রায় ছয় মাস কাল স্থায়ী প্রদর্শনী বন্ধ হয়। ১৮৫১ সালের মহা প্রদর্শনী যে প্রিন্স এবং মহারাণীর নাম অক্ষয় করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*:*—

অভিনব ঘটনা।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজ-দম্পতী অসবোরণ্ হইতে বাষ্পতরী আরোহণ পূর্ব্বক উপকূলবর্ত্তী কয়েকটী স্থান পরিভ্রমণ করিতে গমন করেন। এণ্টওয়ার্পে রাজা লিওপল্ড কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন, সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ইংলণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হন।

মহারাণী বেলজিয়ম রাজের সমাদর ও যত্নে অতীব প্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল সুখের, আনন্দের সময় প্রিয়সখী ভগ্নীসদৃশা বেলজিয়মের রাজ্ঞীকে না দেখিতে পাইয়া তাঁহার হৃদয় বিষাদিত হইয়াছিল।

পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা হওয়ায় তাঁহারা টারনিউসেন নামক স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিতে বাধ্য হন। এবং পাঁচটার সময় তথায় অবতরণ করিয়া একখানি স্প্রিং শূন্য যানারোহণে ভ্রমণ

করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজ-দম্পতী নিকটবর্ত্তী এক জন বর্দ্ধিষ্ট লোকের গোলা-বাটী পরিদর্শন করিতে যান। গোলাবাটীর অধ্যক্ষ অতি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী লিখিয়াছেন "তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের আবাসে লইয়া যান, আলয় অতি রমণীয় রূপে পরিচ্ছন্ন ও মনোরম ভাবে সজ্জিত। * * * তাঁহারা আমাদিগকে বসিতে ও দুগ্ধ পান করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। একটী বৃদ্ধা রমণী সেই অভিপ্রায়ে গুটীকত গ্লাস আনয়ন করেন, কিন্তু আমরা সমস্ত দুগ্ধ পান করিলাম না দেখিয়া স্কচদিগের ন্যায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা আমাদিগকে গোশালা এবং মনোরম উদ্যান দেখান। গোশালা—তাঁহারা গ্রীষ্ম কালে শস্যেপূর্ণ করিয়া রাখেন।" আমা-দের মহারাণী এই সামান্য কৃষকাবাসে অযাচিত হইয়া গমন ও যথোচিত অকৃত্রিম সরলতাপূর্ণ অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৯ শে আগষ্ট প্রিন্সের জন্মতিথি উপলক্ষে ভারতেশ্বরী অসবোরণ হইতে বেলজিয়ম রাজকে যে পত্র লেখেন তাহা এইরূপ—“প্রিয়তম মাতুল, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে আপনার অনুগ্রহে আমার স্বামীর ন্যায় প্রিয় ও প্রসংশনীয় বক্তিকে প্রাপ্ত হওয়ায় আমি এবং ইংরাজ জাতি আপনার নিকট বহুল পরিমানে ঋণী। ঈশ্বর জানের যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কতদূর সুখিনী হইয়াছি, যতটুকু আশা করিতে পারি বা পাইবার পত্রী, আমি তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমানে সুখ পাইয়াছি।”

৩০ শে আগষ্ট রাজ-দম্পতী অসবোরণ হইতে ব্যালমোরেল যাত্রা করেন। ব্যালমোরালে অবস্থান কালে মহারাণী অবগত হন যে জন কামডেন নিল্ড নামক একজন ব্যারিষ্টার তাঁহার মৃত্যুকালে নিজ বহুল সম্পত্তি ভারতেশ্বরীকে দান পত্র করিয়া অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মহারাণী প্রথমত এ সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনা সত্য, নিল্ডের ইহ সংসারে আর কেহ না থাকায়, মহারাণীকে

তাঁহার অতুল সম্পত্তি দানের উপযুক্ত পাত্রী বিবেচনায়, তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। *

১৬ই সেপ্টেম্বর প্রধান সেনাপতি বীরশ্রেষ্ট ডিউক অব ওয়েলিংটনের মৃত্যুবার্ত্তা অবগত হইয়া রাজ-দম্পতী নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। অক্টোবর মাসে রাজ পরিবার উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়ে লুইস নেপোলিয়ন (তৃতীয়) সাধারণ প্রজাগণ কর্ত্তৃক মহা সমাদর সহকারে ফ্রান্সের দণ্ডভার এবং প্রথম ফরাসী সম্রাট উপাধী প্রাপ্ত হন। ফ্রান্সের সধারণ তন্ত্র প্রণালী তিরোহিত হইয়া আবার রাজ তন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। সম্রাট প্রথম হইতেই ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনে যত্নশীল রহিলেন।

মার্চ্চমাসে উইণ্ডসর ক্যাসেলে অগ্নি লাগিয়া অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি দগ্ধ হইয়া যায়,

---

* Martin's Life of The Prince Consort Vol II. Page 463.

কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কোন জীবনহানি হয় নাই।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল বাকিংহাম প্রাসাদে ভারতেশ্বরী নিরাপদে আর একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। বেলজিয়ম রাজের নামানুসারে ইহাঁর প্রধান নাম লিওপল্ড রক্ষিত হয়, ইহার অপর নাম জর্জ্জ ডানকান্ এলবার্ট। ইনি ডিউক অফ এলবানী উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজ-দম্পতী অপরাপর শুভানুষ্ঠানের ন্যায় ইংলণ্ডের সৈন্যদলের উন্নতিকল্পেও যত্নশীল ছিলেন। ২১ শে জুন মহারাণীর সম্মুখে একটী রণভিনয় প্রদর্শনের স্থির হওয়ায় ১৪ই জুন হইতে কবহ্যাম নামক স্থানে নানা স্থান হইতে সৈন্য সমাগম আরম্ভ হয়। সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য এ স্থানটীকে পূর্ব্ব হইতে সমতলে পরিণত করা হইয়াছিল। সৈন্যগণ প্রায় একক্রোশ ব্যাপী স্থানাধিকার করিয়া অতি সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শিবির স্থাপনা করে,—ইহা দেখিতেই চমৎকার!

নির্দ্দিষ্ট দিনে মহারাণী—প্রিন্স, হ্যানোভারের রাজা এবং কোবার্গের ডিউকের সহ কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মহারাণীকে সে দিবস সামারিক বেশে অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তিনি রণাভিনয় দর্শনে বিশেষ প্রীতা হইয়াছিলেন।

আরও একদিন মহাসমারোহে সমরাভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে প্রিন্স এলবার্ট যোগ দান করিয়াছিলেন। ২০শে আগষ্ট এই শিবির সমূহ ভঙ্গ করা হয়।

স্পিট্‌হেডে রণতরী সমূহ প্রদর্শিত হয়। এতাধিক রণতরী সমূহের সমিতি আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। রাজ-দম্পতী " ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট" নামক বাষ্পতরী আরোহণ পূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ রণতরী সমূহের মধ্যদিয়া গমন করেন। রণতরী সমূহ প্রায় দেড়ক্রোশ ব্যাপী সাগরবক্ষ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। নৌযুদ্ধ দর্শনে সকলেই বিস্মিত স্তম্ভিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। ডিউক অভ ওয়েলিংটন নামক রণতরী দর্শনে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে

১৩১টী কামান আছে, ইতি পূর্ব্বে একখানি জাহাজে এতাধিক কামান আর কখন দেখা যায় নাই। সে সময়ে ইংরাজদিগের এরূপ ১৬ খানি রণতরী ছিল এবং ১০ খানি প্রস্তুত হইতেছিল। ফ্রান্সের দুই খানি ব্যতীত এইরূপ বৃহদাকারের রণতরী আর কোন রাজার ছিল না। জল যুদ্ধে ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বি হইতে পারে এমন কোন জাতি এ জগতে নাই।

২৭ শে আগষ্ট (১৮৫৩ খৃ) ভারতেশ্বরী স্বামী সহ পুনরায় আয়ার্ল্যাণ্ড ভ্রমণে গমন করেন। ২৯ শে তারিখে রাজ-দম্পতী ডব্লিনের শিল্প প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং মহা সম্মানের সহিত গৃহীত হন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুখের সংসার।

দাম্পত্য-প্রণয় অপেক্ষা প্রিয় শ্রুতিসম্মোহনকারী হৃদয়পরিতোষক আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই,—সেই প্রেমে—সেই সুখে মহারাণী এবং প্রিন্স এলবার্টের হৃদয় পূর্ণ ছিল। ইহ সংসারের সকল সুখ অপেক্ষা তাঁহারা তাহাই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতেন।

প্রিন্স এলবার্টকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাঁহার রাজনৈতিক অতুল জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিতে না পারায়, অনেকে অনেক সময় তাঁহার প্রতি তীব্রোক্তি প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা করেন নাই—এমন কি ইংলণ্ডের মহাসভা ও সুবিখ্যাত টাইমস্ পত্রেরও বুঝিবার ভ্রম হইয়াছিল, তাঁহারাও প্রিন্সকে যথেচ্ছ কটুকাটব্য প্রয়োগ ও দেশের অমঙ্গলকারী বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু সত্যের অপলাপ

হয় না। ভ্রম কালক্রমে আপনা হইতে প্রকাশ পায়, প্রিন্সের সম্বন্ধেও তাহাই হইল, সকলে তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিল, তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা বুঝিল, তিনি আবার ইংরাজ হৃদয়ে অক্ষয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন। স্বামী প্রেমানুরক্তা মহারাণী ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

এই সকল মানসিক বিকলতার সময় রাজ-দম্পতীর বার্ষিক পরিণয়োৎসবের দিনে প্রিন্স মহারাণীকে বলিয়াছিলেন "এ জীবনে অনেক পরীক্ষা আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কিছুই নয়, যদি আমরা একত্রে থাকি।" মহারাণী স্বামী হৃদয়ের বিকলতা দর্শনে বড়ই মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। সে দিন কেবল মহারাণীই যে প্রিন্সকে সন্তুষ্ট করিতে প্রাণপণে যত্নবতী ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণও যাহাতে তিনি সুখে সন্তোষে থাকেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পরিণয়োৎসবের দিন রাজ সন্তান সন্ততি (১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪

খৃষ্টাব্দ) উইণ্ডসর ক্যাসলে একটী মনোরম অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। এতদুপলক্ষে চারিটী ঋতুর আবির্ভাব প্রদর্শিত হয়। রাজ সন্তান সন্ততি অতি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রথমে প্রিন্সেস্ এলিস্ ঋতুরাজ বসন্ত রূপে চতুর্দ্দিকে প্রফুল্ল প্রসূনরাজি বর্ষণ করিতে করিতে উপনীত হন, এবং টম্‌সনের ঋতু নামক গ্রন্থ হইতে মধুর ভাবে মধুর তানে এরূপ ভাবে কবিতাবৃত্তি করেন যে, তৎশ্রবণে সকলেই সবিশেষ প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়াছিলেন। যবনিকা পতন ও দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইলে প্রিন্সেস রয়েল (জেষ্ঠা কন্যা) গ্রীষ্ম ঋতু রূপে আবির্ভূতা হন, এবং প্রিন্স আর্থার ডিউক অভ কনট্ যেন দারুণ গ্রীষ্মে এবং কৃষিকার্য্যে পরিক্লান্ত হইয়া শুষ্ক পত্রোপরি শয়ন করিয়া থাকেন। পুনশ্চ পট পরিবর্ত্তন হইলে প্রিন্স এলফ্রেড ডিউক অভ এডিনবার্গ শীরে দ্রাক্ষালতার মুকুট এবং ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিয়া হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব প্রকাশ করেন—দৃশ্যটি অতি চমৎকার হইয়া-

ছিল। তৎপরে শীত ঋতুর দৃশ্য—প্রিন্স অভ ওয়েল্স ঠিক যেন বরফ আচ্ছন্ন হইয়াছেন, এই রূপ ভাবের একটী বেশ পরিধান পূর্ব্বক আবির্ভূত হন। সুন্দরী বালিকা প্রিন্সেস্ লুইসি (চতুর্থ কুমারী) বস্ত্রে কম কলেবর সমাচ্ছাদিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলনে ব্যস্ত থাকেন। ভারতের ভাবি সম্রাট, টম্সনের গ্রন্থের অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত কবিতাবৃত্তি করেন। পরে শেষ দৃশ্য—সমগ্র ঋতুর একত্র সম্মিলন এবং তাঁহাদিগের বহুল পশ্চাতে উচ্চাসনে প্রিন্সেস্ হেলেনা (তৃতীয় কুমারী) পদ বিলম্বিত শ্বেত আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া ক্রুশ হস্তে এতদুপলক্ষে রচিত কবিতাবৃত্তি করিয়া প্রিন্স এবং রাজ্ঞীকে আশীর্ব্বাদ করেন। * অভিনয়ের এই শেষ, কিন্তু মহারাণীর আদেশ ক্রমে সম্মুখস্থ দোদুল্যমান চিত্রপট পুনর্ব্বার উত্তোলিত হয়, এবং রাজ পারি-

---

* আমাদের দেশে ষড়ঋতুর প্রচলন আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংরাজেরা বৎসরকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী ঋতুর ক্রম পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন।

বারিক সকলকেই দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অভিনয় মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন। শিশু লিওপল্ড ডিউক অভ এলবেনিকেও ধাত্রী ক্রোড়ে দেখা যায়, তিনি স্বীয় আয়তলোচন বিস্ফারিত করিয়া সকলের প্রতি চাহিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে প্রিন্স এলবার্টের ক্রোড়ে যাই-বার নিমিত্ত স্বীয় কোমল ক্ষুদ্র ভুজযুগল প্রসা-রিত করিয়াছিলেন। *

বস্তুতঃ এ সকল চিত্তহারি মনমোহন দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার মন না পুলকে পূর্ণ হয়, কাহার হৃদয় না আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। রাজ পরিবার যে কি রূপ স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আনন্দময় ছিল, তাহা কে না বুঝিতে পারে? তাঁহাদের সংসার যে সুখের আস্পদ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজপরিবার বস্তুতই স্বর্গীয় বিভায় বিভাসিত হইত, তাহার আভাস উপলব্ধি করাও দুরূহ, তাহা নিরূপম অননুমেয়!

এই সময়ে ইউরোপীয় রাজনৈতিক গগন

---

* Bunsen's Life Vol II Page 328.

ঘন ঘটা তমসাচ্ছাদিত হয়, চতুর্দ্দিক হইতে মধ্যে মধ্যে ঘোর চপলা চমক পরিলক্ষিত হয়, এবং প্রতিক্ষণই সংঘর্ষণ জনিত বজ্রনাদের ভীষণ শব্দ শ্রুত হইবার জন্য সকলেই আতঙ্কে উৎ-গ্রীব হইয়াছিলেন। সে জলদমালা নিষ্কারণ গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করে নাই, রণ পিপাসু রুষিয়া, তুরস্ক রাজ্য উদরস্থ করিবার জন্য বদন ব্যাদন করিয়াছিলেন। প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া নির-পক্ষ ভাবে ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ড পূর্ব্ব সন্ধি অনু-সারে রুষিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কে সৈন্য প্রেরণ করেন। এবং ফ্রান্সও যোগ দান করিয়া-ছিলেন। ব্রিটিস পতাকার সহিত ফরাসি পতা-কার একত্র সমাবেশ বোধ হয় এই প্রথম। মহা সমরের পর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রণবীর ব্রিটিস সিংহ কর্ত্তৃক রুষিয় সৈন্যদল পরাস্ত, বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হয়, এবং শিবাষ্টিপুল ইংরাজেরা অধিকার করেন, ইহাই ক্রিমিয়ার মহাসমর বলিয়া বিখ্যাত। ৩০ শে মার্চ্চ রুষিয়ার সহিত প্যারিসে সন্ধি স্থাপন হয়। *

* Hume's History of England.

এই সময়ে মহারাণী স্বীয় রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় দেন। তিনি এই মহা হুলস্থূলের সময়ে প্রুসিয় রাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রভূত জ্ঞান রাশির বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাকবি সেক্সপিয়রের মহান্ উক্তির অপব্যবহার যে ইংরাজ জাতি করিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হন। *

মহারাণী আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রুষার জন্য বিশেষ যত্নবতী হইয়াছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুন্দর রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, এবং সৈনিকদিগের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি স্বহস্তে উলের কম্ফাটার বুনিয়া সৈনিকদিগের ব্যবহারার্থ পাঠাইয়া আপন উদার চিত্তের সবিশেষ পরিচয় দিয়া-

---

* "Beware
of entrance to a quarrel, but, being in,
Bear it, that the opposer may beware of thee"
Shakespeare

ছিলেন। * ভারতবাসী তোমার কপাল সুপ্রসন্ন, তাই আজি এরূপ রমণী-রত্ন তোমাদের মহারাণী, তাই আজি এরূপ দয়াময়ীকে মাতৃ সম্বোধনে তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছ।

ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে কত রাজা কত রাজ্ঞী বসিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহারাণীর ন্যায় অপর কেহ কি এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন? সাধারণ প্রজা তাঁহাকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করে এত আর কাহাকেও করিয়াছিল কি? মহারাণীর সুখের, সন্তোষের, প্রীতির উৎসাহের রাজ্যে প্রজাবর্গের ও দেশের যেরূপ অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এমন আর কাহারও রাজ্যকালে হইয়াছিল কি? তাই বলি আমাদের ভারতেশ্বরীর ন্যায় রাজ্ঞী আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার ন্যায় রাজ্ঞী এ অসীম ভূভাগে আর কখন জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। রাজ্ঞী এলিজাবেথ যে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন,

---

* Martin's Life of The Pince Consort Vol III. Page 175.

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত পাত্রী। * ব্যারণেস বানসেন বলিয়াছেন "আমি অনেক রাজ্ঞী ও অনেক রাজ কুমারী দেখিয়াছি, কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় আর কাহাকেও দেখি নাই, সেরূপ মধুর হাসি আর কোথাও দেখিতে পাই না। † ১৩ই মে ভারতেশ্বরী স্বামীর নামানুসারে একটী নব নির্ম্মিত রণতরীর নাম "রয়েল এলবার্ট" রক্ষা করেন।

---

* Extraordinary women, by william Russel.

† Life and letters of Baroness Bunsen Vol II Page 144.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

---*---

ফরাসী-সম্রাট-সমাগম।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল সস্ত্রীক্ ফরাসী সম্রাটের ইংলণ্ডে আগমন করিবার কথা পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত হওয়ায়, তাহাদিগের অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। ঘটনা ক্রমে ১৩ই এপ্রেল ভূতপূর্ব্ব ফরাসীরাজ লুইস ফিলি-পের পত্নী মহারাণীর সহিত শীর্ণ অশ্ব সংযোজিত সামান্য ডাকের গাড়ি করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কোমল হৃদয়া মহারাণী তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিতা হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় দৈনিক বিবরণী পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—"তিন দিবস পরে যাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এত আয়োজন হইতেছে, আজি ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই হতভা-গিনীর স্বামী আসিবার সময় এখানে ঠিক এই রূপই হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহাঁদের ভাগ্যলিপির

তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়।”

১৬ই এপ্রেল ফরাসী সম্রাট—মহিষী, অমাত্য ও পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, এবং সেই দিন সন্ধ্যাকালে মহারাণী কর্ত্তৃক মহা সমাদর সহকারে উইণ্ডসর ক্যাসলে গৃহীত হন। ফরাসী সম্রাট যে দিন ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, সে দিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল এবং সকলের বদনেই আনন্দ ও সন্তোষের চিহ্ন বিভাসিত হইয়াছিল। *

মহারাণী ফরাসী সম্রাট ও তাঁহার মহিষীকে দেখিয়া মহা আনন্দ ও সন্তোষানুভব করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে আলিঙ্গন করিলে, সম্রাট সাদরে তাঁহার করচুম্বণ করেন, তাহার পর ভারতেশ্বরী নম্র-স্বভাবা সুন্দরী মহিষীকে আলিঙ্গন করেন। ফরাসী সম্রাট যে কয়দিবস ইংলণ্ডে ছিলেন, সে কয়দিবস নাট্য,

---

* The Times (London) 17th April 1855.

গীতি, সৈনিক প্রদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ মনো-মুগ্ধকর আনন্দপ্রদ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ফরাসী সম্রাট ইংলণ্ডে আসিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, এবং যাইবার সময় রাজদম্পতীকে মহা-নগরী প্যারিসে যাইবার জন্য অনুরোধ ও আমন্ত্রণ করিয়া যান।

মহারাণীর ন্যায় প্রিন্স এলবার্টও সম্রাটের বিশেষতঃ সাম্রাজ্ঞীর চরিত্রে সাতিশয় প্রীতহন। মহারাণী লিখিয়াছেন "আমার এলবার্ট সম্রাজ্ঞীর যেরূপ প্রশংসা করিলেন, সেরূপ তিনি আর কখন অন্য কোন রমণীর করেন নাই।" মহা-রাণী যেদিন সম্রাটকে থিয়েটর দেখাইতে লইয়া যান, সেদিন তথায় আর লোক ধরিতে ছিলনা, এক একটী বাক্স এক সহস্র টাকার উপরেও নাকি বিক্রয় হইয়াছিল।

ফ্রান্স সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ ভারতেশ্বরী,— স্বামী এবং প্রিন্স অভ ওয়েলে্স ও জ্যেষ্ঠা কুমারী সহ নব-নির্ম্মিত "ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট"হ নামক বাষ্পতরী আরোহণ পূর্ব্বক ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা মহা সমারোহস-

কারে গৃহীত হন। রাজ পথ লোকে লোকারণ্য, সুন্দররূপে সজ্জিত,—সুবেশধারী সৈনিকমণ্ডলী জনতার শান্তি ও পথের শোভা বৃদ্ধি করিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। পথের উভয় পার্শ্বস্থ বাতায়ন ছাদ প্রভৃতি সমস্ত স্থান প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে পূর্ণ, সর্ব্বত্রই গগনস্পর্শী আনন্দ-ধ্বনি, ঐক্যতান বাদন, তোরণ, পুষ্পবর্ষণ, সুগন্ধিক্ষেপণ প্রভৃতিতে এবং স্থানে স্থানে ফরাসী সামরিক বাদ্যকরগণের মধুর তানে "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" বাদনে সমগ্র প্যারিস নগরী এক মহান আনন্দ সাগরে যেন ভাসিতে থাকে। মহারাণী এ সকলে নিতান্ত প্রীতা ও বিহ্বলা হইয়াছিলেন।

মহারাণী ফরাসী সম্রাটসহ প্যারিসের বিখ্যাত পার্কে ভ্রমণ করিতে যান। পার্কের মনোহর শোভা দর্শনে নিতান্ত প্রীতি অনুভব করেন, রজনীতে প্যারিস নগরী দীপমালায় সুসজ্জিত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। বস্তুতঃ রাজদম্পতীর প্রীতি ও সম্মানার্থ ভোজ, নৃত্যসভা, অভিনন্দন দান, নাটকাভিনয়,

দরবার, অগ্নিক্রীড়া, আলোক দান, সৈনিক-রণাভিনয়, মৃগয়া প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তৃতীয় লেপোলিয়ান তাহার কোনটীও করিতে ত্রুটী করেন নাই।

মহারাণী বীরকেশরী নেপোলিয়ন বোনা-পার্টীর সমাধি স্থল দর্শনে গমন করেন। ভারতেশ্বরী তৎ সম্বন্ধে লিখেন—"যে লিপো-লিয়ান ইংলণ্ডের ভয়ঙ্কর শত্রু ছিলেন, যাঁহাকে আমার পিতামহ প্রবল প্রতাপ সহ দমন করেন, আজি আমি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রের পার্শ্বে তাঁহার সমাধি স্থলে দণ্ডায়মান, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার পরম মিত্র!"

ইংরাজ রাজদম্পতীর প্যারিস গমনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ "ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট" নামে একটী প্রধান পথের নাম করণ হয়।

রাজদম্পতীর আসিবার সময় সম্রাট ও তাঁহার মহিষী প্রিন্স এলবার্টকে নানাবিধ সুন্দর উপঢৌকন প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটী গজদন্ত নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন পোকাল (পাত্র বিশেষ) প্রদত্ত হয়। তাহা

অদ্যাপিও ব্যালমোরাল দুর্গে শোভা পাই-তেছে।

নয় দিবস প্যারিসে মহা সমাদরে অবস্থানের পর রাজদম্পতী পুত্র কন্যা এবং অনুচরবর্গ সহ ২৭ শে আগষ্ট স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী স্বামী সহ ব্যালমোরালে উপস্থিত হন। ব্যাল-মোরালের নূতন প্রাসাদ এই সময় নির্ম্মাণ সমাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা পুরাতন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া নূতন প্রাসাদে গমন করেন। মহারাণী লেখেন "নবীন প্রাসাদ অতি রমণীয়, আমরা হলে (বৃহৎ কক্ষ) প্রবেশ করিবামাত্র, আমাদের মঙ্গল উদ্দেশে পুরাতন পাদুকা নিক্ষিপ্ত হয়।" যে দিন আমাদের ভারতেশ্বরী এই নবীন প্রাসাদে প্রবেশ করেন, সেইদিন ক্রিমিয়ার মহাসমরে রূষ সেনাগণের পরাজয় ও সিংহাবতার ইংরাজ কর্ত্তৃক শিবাষ্টিপুল অধিকারের সংবাদ আইসে।

প্রিন্সেস রয়েল (জ্যেষ্ঠা কন্যা) বিবাহোপ-যুক্তা হওয়ায় রাজদম্পতী একটী সুপাত্রের জন্য চিন্তিত হন। জার্ম্মাণ সম্রাটের পুত্র, (বর্ত্তমান জার্ম্মাণ যুবরাজ) এই সময়ে ব্যালমোরালে

আইসেন, যুবক যুবতী পরস্পরে পরস্পরের মনোনীত হওয়ায়, উভয়ে বিশুদ্ধ প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ২৯ শে সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের নিকট আপনাপন মনোভাব প্রকাশ করেন। জার্ম্মাণ যুবরাজ প্রিন্স ফেড্রিক উইলিয়মের পিতা মাতার ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি না থাকায় সেই দিনই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু প্রিন্স তখনও অল্প বয়স্ক বলিয়া অল্প দিনের জন্য বিবাহ স্থগিত থাকে।

মহারাণী ব্যালমোরালে থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যালমোরাল তাঁহার ইহজগতের অমরাবতী, বিশেষতঃ প্রিন্স এলবার্টের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইহার সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হওয়ায় ইহা তাঁহার আরও ভাল লাগিত। *

দয়াশীলা মহারাণী এক দিবস ব্যাল-

---

* "Every year my heart becomes more fixed in this dear Paradise, and so much more so now that all has become my dearest Albert's own creation; own

মোরালের নিকটবর্ত্তী কুটীর সমূহে দরিদ্রদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে গমন করেন। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে গরম জামা বিতরণ করিয়াছিলেন। ভারতমাতা দরিদ্রদিগের সরল সুন্দর প্রকৃতি দর্শনে নিতান্ত প্রীতা হইয়া ছিলেন।

মহারাণী সকল হাইল্যাণ্ডবাসীদিগেরই সহিত অমায়িক ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, আপন মহান পদ-গরীমা করিতেন না, বা করিতে জানিতেন না, এই জন্য তাহারা সকলেই মহা-রাণীর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল।

সাধারণ প্রজার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে গোপনে তাহাদের অবস্থা দেখা উচিত, তাহা মহারাণী বেশ জানিতেন। রাজদম্পতী একদিন গোপন ভাবে ব্যালমোরালের নিকটবর্ত্তী কোন

---

work, own building, own layingout, as at Osborne; and his great taste, and the impress of his dear hand, have been stamped every where."

স্থানে ভ্রমণ করিতে যান। তথায় কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে নাই—সাধারণের ন্যায় গোপন ভাবে ভ্রমণের অতুল আনন্দ তাঁহারা ব্যালমোরালে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলে যে কেন তাহারা ভয় ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইত, তাহা তাঁহারা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত হইতেন।

একদিন এইরূপ গোপন ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজদম্পতী একটী দরজীর বাটীতে ক্ষণেক বিশ্রাম ও তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আনন্দানুভব করেন। একটী স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুভাবে কথোপকথন ও সমাদর করিয়াছিল। আর এক সময় তাঁহারা এইরূপ ছদ্ম বেশে নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতেছেন এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন একটী দরিদ্রা বালিকা একখণ্ড কাষ্ঠোপরি ক্রীড়া করিতেছে। বালিকাটী তাঁহাদিগকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী জেনারল্ গ্রের পকেটে হস্তপ্রদান করিল। রাজ-

দম্পতী এই দৃশ্য দর্শনে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া হাসিয়া উঠিলেন, পরে শুনিলেন যে বালিকাটী বুদ্ধি ভ্রষ্টা।

নিষ্কর্ম্মা থাকা মহারাণীর অভ্যাস ছিল না, তিনি সময়ের অপব্যয় করিতে বড়ই কুণ্ঠিতা, অনেক সময় আপন সন্তান সন্ততীকে পাঠ দিয়া বা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার বহুমূল্য সময়ের অবকাশ কাল ব্যয়িত করিতেন।

সহানুভূতি শিক্ষা করিবে বলিয়া মহারাণী আপন বালক বালিকাগণকে দরিদ্রদিগের কুটীরে যাইতে দিতেন এবং তৎকার্য্যে অনুমোদন করিতেন।

১৮৬৬ সালে প্রায় চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যের প্রদর্শন হয়। তাহাদিগের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মানাবস্থায় মহারাণী অশ্বারোহণে আনন্দিত চিত্তে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করেন। ইহার অতি অল্পদিন পরেই স্পিট হেডে সামরিক জাহাজ সমূহ প্রদর্শিত হয়,

* Yachting excursions by Queen.

২৩ শে এপ্রেল তদ্দর্শনার্থ ভারতেশ্বরী বাষ্পতরী আরোহণে তথায় গমন করেন। প্রায় ২৫০ শত যুদ্ধের জাহাজ তথায় একত্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ও ভীতিপ্রদ দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। এতব্যতীত অপরাপর যে কত বাষ্পতরী তথায় গিয়াছিল তাহা গণনা করাও দুরূহ। মহারাণীর জাহাজ, শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থিত জাহাজের মধ্যদিয়া অপর দিকে যাইয়া যেমন প্রত্যাবৃত্ত হইবে অমনি ডিউক অভ ওয়েলিংটন নামক রণতরী হইতে ১৩১ টী ও রয়েল জর্জ্জ হইতে ১০২ টী কামান ধ্বনি হইল, এতদ্দর্শনে সমস্ত রণতরী হইতেই বজ্র-নিনাদে কামান ধ্বনি ও সেই সঙ্গে মহা জনতার আনন্দ ধ্বনি অতীব প্রীতিকর দৃশ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

জুন মাসে মহারাণীর জেষ্ঠা কন্যার, এক খানি পত্র মোহর করিবার সময়, দৈব ঘটনা প্রযুক্ত হস্তের জামায় আগুণ ধরিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তখনি সহায়তা প্রাপ্ত হওয়ায় কোন বিপদ জনক পরিণাম হয় নাই।

নভেম্বর মাসে (১৮৫৬ খৃঃ) ভারতেশ্বরীর ভ্রাতা * প্রিন্স লিলিঙ্গেনের মৃত্যু সংবাদে তিনি নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণী আপন শোককে তুচ্ছ জ্ঞানে স্বীয় জননীর ভয়ঙ্কর শোকাপনোদনে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছিলেন।

---

* পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, যে রাজা লিওপল্ডের বিধবা ভগ্নীকে ভারতেশ্বরীর পিতা বিবাহ করেন। ভারতেশ্বরীর মাতার প্রথম বিবাহের ফল স্বরূপ ডাচেস ওফ কেণ্টের (মহারাণীর মাতার) একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—————ঃ০ঃ—————

প্রিন্স কনসর্ট।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ ই এপ্রেল বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে ভারতেশ্বরী আর একটী কুমারী প্রসব করেন। নবীনা কুমারীর নাম বিয়েট্রিস্ মেরি ভিক্টোরিয়া ফিওডোরা রক্ষিত হয়।

এই খৃষ্টাব্দে মহারাণী পীনপার্ক নামক স্থানে ভ্রমণ করিতে যাইলে, বরিবারের স্কুল সমূহের প্রায় অশিতি সহস্র ছাত্র ও শিক্ষক একত্রিত হইয়া তাঁহাকে মহা সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করেন, এবং তাহাদের উদ্যোগে উক্ত পার্কে মহারাণীর একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

কিছু দিবস পরে মহারাণী তাঁহার জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর বিবাহের যৌতুক ও বৃত্তি নিরূপণ

করিবার আদেশ করিলে, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রিন্সেস রয়েলের বিবাহের যৌতুক চারি লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক বৃত্তি চল্লিস হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

প্রিন্স এলবার্টকে ইংলণ্ডের প্রজা সাধারণ যদিও "প্রিন্স কনসর্ট" বলিত, যদিও তাহারা তাঁহার অসীম গুণগ্রাম দর্শনে প্রীতিভাবে স্বইচ্ছায় উক্ত উপাধি প্রদান করিয়াছিল, তথাপি মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাকে সে উপাধী রাজকীয় ঘোষণা পত্রদ্বারা প্রদান করেন নাই। মহারাণী ২৫ শে জুন মোহরাঙ্কিত রাজ অনুমতি জ্ঞাপক পত্র দ্বারা নিজ স্বামীকে "প্রিন্স কনসর্ট" বা "রাজ স্বামী" উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধি প্রদান করিবার পূর্ব্বে মহারাণী রাজা লিওপল্ডকে লিখিয়াছিলেন "আপনি জানেন যে সাধারণে এলবার্টকে "প্রিন্স কন্সর্ট" বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাঁহাকে কখন উপাধি স্বরূপে প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আমি তাঁহার যে পদ-মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করিয়াছি, এক্ষণে কেবল তাহাই মোহরাঙ্কিত অনুমতি

পত্র দ্বারা উপাধি স্বরূপে প্রদান করিতে মনন করিয়াছি। বৈদেশিক ব্যতীত তাঁহার কোন ইংরাজি উপাধি না থাকা আমি অন্যায় বিবেচনা করি, এবং সেইজন্য তিনি জার্ম্মানিতে কিরূপ ক্ষুণ্ণাবস্থায় স্থাপিত হন, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে; এতদ্ব্যতীত আমার স্বামীর উপাধি পার্লিয়ামেণ্টের কোন নূতন বিধান দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত হয় ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল, কালে তাহা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণে এই সহজ উপায়ে, ইহা প্রদান করাই বিহিত বিবেচিত হইতেছে।"

কেবল যে প্রিন্স এলবার্টের মনস্তুষ্টি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা নহে; প্রিন্স এলবার্টের ন্যায় তিনটী রাজকুমারের নামের প্রথমে এ * শব্দ থাকায় নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইত, এই

---

* "A"

উপাধি প্রদানে সে সমস্ত গোলযোগের মূলচ্ছেদ হইয়াছিল।

২০ শে জুন ভারতেশ্বরী প্রিন্স এলবার্টের সহিত ম্যানচেষ্টারের চিত্র প্রদর্শনী দর্শনার্থ গমন করেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সিপাহি বিদ্রোহ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতে অবোধ সিপাহিগণ কর্ত্তৃক মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। হিন্দু মুসলমান একত্রিত হইয়া এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, জাতি নাশ ভয়ই ইহার একমাত্র মূল কারণ। সিপাহিগণ আপনাদের নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়াছিল, অত্যাচারের ইয়ত্ত্বা ছিল না, অবলা সহায় হীনা রমণী, জ্ঞানশূন্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব রত্ন শিশু-সন্তানগুলির প্রতিও দয়া প্রকাশ করা হয় নাই। ভারত! তোমার এ কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে? যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন তোমার এই ঘোর নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক সভ্যজাতি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে, তোমাকে পাষাণ হৃদয় বলিবে!

যে বীরশ্রেষ্ঠ লর্ড ক্লাইব পলাশি প্রাঙ্গনে ইংরাজ সিংহের বিজয় বৈজয়ন্তি উড্ডীন করিয়া ভারত-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, এই মহা দুঃসময়ে তাহা বিকম্পিত ও পতনোন্মুখ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যখন পলাশি যুদ্ধের শত বার্ষিক মহা উৎসব চলিতেছে, যখন ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের কথা হইতেছে, তখন ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ চলিতেছে, কিন্তু ইংলণ্ডবাসীগণ তখনও ইহা অবগত নহেন। জুন মাসে এই ভীষণ বারতা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইল, ভারতেশ্বরী হইতে সমস্ত ইংরাজ জাতি মহা ভীত ও চিন্তিত হইলেন। ভারতে মহারাণীর সৈন্য প্রেরণের স্থির হইল, এবং প্রত্যেক ভজনালয়ে এই আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকলে মিলিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে এ সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক একদল বণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই বিশাল বিস্তৃত ভারত রাজ্য শাসিত হইতেছিল।

ক্রমে ক্রমে সকল সংবাদই ইংলণ্ডে গেল,

বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার, ও কানপুরের লোমহর্ষণকারি হত্যাকাণ্ড শ্রবণে ইংরাজগণ ভয়ে আকুল হইলেন, তদুপরে সংবাদ গেল যে ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারল এন্‌সন কারনাল বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন,এ সংবাদে সকলেই ভাবিলেন যে, এতদিনে বুঝি ভারত সম্রাজ্য ইংলণ্ডের করতলচ্যুত হইল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পরদিনই ১১ই জুলাই সার কলিন্‌ ক্যাম্বেল ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন।

মন্ত্রি সমাজের যুদ্ধের আয়োজনের শৈথিল্য এবং ক্রমশঃ ভারত হইতে শোচনীয় আতঙ্কপ্রদ সংবাদ আসিতেছে দেখিয়া ভারতেশ্বরী ১৮ই জুলাই মন্ত্রিবর লর্ড পামারষ্টনকে বিদ্রোহ নিবারণার্থ উপযুক্ত দ্রুত আয়োজন করিতে পত্রদ্বারা আদেশ করেন, কিন্তু তদুত্তরে লর্ড পামারষ্টন ক্রমে ক্রমে আবশ্যক মত উপায় অবলম্বন করা যাইবে এইরূপ অভিমতি প্রকাশ করায় ভারতেশ্বরী নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ১৯ শে তারিখে এক সুদীর্ঘ পত্র মধ্যে স্বীয় অসন্তোষ জ্ঞাপন ও শীঘ্র উপযুক্ত

উপায়বলম্বন ও সমধিক সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ ইত্যাদি করিতে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করা না হয়, এইরূপ আদেশ জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে তৎ কালিন গভর্ণর জেনারল লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীকে যে পত্র লেখেন, তাহা তাঁহার হস্তগত হয়, তাহতে লেখাছিল "এপর্য্যন্ত যে সময় অতীত হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড এবং ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি, অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট, ও সমধিক হৃদয় বিদারক নিগ্রহ ও কষ্টভোগ হইয়াছে ও হইতেছে, এ ক্ষতিপুরাণ আর হইবার নহে।" এই নিদারুণ সংবাদে মন্ত্রি সমাজের চক্ষু ফুটিল, ভারতেশ্বরীর আদেশ মত কার্য্য করিতে বিলম্ব করায় যে এই অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল, এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহারাণীর অমূল্য আদেশ প্রতিপালিত হইল, ইংরাজগণ এই দুঃসময়ে ভারতেশ্বরীর রাজনৈতিক অসীম জ্ঞানের একটী বিশেষ জ্বলন্ত পরিচয় পাইলেন।

প্রিন্স কন্সর্ট বেলজিয়ান রাজ দুহিতার বিবাহোপলক্ষে ব্রুসেলে গমন করায়, ভারতেশ্বরী রাজা লিওপল্ডকে লেখেন "আমার বাসনা যে

তথায় উপস্থিত হই, কিন্তু আমার প্রিয়তম অৰ্দ্ধাঙ্গ উপস্থিত থাকায় আমি বিবেচনা করিতেছি যেন আমিই তথায় উপস্থিত আছি। * * তিনি এখানে না থাকিলে আমার কিছুই ভাল লাগে না, আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় মুহূৰ্ত্ত গণনা করিতে থাকি। তাঁহার অভাবে সন্তান সন্ততি কিছুই ভাল লাগিতেছে না, বোধ হইতেছে যেন বাটীর—সংসারের সমস্ত জীবন কোথায় গিয়াছে,তাহার আর অস্তিত্ব নাই।”

প্রিন্স কন্সর্ট ভারতের এই শোচনীয় বিদ্রোহের ও ভারতেশ্বরীর চিত্ত-চাঞ্চল্যের সময় দূরে থাকা অকৰ্ত্তব্য বিবেচনায় ২৮ শে জুলাই অস্বোরণে প্রত্যাবৰ্ত্তন করেন।

৬ই আগষ্ট ফরাসী সম্রাট মহিষী সহ, সহসা অসবোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাণী মহা সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। সম্রাট যে গুরুতর রাজ নৈতিক কাৰ্য্যের মিমাংসার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার সন্তোষপ্রদ পরিণাম সহ তিনি হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। সম্রাট মহারাণীর সদ্ব্যবহার ও সমাদরে

এতাদৃশ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি দেশে যাইয়াই লেখেন " ঈশ্বর করুন যেন দুটী বৎসর গত হইতে না হইতে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হয়। আপনাকে সত্বর দেখিবার আশাই বিদায় কালিন মনোকষ্টের একমাত্র সন্তোষের পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

ভারতেশ্বরী স্বামী সহ অসবোরণ্ হইতে ফ্রান্সের অন্তর্গত চারবার্গ নামক স্থান পরিদর্শনের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া ভারত-বিদ্রোহের নানা প্রকার পরিতাপ জনক সংবাদ প্রাপ্তে নিরতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ রূপে স্থির করিলেন যে, এ পর্য্যন্ত যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আয়োজন ও ভারতে আরও বহুসংখ্যক ইংরাজ-সৈন্য প্রেরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। ২ রা সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী বেলজিয়ম রাজকে লেখেন "ভারতের শোচনীয় চিত্ত-উদ্বেগকারী বিষয়েতেই আমাদের মানস আকৃষ্ট রহিয়াছে। অবলা রমণী ও শিশু সন্তানদিগের প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ হইতেছে।

তাহা শুনিলে দেহের শোনিত শুষ্ক হইয়া যায়।”

লর্ড পামারষ্টন এই ঘোরতর বিপদ শঙ্কুল সময় সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম করুণা নিধান জগদীশ্বরের একমাত্র দয়া ব্যতীত পরিত্রাণের আর উপায় নাই জানিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে সমগ্র ইংলণ্ডবাসী উপবাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিবিষ্ট চিত্ত হইবার প্রস্তাব করিয়া সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাযক ক্যাণ্টারবেরির আর্চ্চবিসপ্‌কে পত্র লেখেন, সেই প্রস্তাব মত ৭ই অক্টোবর রবিবারে ইংলণ্ডের প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে ঈশ্বরোপাসনা হয়। ভারতেশ্বরী এই সময়ে মন্ত্রি-সমাজকে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রাজকার্য্যে লিপ্ত ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা করেন।

ইংরাজ সৈন্য ভারতে উপনীত হওয়ায় ক্রমশ বিদ্রোহীদিগের পরাজয় সংবাদ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইতে লাগিল। ২০ সেপ্টেম্বরে ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতেশ্বরী অনেকটা আশ্বস্ত হন।

লরেন্স, হ্যাভ্‌লক, উইল্‌সন্‌, ক্যাম্বেল প্রভৃতি

অমিততেজা যোদ্ধৃগণের বাহুবলেই যে ভারতে ইংরাজ রাজ্য পুনর্ব্বদ্ধমূল হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সকল মহাত্মাগণের নাম চিরদিন ইংরাজ হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ জগরুহ রহিবে।

এই ঘটনার অল্প পরে লর্ড বিকন্সফিল্ড একদিন বক্তৃতাকালে উল্লেখ করেন যে, "রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সহিত ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এই কথার উপকারিতা সাধারণে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। লর্ড পামারষ্টন নভেম্বর মাসেই মহারাণী ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ প্রণালীতে ভারত সম্রাজ্য ইংলণ্ডের মুকুটাধীনে আনা যাইবে তাহা স্থির করিয়া ১৭ ই ডিসেম্বরে ভারতেশ্বরীর নিকট সেই মন্তব্য অর্পণ করেন। মন্ত্রিসমাজ যে নীতিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ প্রিন্স্ কন্‌সর্টের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে অনেক সদুপ-দেশ ও সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। এই বিদ্রোহ একপক্ষে যেমন ভয়া-বহ ও আতঙ্কপ্রদ, অপর পক্ষে তেমনি সুখের

বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বিদ্রোহ সূত্রেই ভারতেশ্বরী এই বিশাল সম্রাজ্যের শাসনদণ্ড স্বহস্তে ধারণ করিতে উদ্যত হন, এবং ভারতবাসীগণের দুঃখ নিশা পোহাইবার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব যশস্বী গভর্ণর লর্ড ক্যানিং যে পত্রে বিদ্রোহ দমন এবং ইংরাজ সৈনের প্রশংসনীয় জয়লাভ সংবাদ ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন, সেই পত্রে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে ও সন্তপ্ত হৃদয়ে একটী শোচনীয় সংবাদও পাঠান। লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীকে লিখেন যে, "ভারতবর্ষের সমগ্র ইংরাজ—যাঁহারা বিদ্রোহ দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, তাঁহারাও একমত হইয়া ৪০ বা ৫০ সহস্র বিদ্রোহী সিপাহী এবং অপর সমগ্র দেশীয়কে তোপে উড়াইয়া দিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণে উন্মত্ত হইয়াছেন! ইংরাজজাতির পক্ষে যে ইহা নিতান্ত লজ্জার বিষয় তাহা তাঁহারা ভ্রমেও ভাবেন না।" ইংরাজদিগের এই অখৃষ্টানমূলক দ্বেষ প্রকাশ করায়, রাজ্ঞী লর্ড ক্যানিংয়ের দুঃখ এবং কোপের সহানুভূতি করিয়াছিলেন। আরও লিখিয়াছিলেন যে " নির্দ্দোষী রমণী এবং শিশুদিগের প্রতি অবর্ণনীয় হৃদয়বিদারক

অত্যাচার সূত্রেই এই ভাব সমুত্থিত হইয়াছে। যাহাই হউক ইহা অধিক কাল স্থায়ী হইবেনা। শোচনীয় নৃসংশাচরণের অনুষ্ঠাতাদিগের পক্ষে কোন দণ্ডই যথেষ্ট হইতে পারে না, এবং ইহা যেরূপ শোক-জনক, সেইমত প্রকৃত দোষীদিগকে অবশ্যই ন্যায়দণ্ড দান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জাতিসাধারণের প্রতি—শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণের প্রতি এবং সমধিক সংখ্যক সদয় ও মিত্র দেশীগণের প্রতি—যাঁহারা আমাদিগের সহায়তা করিতেছেন, নিরাশ্রয় (ইংরাজ) দিগকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাসীর কার্য্য করিয়াছেন,—তাঁহাদিগের প্রতি সমধিক দয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জ্ঞাত হউন যে, কৃষ্ণচর্ম্মের প্রতি দ্বেষ নাই—কিছু মাত্র না; তাঁহাদিগকে সুখী, সন্তুষ্ট এবং অভ্যুদয়শীল দর্শন করাই একান্ত বাসনা।” ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ কয়েক মাস ভার-তীয় বিদ্রোহ-সংবাদ এবং শোচনীয় হত্যাকাণ্ডাভিনয়-সংবাদে ইংলণ্ড যেরূপ ঘোর শোকাচ্ছন্ন হয়, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আগমনের পূর্ব্বে সেই মত ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটীস বাহিনীর জয়সংবাদ এবং বিদ্রোহীদলের ক্রমে ক্রমে পরাজয়-সংবাদ প্রচার হওয়ায়, ইংরাজ মাত্রেই

নিশ্চিন্ত এবং মহাতুষ্ট হন। ইংরাজসৈন্যদলের দিল্লী অধিকার, প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক ৬ই ডিসেম্বরে কাণ-পুরে বিদ্রোহীসহ নানা সাহেবের পরাজয় এবং জেনেরল হ্যাভ্‌লক্‌ কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার সংবাদ ক্রমান্বয়ে প্রচার হওয়ায়, সমগ্র ইংরাজ জাতির আনন্দের আর সীমা থাকে না। ভারতেশ্বরী বিদ্রোহ নিবারণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সমরে নিযুক্ত সৈন্য-দলকে পুরস্কার, পদকদান, এবং পদোন্নতি করিতে আজ্ঞা দেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

প্রিন্সেস রয়েলের বিবাহ।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি রাজপরিবার উইণ্ডসর হইতে বাকিংহাম রাজ প্রসাদে গমন করেন। এই সময় হইতে রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডে আসিতে আরম্ভ করেন। ভারতেশ্বরী উইণ্ডসরে রাজকুমারীর "হনিমুন" (Honey-moon) জন্য সুসজ্জিত কক্ষটী পরিদর্শনে প্রীতিলাভ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষ প্রিন্স কনসর্ট যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ভারতেশ্বরীর সন্তান সন্ততি দিগের মধ্যে এই প্রথম বিবাহ, সুতরাং নিমন্ত্রনের ত্রুটি করা হয় নাই, এই সমস্ত নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, যাহাতে তাঁহারা সুখসচ্ছন্দে ইংলণ্ডে দিনাতিপাত করিতে পারেন, প্রিন্স তাহার ত্রুটী করেন নাই, এবং তাহার অসীম বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রভাবে কেহ কোন প্রকার

ক্লেশানুভব করা দূরে থাকুক মহা আনন্দে মহা সন্তোষে ইংলণ্ডে কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন।

১৮ই হইতে প্রীতিভোজ এবং সান্ধ্য-নৃত্য আরম্ভ হয়। ১৯শে ভারতেশ্বরীর থিয়েটারে সেক্সপীয়রের "ম্যাক্‌বেথ" অতি সুন্দর রূপে অভিনীত হইয়াছিল। পর দিবস একটী প্রকাণ্ড "বল" হইয়াছিল, ইহাতে সহস্রাধিক সম্ভ্রান্ত অভ্যাগত উপস্থিত ছিলেন।

২৩শে জানুয়ারি প্রিন্স কন্সর্ট ভাবী রাজজামাতাকে সমভিব্যাহারে প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইলে সমস্ত রাজপরিবার এবং ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হন। ভারতেশ্বরী সোপান শ্রেণীর সম্মুখভাগে তাঁহাকে অপরিসীম সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করেন। ভাবী জামাতার তৎকালিন্ লজ্জা মাখা বদন কমল দর্শনে তাঁহার মন পুলকে পূর্ণ হয়। সোপনের শীর্ষদেশে গমন করিলে তিনি রাজকুমারী এলিস এবং প্রিন্সেস রয়েল (ভাবি স্ত্রী) কর্ত্তৃক প্রেম ও প্রীতি সহকারে গৃহীত হন। সে দিন রাজপ্রাসাদে নানাবিধ প্রীতি ও সন্তোষপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, এবং সকলেই ভাবী জামাতাকে লইয়া মহা আহ্লাদ ও আনন্দের

সহিত দিবা অতিবাহিত করেন। এই দিন জামাতা ও দুহিতাকে উপহার দিবার জন্য নানাবিধ মনোহর ও বহুমূল্য দ্রব্যে ৩। ৪টী বড় বড় টেবিল সুসজ্জিত করান হয়। মহারাণী ভাবী জামাতার মুক্তার মালা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "আমি এত বড় মুক্তা আর কখন দেখি নাই।"

২৫ জানুয়ারি সোমবার মহাসমারোহ সহকারে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। মহারাণী এক গাড়িতে রাজকুমারীর সহিত ধর্ম্মশালায় গমন করেন। পথে জনতা ধরিতে ছিল না, অতি প্রত্যুষ হইতেই রাজ পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, চতুর্দ্দিক মধুর বাদন, আনন্দধ্বনি ইত্যাদিতে প্রতিশব্দিত হইতেছিল।

বিবাহ কালে ধর্ম্মশাখা অতি রমণীয় শোভায় সুশোভিত হইয়াছিল, শত শত সুবেশ ধারিণী অপরূপ রূপশালিনী মহিলার সমাবেশ, সুবেশধারী পুরুষের সমাগম, সহস্র সহস্র প্রহরীর সতর্কতা, সৈনিক গণের সুশ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান প্রভৃতি সে স্থানের রমণীয়তার সমধিক বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিল।

বিবাহকালে যখন রাজকুমারী নত জানু হইলেন,

তখন তাঁহার ৮টী শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা সখীগণও তাঁহার সহিত নতজানু হইয়াছিলেন, ইহাতে যে সে স্থানের কি নিরূপম শোভা হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, যেন শশধরকে পরিবেষ্টন করিয়া তারা হার ফুটিয়াছিল। ভারতেশ্বরী আকুল নয়নে প্রাণ ভরিয়া সেই নিরূপম শোভা সন্দর্শনে পুলকিতা হইয়াছিলেন।

বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে ভারতেশ্বরী স্বীয় কন্যাকে আলিঙ্গন এবং জামাতার মুখ চুম্বন করেন। তিনি তাঁহার পর বৈবাহিক এবং বৈবাহিকার কর মর্দ্দন কালে অতুল আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। এই সুখকর কার্য্য সমাহিত হইলে সকলে রাজসিংহাসন সম্বলিত গৃহে গমন করেন, এখানে আত্মীয়বর্গের সহিত করমর্দ্দন করা হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণ এই শুভ কার্য্যে আনন্দ এবং অসীম সহানুভূতি পরিজ্ঞাত করেন। এই মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা হইলে, রাজকীয় বিবাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকে নব দম্পতি সাক্ষর করেন, তাহার পর যে সমস্ত রাজ-কুমারী এবং রাজপুত্রবধূ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও একে একে আপনাপন নাম সাক্ষর করিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রিন্স ওব ওয়েলস, ডিউক অব এডিন বারা, প্রিন্সেস এলিস্ এবং মৃত মহাত্মা রণজিৎ সিংহের বংশধর মহারাজা দলীপ সিংহও সাক্ষর করেন। মহারাজা একটী সুন্দর বহুমূল্য মুক্তা খচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজকীয় বৈবাহিক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নবদম্পতি বাকিংহাম রাজপ্রদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ বাতায়নে * দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহাদের সহিত ভারতেশ্বরীও ছিলেন।

নবদম্পতি প্রাতর্ভোজের পর বাকিংহাম রাজ প্রাসাদ হইতে উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে গমন করেন। তাঁহাদিগের বিদায় কালে সমাগত বক্তি মণ্ডলির কাহারও শুষ্ক চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় নাই। নব দম্পতিকে উইণ্ডসরে বিদায় দান কালে সরল হৃদয়া কোমল প্রাণা রাজরাজেশ্বরীর চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হয়। যে প্রাণাধিকা দুহিতাকে তাঁহার জন্মাবধি এক দণ্ডের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই, আজি তাঁহার বিরহ ভারতেশ্বরীর

* সাধারণকে দেখাদিবার জন্য রাজপারিবারিক কাহারও বিবাহ হইলে তাঁহারা প্রাসাদে আসিয়াই তথায় দণ্ডায়মান হন।

বড়ই ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় কতই কাঁদিয়াছিল।

নবীন দম্পতি যুগল যখন রাজপথ দিয়া গমন করেন, তখন পথিপার্শ্বস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা আনন্দ ধ্বনি করিয়াছিলেন, সকলের মুখেই আনন্দ ও সন্তোষের চিহ্ন বিভাসিত হইয়াছিল। পথি পর্শ্বস্থ গৃহ-বাতায়ণ হইতে যে কত শত যুবক যুবতী বৃদ্ধ স্থবিরা দম্পতিদ্বয়কে দর্শনে আনন্দ সূচক ধ্বনি ও পুষ্প ও সুগন্ধি বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্বা নাই। রেলওয়ে ষ্টেশনও রমণীয় রূপে সজ্জিত হইয়াছিল, রাজযুবক যুবতী উইণ্ডসরে পৌঁছিলে ইটন কলেজের ছাত্রেরা নবীন দম্পতী-যুগলের যান হইতে অশ্বউন্মুক্ত করিয়া আপনারা রাজপ্রসাদ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইয়া আপনাদের আন্তরিক রাজভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। সে দিন সমগ্র ইংলণ্ড আলোক মালায় সুশোভিত হইয়াছিল, এবং প্রায় সমস্ত রজনীই পথে মহা আনন্দ ধ্বনি শ্রুত হওয়া গিয়াছিল।

২৭ শে মহারাণী উইণ্ডসরে গমন করিয়া নবীন জামাতাকে নাইট উপাধি প্রদান করেম। সে

দিন তথায় মহা জাঁক জমক সহকারে সাঁন্ধ্যভোজ প্রদত্ত হইয়াছিল। পরদিন তাঁহারা সকলে বাকিংহাম প্রাসাদে আগমন করেন এবং ভারতেশ্বরী জামাতা এবং কন্যাকে লইয়া রাজকীয় আড়ম্বর সহকারে স্বীয় রাজকীয় নাট্যশালায় নাট্যগীতির অভিনয় দেখাইতে লইয়া যান।

২ রা ফেব্রুয়ারি নবদম্পতি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন, বেলা একাদশ ঘটিকার সময় ভিকি (জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী) ভারতেশ্বরীর কক্ষে আসেন। মহারাণী তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করেন এবং উভয়েরই চক্ষু হইতে প্রবল বেগে বারিধারা প্রবাহিত হয়। কেহই কাহাকে শান্তনা করিতে পারেন নাই, উভয়েরই হৃদয় বিকলিত হইয়াছিল। মহারাণী শশ্রু লোচনে বিষাদিত চিত্তে দুহিতা এবং জামাতাকে গাড়িতে তুলিয়া দেন, সেই গাড়িতে প্রিন্স কন্‌সর্ট এবং বার্টি (প্রিন্স অব ওয়েলস) গমন করেন। গাড়ির দ্বারদেশে ভারতেশ্বরী নব দম্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদায় দিবা মাত্র মধুর শব্দে সামধিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল, এবং ভারতেশ্বরীর প্রাণাধিক দুহিতা ও জামাতা

রত্নকে বহন করিয়া অশ্বগণ নাচিতে নাচিতে ছুটিল। মহারাণীর যে হৃদয় আজি কয়েক দিবস মহা আনন্দে—মহা সুখে ভাসিতে ছিল, তাহা সহসা ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইল।

জামাতা এবং প্রাণাধিক দুহিতাকে বিদায় দিবার পর ভারতেশ্বরী লিখেন—"যদিও আমি মধ্যে মধ্যে শান্ত হই, তথাপি অবিরত আমার নয়ন হইতে তপ্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। এবং আমি ভিকির (জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর) কক্ষেরদিকে গমন করিতে পারি না।" নব দম্পতি বাষ্প তরীতে আরোহন করিলে প্রিন্স কনসর্ট বিষাদিত চিত্তে গম্ভীর ভাবে তীরে দণ্ডায়মান থাকেন, রাজকুমারী পিতার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াবিষন্ন চিত্তে একেবারে জাহাজের কক্ষ মধ্যে গমন করেন, এমন কি জাহাজ ছাড়িবার সময়ও তিনি একবার বাহিরে আসিয়া পিতার বদন প্রতি তাকাইতে পারেন নাই, রুমাল হেলাইয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি বিকল হৃদয়ে কেবল রোদন পরায়ণা হইয়াছিলেন, আজন্ম একত্রে বাসের পর ক্ষণিক বিরহও বড় ক্লেশকর।

প্রিন্স কন্সর্ট রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগত হইলে মহারাণী স্বামীর বিষণ্ণ বদন প্রতি চাহিয়া অশেষ যত্ন সহকারেও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বরকন্যা বার্লিনে মহাসমাদর সহকারে গৃহীত হন, তথাকার অধিবাসীরাও নবীনদম্পতিকে দেখিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করেন। এই পরিণয়ের পর প্রিন্স কনসর্টের আর একটী পরিশ্রমের বৃদ্ধি হয়; তিনি সেই সময় হইতে প্রতি সপ্তাহে ২। ৩ খানি করিয়া হিতোপদেশ পূর্ণ পত্র লিখিয়া কন্যার নিকট পাঠাইতেন, তাঁহার মুল্যবান উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া রাজকুমারী অচিরে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন, এবং আপন সংসারকে পরম পবিত্র সুখের আধার করিয়া তুলেন।

এক বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

প্রুসিয়া ভ্রমণ।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট রাজদম্পতী প্রুসিয়া রাজের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ ও কন্যাকে দর্শন করিতে যাত্রা করেন। প্রুসিয়া রাজ্যের সীমায় ভারতেশ্বরী—বৈবাহিক—বর্ত্তমান জার্ম্মান সম্রাট—কর্ত্তৃক মহাসমাদর ও সম্মান সহকারে অভ্যর্থিত হন।

এই প্রীতিপ্রদ ভ্রমণ কালেও ভারতেশ্বরী রাজ-কার্য্যের কঠোর পর্য্যালোচনা হইতে অব্যাহতি পান নাই। ২রা আগষ্ট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারত-সম্রাজ্য-শাসন-ভার মহারাণীর কোমল করে সমর্পণ করিবার আইন বিধিবদ্ধ হয়, এবং কি রূপ নীতি ও প্রণালীতে ভারতশাসিত হইবে তৎজ্ঞাপক ঘোষণা পত্র প্রচারাবশ্যক হওয়ায় মন্ত্রিসমাজ সেই ঘোষণা পত্র প্রস্তুত করিয়া মহারাণীর নিকট প্রেরণ করেন।

ভারতেশ্বরী সে ঘোষণা পত্র পাঠে প্রীত না হওয়ায়, তাহার অনেক স্থান পরিত্যাগ ও অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। ভারতেশ্বরী ১৫ ই আগষ্ট লর্ড ডার্বিকে এ সম্বন্ধে লেখেন—"এরূপ ঘোষণা পত্রে দয়া, বদান্যতা, ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা এবং ভারতীয়গণ ব্রিটিষ রাজ মুকুটাধীন অন্যান্য প্রজাদিগের সমপদে স্থাপিত হইয়া নিরপেক্ষভাবে যে সমস্ত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেন তাহা বিশেষ রূপে বিবৃত হওয়া আবশ্যক।"

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ ই অক্টোবর লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীর ঘোষণা পত্র, ও স্বীয় রাজ প্রতিনিধি পদ প্রাপ্ত হইবার সংবাদ, প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘোষণা পত্র ১ লা নভেম্বর ভারতের প্রত্যেক স্থানে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় পঠিত হয়, এবং প্রত্যেক ভারতবাসী রাজ্ঞী প্রাপ্তে মহা উল্লাস ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। ঘোষণা পত্রের শেষাংশ পাঠ কালে সকলেরই চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা গিয়াছিল। ঘোষণা পত্রের একস্থানে লেখা ছিল "তোমাদের উন্নতীই আমাদের বল, তোমাদের সন্তোষই আমাদের প্রতিভু, এবং

তোমাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার” এ কথায় সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে এতদিন পরে ভারতের অন্ধকারগগনে শুকতারার উদয় হইল, ভারত সন্তানগণের সুখের দিন আসিল।

এই বিদ্রোহের সুখময় ফল স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব লোপ পাইল এবং সমগ্র ভারতবাসী দয়াশীলা ভিক্টোরিয়াকে রাজ্ঞী স্বরূপে পাইয়া মহা সুখ সাগরে ভাসিল। ভারতবাসী আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইল. এতদিনে তাহারা যেন জীবনের জীবন, আশার বিশাল কানন, এবং দগ্ধহৃদয়মরুর শান্ত ছায়াকুঞ্জ প্রাপ্ত হইল। যাহারা বিষাদের অন্ধকার ব্যতীত অপর কিছু জানিত না, তাহারা সুখের মুখ দেখিল, দুঃখের অঙ্কুশ তাড়নে যে হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল, তাহা আজি সোহাগে পরিপুষ্ট হইবে বলিয়া ভাবিল, পঙ্কিল শুষ্ক সরোবরে এত দিনে কমল সুশোভিত লীলাময় সলিল দেখাদিল।

প্রায় এক পক্ষ মহা আহ্লাদ ও সন্তোষে প্রুসিয়ায় অতিবাহিত করিয়া রাজদম্পতী ২৯ শে আগষ্ট তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিদায় কাল বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল, ভারতেশ্বরীর চক্ষু হইতে অবিরল

বারিধারা বিগলিত হইয়াছিল। প্রিন্সেস রয়েলও অশ্রু বরিষণ করিয়াছিলেন।

৬ ই সেপ্টেম্বর মহারাণী লিড্‌স্‌ নামক স্থানে গমন করিয়া ৭ ই তথাকার টাউনহল প্রতিষ্ঠিত করেন। লিডস্‌বাসীদিগের ইতি পূর্ব্বে আর কখন রাজদরশন সুখ লাভ না হওয়ায় তাহারা মহা সমারোহ সহকারে ভারতেশ্বরীর সমাদর ও অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষে ৫ লক্ষ লোক রাজপথে সমবেত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ২৯ সহস্র ভদ্র সন্তান যাহাতে কোন প্রকার শান্তি ভঙ্গ না হয় এই অভিপ্রায়ে প্রহরিতা করেন।

এই স্থান হইতে রাজদম্পতী তাঁহাদের চির প্রিয় ব্যালমোরালে গমন করেন। ডিসেম্বর মাসে প্রিন্‌স কনসর্ট পীড়িত হন, শ্রমাধিক্যই নাকি তাঁহার এই পীড়ার প্রধান কারণ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

দৌহিত্র।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ভারতমাতা রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস্ রয়েল প্রুসীয় রাজধানী বার্লিন নগরে একটী নবকুমার প্রসব করায় উভয় রাজ পরিবার মহানন্দানুভব করেন। রাজ কুমারী প্রসব কালে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

মৃত বীর ডিউক অব ওয়েলিংটনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটী সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রিন্স্ কন্সর্ট ইহার উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। ২৯শে জানুয়ারি ভারতেশ্বরী স্বয়ং এই কলেজটী প্রতিষ্ঠা করেন। কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রিন্স কন্সর্ট—নিজ ব্যয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়া ছাত্রদিগের জন্য একটী পুস্তকালয় স্থাপন করেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রিন্স্, এলডারসট্ নামক স্থানে

সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের জন্য একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে নানা বিধ বৈজ্ঞানিক ও সমর সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেন, এতদর্থে বহু সহস্র অর্থ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট যৎসামান্য বৃত্তি হইতে ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রিন্সের মৃত্যুর পর হইতে ভারতেশ্বরী স্বীয় খাস্ ধনগার হইতে এই পুস্তকালয় সম্পর্কীয় কেবল ব্যয় দান করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, যখন যে কোন সমর সংক্রান্ত নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তিনি তাহা ক্রয় করিয়া পুস্তকালয়ের কলেবর পরিপুষ্ট করিতেছেন। এক্ষণে এই পুস্তকালয়টীর নাম "প্রিন্স কনসর্টের পুস্তকালয়।"

ক্রিমিয়ার মহাসমরের সময় মহারাণী এবং প্রিন্স আপনাপন ব্যয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়া সৈন্যগণের পাঠার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। রণ সমাপ্তির পর সেই সকল পুস্তকের অর্দ্ধেক এলডার সটে এবং অপরার্দ্ধ ডাবলিনে "ভিক্টোরিয়া সৈন্য-দলের পুস্তকালয়ে" প্রেরিত হয়। প্রিন্সের পর-লোকপ্রাপ্তির পর হইতে ভারতেশ্বরী নিজে তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকালয়ে ১২০০ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, বলা

বাহুল্য যে এতদিনে আরও বহুশত খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

ফরাসী সম্রাট এই সময়ে অষ্ট্রিয়ার সহিত সমরে লিপ্ত হন এবং আপন সৈন্য ও রণতরী সমূহ বৃদ্ধি করেন। ভারতেশ্বরীর সহিতও এই সময়ে নেপো-লিয়নের মনোমালিন্য হওয়ায় পূর্ব্ব সতর্কতাবলম্বন শ্রেয় জ্ঞানে ইংলণ্ডের রণতরী সমূহও বৃদ্ধি করা হয়। প্রিন্‌স কনসর্ট এই সময়ে অবৈতনিক সৈন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার কল্পনা করেন এবং মন্ত্রি সমাজও তাঁহার মতের পোষকতা ও সমর্থন করায় রাজ্যের সর্ব্বত্র ইহা ঘোষিত এবং অবৈতনিক সৈন্য সংগ্রহের আজ্ঞা প্রচারিত হয়। আধুনিক অবৈ-তনিক বা সখের সৈন্য সৃষ্টি এবং তাহাদের উন্নতি সাধনের মূল—প্রিন্‌স কনসর্ট।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে অতি অল্প দিনের জন্য প্রিন্‌সেস্ রয়েল ইংলণ্ডে আগমন করেন। মহারাণী তাঁহাকে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। ২৪ শে মে ভারতেশ্বরীর জন্মদিনে মহারাণী স্বীয় মাতা ডাচেস্ অভ কেন্টের ভয়ঙ্কররূপে পীড়িত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত ব্যথিত

ও উদ্বিগ্না হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করেন।

১৩ ই জুন লর্ড ডার্বি প্রধান মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করিলে লর্ড পামারস্টন পুনরায় তৎপদে নিযুক্ত হন। পামারষ্টন মহাসভায় ফরাসীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন * দেখিয়া প্রিন্স বিস্মিত হইয়াছিলেন। †

মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের অবকাশ প্রদত্ত হইলে ভারতেশ্বরী স্বামীসহ আগস্টমাসে কয়েক দিবস জল পথে ভ্রমণ করিয়া অস্‌বোরণে উপনীত হন। প্রিন্স কনসর্টের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না, জল পথে ভ্রমণ করায় তাঁহার স্বাস্থের কতক পরিমানে উপকার সাধিত হইয়াছিল বাটে, কিন্তু পুনরায় কঠোর রাজনৈতিক ব্যাপারে সাতিশয় শ্রম ও চিন্তা সহ লিপ্ত হওয়ায় আবার তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

---

* Mr Ashley's Life of Lord Palmerston, Vol II Page 144.

† Martin's Life of the Prince Consort, Vol IV Page 443.

১৪ ই, অক্টোবর আমাদের ভারতমাতা গ্লাস গোর জলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৭ ই তারিখে স্বামীসহ উইণ্ডসর ক্যাসেলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৪ শে অক্টোবর সমস্ত ইংলণ্ডে ভয়ানক কুজ্ঝটীকা হইয়াছিল, ২৬ শে প্রিন্স অব ওয়েলসকে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন কালে দেখিতে যাইয়া প্রিন্স কনসর্ট ভয়ানক কফাক্রান্ত, শেষে সেই সূত্রে উদরাময় গ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রায় এক সপ্তাহ দারুণ ক্লেশ ভোগের পর তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অবৈতনিক সৈন্য।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি ভারতেশ্বরী তাঁহার মাতুল রাজা লিওপল্ডকে এইরূপ ভাবে পত্র লেখেন,—"আমরা অতি শান্তি ও সন্তোষের সহিত নূতন সালে পদার্পন করিতেছি; মাতা ও সন্তান সন্ততি পরিবেষ্টিত হইয়া আমি যে অতুল সুখ উপ-ভোগ করিতেছি, সেরূপ সুখ আর কখন উপভোগ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।" বস্তুতঃ এ সময় মহারাণীর সুখের পরিসীমা ছিলনা, স্বামীর অকপট প্রণয়, মাতার স্নেহ, পুত্র কন্যাগণের ভালবাসা, প্রজাগণের ভক্তি, তাঁহার এ সংসারকে অমরাবতী করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি তাহার সুখাস্বাদনে সতত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন।

এ বৎসরও বার্ষিক পরিণয়োৎসব দিনে ভারতে-শ্বরী তাঁহার মাতুলকে প্রসংশা করিতে বিস্মৃত হন নাই, তাঁহারই কৃপায় যে মহারাণী এরূপ দেব-হৃদয় অমানুষ স্বামীধনের অধিকারিণী, তাহা তাঁহার হৃদয়ে

সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিত এবং সে জন্য তিনি তাঁহার মাতুলের নিকট কতই না কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন।

এই সময় ফ্রান্‌সের সহিত ইংলণ্ডের নানা প্রকার গোলযোগ চলিতেছিল, মহারাণী বিবাদ বা কোন প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করিতে চির অনিচ্ছু, সুতরাং এরূপ মনোবিবাদ যে যুদ্ধে পরিণত হয়, এরূপ অভিলাষ তিনি কখনই করিতেন না। তবে ফরাসী সম্রাট এই সময় যেরূপে যাবতীয় রাজার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্থির বুদ্ধি সম্পন্না ভারতেশ্বরী বুঝিয়াছিলেন যে ইহার পরিণাম ভাল হইবে না।

এই সময় রাজদম্পতী একটী নূতন শোক প্রাপ্ত হন, এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে তাঁহারা অবগত হন যে ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর† স্বামী প্রিন্‌স হোহে-নলো ল্যাঙ্গেনবর্গের মৃত্যু হইয়াছে। বৈধব্যের কথা শুনিলেই ভারতেশ্বরীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত, তিনি যেরূপ স্বামী সুখে সুখিনী ছিলেন, তাহাতে সে বিচ্ছেদ যে কি রূপ ভয়াবহ তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন,

† ডাচেস্ অব কেন্টের (ভারতেশ্বরীর জননী) প্রথম স্বামীর ঔরসজাতা কন্যা।

সুতরাং স্বীয় ভগ্নীর শোকের গভীরতা উপলব্ধি করিতে তাঁহার কাল বিলম্ব হইল না, তিনি শোকোচ্ছ্বাসিত ভাষায় দুঃখপ্রকাশক সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্র লিখিয়া তাঁহার তাপিত প্রাণে সান্ত্বনা বারি সিঞ্চন করিলেন।

প্রিন্সের উদ্যোগে এল্ডারসট্ নামক স্থানে সৈন্যদলের সামরিক উৎকর্ষ শিক্ষার জন্য একটী শিবির স্থাপিত হয়। ভারতেশ্বরী স্বামীসহ প্রায় তথায় গমন করিয়া সৈন্য দলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। ১৪ই মে তথায় প্রায় অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য কর্ত্তৃক একটী রণাভিনয় প্রদর্শিত হয়। রাজদম্পতী তদ্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

১লা জুন প্রিন্স ওকিং নামক স্থানে নাট্য বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, মহারাণী এবিষয়ে নিতান্ত উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পরিণামে এ বিদ্যালয়টী সফলতা লাভ করে নাই। এই সময়ে প্রিন্স গ্রিণেডিয়ার গার্ডস নামক সৈন্য দলের নেতাপাদে নিযুক্ত হন।

২৩শে জুন হাইডপার্কে নবপ্রতিষ্ঠিত নবীন ভলান্টিয়ার অর্থাৎ অবৈতনিক সৈন্য দলের একটী

মহাসমিতি ও রণাভিনয় প্রদর্শিত হয় ; এই উপলক্ষে মফঃস্বলের নানা দেশ হইতে রাশি রাশি অবৈতনিক সৈন্য নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে উপনীত হন এবং বিংশতি সহস্র শিক্ষিত অবৈতনিক সৈন্য দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া বীরদর্পে বসুন্ধরা বিকম্পিত করিয়া, ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের সম্মুখ দিয়া সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গমন করেন। এই সময় সমগ্র গ্রেট্‌ব্রিটেনে সর্ব্বশুদ্ধ ১লক্ষ ৩০ সহস্র অবৈতনিক সৈন্য সংগৃহীত হয়।

২ রা জুলাই ভারতেশ্বরী ন্যাসন্যাল রাইফল এসোসিয়েসনে পরম উৎসাহে যোগ দান করিয়া আপন উন্নত মনের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। মহারাণী স্বয়ং বন্দুক দ্বারা ৮০০ শত হস্ত দূরবর্ত্তী একটি লক্ষ্য ভেদ করেন। ভারতেশ্বরীর এই পরম অমায়িক ভাব দর্শনে সেই সমিতির সভ্যমণ্ডলী মাত্রেই প্রীত ও উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ণ গর্ভা থাকায় মহারাণী এবং প্রিন্স শুভসংবাদ প্রাপ্তি আশায় বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। ২৪শে জুলাই তাড়িত যোগে প্রিন্সেস রয়েলের একটী কন্যা সন্ততি

প্রসবের সংবাদ আসায়, রাজ পারিবারিক সকলেই মহা আনন্দিত হন।

এই সময়ে ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় কন্যা প্রিন্‌সেস এলিসের সহিত প্রিন্‌স লুইস হেসির বিবাহের প্রস্তাব হয়। মহারাণী এবং প্রিন্‌স কন্‌সর্ট ইহাতে অনুমোদন করেন এবং রাজ কুমারীও তাঁহার ইচ্ছা পরিজ্ঞাত করিয়া প্রিন্‌স হেসিকে উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন।

রাজ পরিবার অস্‌বোরণ্‌ হইতে ব্যাল্‌মোরেল গমন কালে পথি মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবার্গের দ্বাবিংশ সহস্র অবৈতনিক সৈন্যদলের রণাভিনয় পরিদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ৮ ই আগষ্ট ব্যালমোরালে উপনীত হন।

——

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কোবার্গ যাত্রা।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২২ সে সেপ্টেম্বর মাননীয়া ভারতেশ্বরী—স্বামী, রাজকুমারী এলিস এবং বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলা সমভিব্যাহারে বাকিংহ্যাম রাজ প্রাসাদ হইতে গ্রেভসেণ্ড যাত্রা করেন। তথা হইতে "এলবার্ট এবং ভিক্টোরিয়া" নামক বাষ্পতরী আরোহণপূর্ব্বক কোবার্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। পর দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহারা এণ্টওয়ার্পে উপনীত হন। ২৪ শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে জার্ম্মাণসম্রাট পুত্র এবং পুত্রবধু সহ ভারতেশ্বরীর সহিত মিলিত হন।

রেলওয়ের ষ্টেসনে ভারতেশ্বরী প্রিন্‌স কন্সর্টের বিমাতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হন। ভারতেশ্বরী প্রথমে মনে করেন যে পীড়া সহসা বৃদ্ধি হওয়ায় বোধ হয় তাড়িত যোগে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে, যাহাই হউক ভার্ভিয়ারসে পৌঁছিয়া

ইহাপেক্ষা সন্তোষপ্রদ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আশা সফল হয় নাই, তিনি ডার্ম্মিয়াসে পৌঁছিয়া নিদারুণ শ্বশ্রু বিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি শোকাতুরা হইয়াছিলেন। প্রিন্স কন্সর্ট বিমাতাকে গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় স্নেহ ও ভক্তি করিতেন, সুতরাং বলাবাহুল্য যে তাঁহার শোকের অবধি ছিলনা।

২৫ শে সেপ্টেম্বর রাজদম্পতী কোবাগে উপনীত হইলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে ভারতেশ্বরী কোবার্গের ডিউক আরনেষ্ট এবং তাঁহার জামাতা ফ্রেড্রিক উইলিয়েম কর্ত্তৃক গৃহীত হন। তাঁহারা উভয়েই শোক বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। প্রাসাদ দ্বার সম্মুখীন হইলে এলেকজেণ্ড্রিন (কোবার্গের ডাচেস্) এবং প্রিন্সেস রয়েল তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সকলে উপরে গমন করেন। ক্ষণ পরেই মহারাণী প্রাণাধিক দৌহিত্রের পবিত্র মুখারবিন্দ অবলোকনে পরিতৃপ্ত হন। পর দিবস প্রাতঃকালে প্রাসাদ সম্মুখস্থ রমণীয় উদ্যানে ভ্রমণ কালে প্রাচীন চিরহিতৈষী প্রিয়মিত্র ব্যারণ ষ্টক্‌মারের সহিত

সাক্ষাৎ হয়। রজনীতে ডিউক আরণেষ্ট, প্রিন্স কন্‌সর্ট, এবং জামাতা প্রিন্‌স ফ্রেড্রিক উইলিয়েম গোথায় গমন করেন। পর দিবস প্রত্যুষে সপ্তম ঘটিকার সময় মৃতা ডাচেসের সমাধিকার্য্য সাধিত হয়।

১ লা অক্‌টোবর প্রিন্‌স কন্সর্টের একটী আকস্মিক গুরুতর বিপদ সংঘটিত হয়। তিনি চতুরশ্ব সংযোযিত অশ্বযানে মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে সহসা অশ্বেরা ভীত হইয়া প্রবল বেগে ধাববান হয়। চালক কোন ক্রমেই তাহাদিগকে আয়ত্বাধীন করিতে পারে নাই। পথের এক স্থানে রেলওয়ের একটী ক্রশ লাইন ছিল, লাইনে একটী মালগাড়ী থাকায় তাহার উভয় পার্শ্বস্থ লৌহার্গল বদ্ধ ছিল। প্রিন্‌স দেখিলেন এই স্থানে একটী গুরুতর সংঘর্ষণ হওয়া সম্ভব, তিনি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া যান হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই, নাসিকা এবং জানুতে অল্পমাত্র আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি এই আহতাবস্থায় আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত

অশ্বচালকের সহায়তা ও সাহায্য করিতে রত হই-য়াছিলেন।

ঘোরতর সংঘর্ষণে গাড়িখানি উল্‌টাইয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়, একটী ঘোড়া মৃত ও অপর গুলি তীর বেগে কোবার্গ অভিমুখে ধাববান হয়। প্রিন্‌সের কর্ণেল পন্‌সন্‌বী নামক জনৈক অনুচর অশ্ব গুলিকে দেখিয়া নিশ্চয়ই কোন বিপদ পাত হই-য়াছে বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ একটী গাড়ি করিয়া দুই জন উপযুক্ত চিকিৎসক সমভিব্যাহারে রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে ডাক্তারেরা তৎক্ষণাৎ প্রিন্‌সের শুশ্রুষায় নিরত হন, কিন্তু প্রিন্‌স বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে আত্ম শুশ্রুষা এবং চিকিৎসার পরিবর্ত্তে আঘাত প্রাপ্ত কোচ মানের প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলেন এবং কর্ণেল পন্‌সন্‌বীকে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা মহা-রাণীর নিকট সংবাদ দিতে আদেশ করেন।

ভারতেশ্বরী কন্যাদ্বয় সহ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে কর্ণেল পন্সন্‌বী তাঁহাকে এই সংবাদ দেন; ভারতেশ্বরী এতৎশ্রবণে নিতান্ত ভীত ও বিচলিত হন এবং তৎক্ষণাৎ প্রিন্‌সেস

এলিস্‌কে সমভিব্যাহারে করিয়া প্রাসাদে উপনীত হন। ভারতেশ্বরী তাঁহার দৈনন্দিন গ্রন্থে বিবৃত করেন "বরাবর প্রিন্স এলবার্টের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি লোলেনের (তাঁহার দাসের) শয্যায় ধীর ভাবে শয়িত, তাঁহার নাসা, ওষ্ঠদ্বয় এবং চিবুকে পটি সংলগ্ন। সরল বৃদ্ধ সাধু ষ্টক্‌মার এবং ডাক্তার বেলি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি (প্রিন্‌স এলবার্ট) প্রফুল্ল ভাবে তাঁহাদিগের নিকট এই দুর্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত এবং সৌভাগ্য বশতঃ দৈবানুগ্রহে কিরূপে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন সেই সকল বিষয় বিবৃত করিতেছেন। ডাক্তার বেলি বলেন—"প্রিন্স কোন বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন নাই এবং তাঁহার আকৃতি কিছুমাত্র বিকৃত হইবে না।"

প্রিন্সের জীবন রক্ষা হেতু ভারতেশ্বরী কৃতজ্ঞ চিত্তে জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন এবং মনে মনে তাঁহার অসীম দয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুভব করিয়াছিলেন।

কোবার্গ এবং তাহার উপনগরে স্বেচ্ছামত পাদ চারে ভ্রমণে প্রীত হইয়া ভারতেশ্বরী লিখেন "আমরা

এখানে নগরের সর্ব্বত্র পাদচারে ভ্রমণ করিতে পারি, যদিও লোকেরা আমাদিগকে চেনে, তথাপি কেহ আমাদিগের অনুসরণ করে না, এবং ভদ্রতার সহিত মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করে। ইহা বড়ই প্রীতিপ্রদ, আমি আর কখন এরূপ আনন্দ উপভোগ করি নাই।” ১৬ ই অক্টোবর রাজদম্পতী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একমাত্র পরম করুণা নিধান জগদীশ্বরের দয়ায় প্রিন্সের জীবন রক্ষা হওয়ায়, ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার স্মরণার্থ ভারতেশ্বরী প্রিন্সের জন্ম ভূমি কোবার্গে বিদ্যালয় স্থাপন বা কোন চিকিৎসালয়ের অঙ্গ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিলে, ডিউক এবং কোবর্গের ডাচেস্ তৎপরিবর্ত্তে ভারতেশ্বরীর নামে একটী দাতব্য ফাণ্ড স্থাপন প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ভারতেশ্বরী দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করায় তাহার সুদ হইতে প্রতিবৎসর ১ লা অক্টোবরে কোবার্গের নিম্ন শ্রেণির কতিপয় সচ্চরিত্র যুবক শিল্প বিদ্যা শিক্ষার সহায়তার জন্য শিল্প যন্ত্র ও বৃত্তি, এবং যুবতীরা বিবাহের যৌতুক এবং যাহাতে তাঁহারা

াৎপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে াহার জন্য অর্থ সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

এই সময়ে ভারতের ভাবী সম্রাট ক্যানেডা নামক হ্ানে ভ্রমণ করিতে যান, তথা হইতে এমেরিকায় ামন করেন। তিনি উভয় স্থানেই যথোচিত াজভক্তি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে সম্মানিত হন। প্রেন্স অভ ওয়েলসের তথায় যাইবার পূর্ব্বে কত লোক কত কথাই বলিয়াছিল, তিনি যে তৎ তৎ প্রদেশে াজসম্মান না পাইয়া বরং অপমানিত হইবেন, তাহারই কল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ফল কল্পনার বিপ-ীত হইল। টাইমস্ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন "এ পর্য্যন্ত কোন রাজা অগণিত সাধারণ লোক কর্ত্তৃক এরূপ সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হন নাই।" বস্তুতঃ মহারাণীর প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তিপ্রবাহ যে প্রিন্স অব ওয়েলস্কে সাদর সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্তি দান করিয়াছিল তাহাতে সন্দহ কি? ফিলেডেল্ফিয়ার মহামেলা খুলিবার সময় এবং আরও কএকবার মহারাণীর নামোল্লেখ কালে সাধারণ লোক কিরূপ জয়োল্লাস করিয়াছিল, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়, যে মহারাণী তাঁহাদের কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

বহুবিধ সমাচার।

প্রিন্স ওভ ওয়েলসের দেশ পর্য্যটনে গমন কালে এডিনবার্গের ডিউকও গিয়াছিলেন। ইহাঁরা নভেম্বর মাসে স্বদেশ প্রত্যাগত হন। উভয়েরই ভ্রমণ জনিত মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

রাজদম্পতী এই সময়ে উইণ্ডসর ক্যাসেলে অবস্থান করিতেছিলেন। হেসির প্রিন্স লুইসও এই সময়ে উইণ্ডসরে আগমন করেন। তাঁহার মিষ্টালাপ ও শিষ্টাচারে প্রিন্স এবং ভারতেশ্বরী উভয়েই নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

প্রিন্স লুইস ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী এলিসের প্রতি নিতান্ত আনুরক্ত হন এবং মহারাণীর নিকট প্রিন্সের জনৈক বন্ধু এই কথা প্রকাশ করেন। মহারাণী বা প্রিন্স কনসর্ট ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

এক দিন মহারাণী দেখিলেন প্রিন্স হেসি এবং প্রিন্সেস এলিস গৃহ মধ্যস্থ পাবকাধারের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কাথোপকথনে গাঢ় নিবিষ্ট। তাঁহাকে গৃহ মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়া যুবক যুবতী তাঁহার নিকট আসিলেন এবং এলিস কহিলেন, --প্রিন্স হেসি তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। মহারাণী সস্নেহে প্রিন্স হেসির করমর্দ্দন এবং স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া প্রণয়প্রার্থী যুবক যুবতীর সন্তোষ সম্বর্দ্ধন করিতে বিন্দু মাত্র কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই।

৪ ঠা ডিসেম্বর ভূত পূর্ব্ব ফরাসী সম্রাজ্ঞী, প্রিন্স এবং ভারতেশ্বরীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ভারতেশ্বরী তখনই সেই হতভাগিনীকে দেখিতেন, তখনই তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা তাঁহার স্মৃতি-পথে সমুদিত হইত। যাঁহাকে এক দিন দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল, আজি তাঁহার এই অবস্থা,—ইহা স্মরণ করিতেও সরলহৃদয়া ভারত মাতার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইত।

৫ই প্রিন্স কন্‌সর্টের কম্প দিয়া জ্বর হইয়াছিল। রাজা লিওপল্‌ড প্রিন্স হেসির সহিত এলিসের

বিবাহ সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রিন্স হেসির যে সকল প্রসংশার কথা শুনিয়াছিলেন তাহা ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সকে লিখিয়াছিলেন।

প্রিন্স কন্‌সর্ট জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইয়া ৯ই তারিখে বিসূচিকা রোগক্রান্ত হন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে রোগ সাংঘাতিক হয় নাই।

প্রিন্স কন্‌সর্ট ভারতেশ্বরীর রাজনৈতিক বিষয়ের সহায়তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ভারতেশ্বরী যে সমস্ত রাজনৈতিক মন্তব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা পাঠান্তর প্রিন্সের টেবিলের উপর রাখিয়া দিতেন। প্রিন্স প্রাতর্ভোজের পর সে সমস্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তাহাতে স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া দিতেন। এই সকল রাজনৈতিক কূটতর্কের মিমাংসা করিতে তাঁহার গুরুতর পরিশ্রম হইত। ইহাতে তাঁহার শারীরিক এবং মস্তিষ্কের ক্লান্তি হইলেও তিনি একদিনের জন্যও স্বভাবিক প্রফুল্লতা শূন্য হন নাই। ভারতেশ্বরী লিখেন "সকল প্রকার ভোজনের সময়েই তিনি (প্রিন্স কন্‌সর্ট) টেবিলের শীর্ষভাগে উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহার আবশ্যকীয় কথোপকথন, মানোরম উপাখ্যান

এবং শৈশবাবস্থার হাস্যরসোদ্দীপক অসীম গল্প দ্বারা আমাদিগকে আমোদিত করিতেন। কখন কখন বা কোবার্গের অথবা স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোকদিগের নানা কথার স্বরভঙ্গি এরূপ দক্ষতার সহিত অনুকরণ করিতেন, যে আমরা সকলে হাসিয়া আকুল হইতাম, এবং তিনিও হৃদয়ের সহিত হাসিতেন।”

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

মাতৃবিয়োগ।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে ভারতেশ্বরীর জননী ডাচেস্ অব কেণ্টের বাহুতে একটী স্ফোটক হয়। রাজ দম্পতী ১২ই তারিখে ফ্রগমোরে তাঁহাকে দেখিতে যান, তখন তিনি যদিও অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার জীবনের কোন প্রকার আশঙ্কা লক্ষিত হয় নাই।

এক দিন সহসা ফ্রগ্মোর হইতে সংবাদ আসিল যে "ডাচেসের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কুলক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে।" ভারতেশ্বরী কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামী এবং প্রিন্সেস এলিস্ সহ ফ্রগ্মোরে যাত্রা করিলেন। পথ কতই দীর্ঘ বলিয়া উপলব্ধি হইতে লাগিল। রাজ দম্পতি আট ঘটিকার সময় ফ্রগমোরে উপস্থিত হইলেন।

ভারতেশ্বরী দেখিলেন, তাঁহার চির আরাধ্যা

জননী এক খানি শোফার শায়িতা। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে আজি তিনি আপন প্রাণাধিক দুহিতাকে চিনিতে পারিলেন না। যাঁহাকে দেখিলে তিনি কত যত্নে কত সোহাগে মৃদু হাস্য সহকারে সম্ভাষণ করিতেন,কত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন,হায়! আজি আর তিনি সেই স্নেহাধারকে চিনিতে পারিলেন না! এ দৃশ্য দর্শনে কোমলমতী মহারাণীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি সরোদনে মাতার হস্ত ধারণ করিয়া তাহা ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। রজনীতে ভারতেশ্বরীর আদৌ নিদ্রা হয় নাই, ঘটিকা যন্ত্রের সময় নিরূপনের প্রত্যেক আঘাত শুনিয়াছিলেন। প্রাতঃকালিন্ কুক্কুট ও সারমেয়ের চিৎকার শব্দ যেন তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে আঘাত করিতে লাগিল। মহারাণী গাত্রোত্থান করিয়া মধ্যের কক্ষে গমন করিলেন, তাহা নিথর নিস্তব্ধ, তথায় রুগ্না বৃদ্ধা মাতার ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহ ও ঘটিকার সময় নিরুপনের শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ নাই। ডাচেসের কক্ষে যে ঘটিকা যন্ত্রটী ছিল তাহা ভারতেশ্বরীর পিতার, সুতরাং তদ্দর্শনে তাহার হৃদয়ে শৈশবের মধুর স্মৃতি উদিত হইল,

মন আকুল হইল। পিতৃ বিয়োগ যাতনা ভারতে-শ্বরীকে ভোগ করিতে হয় নাই—কিন্তু তিনি আশৈশব যে স্নেহময়ী মাতার যত্নে লালিত পালিত, আজি হয়ত তাঁহার সহিত চির বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এই দুঃখে, এই শোকে, ভারতেশ্বরীর হৃদয় কি রূপ উদ্বেলিত হইতেছিল ও তাহা বর্ণনা করা নিতান্ত দুরূহ। ৮ টার সময় আরও ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহ হইতে লাগিল। সার জেমস্ ক্লার্ক—প্রিন্স এলবার্ট এবং প্রিন্সেস এলিসকে ডাকিতে গেলেন,তখন ভারতেশ্বরী বুঝিলেন যে তাঁহার মাতার শেষ সময় নিকট হইতেও নিকটতর হইয়া আসিতেছ। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিষাদান্বিত চিত্তে জানু পাতিয়া মাতার হস্ত আপন হস্ত দ্বারা আবরিত করিলেন, তখনও তাহা উষ্ণ,-ক্রমে নিশ্বাস বন্ধ হইল, চক্ষুদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই নিমিলিত হইয়াছিল। গৃহ প্রাচীরস্থ ঘটিকা যন্ত্র সেই সময়ে সাড়ে নয় ঘটিকা নিরূপিত করিল। ডাচেস অব কেন্ট জন্মের মত স্নেহময়ী কন্যাকে পরিহার করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। মহারাণী সরোদনে মাতার হস্ত চুম্বন করিতে লাগিলেন, তখন প্রিন্স কনসর্ট মাতৃবিয়োগ বিধুরা

ভারতেশ্বরীকে গৃহান্তরে লইয়া গেলেন, এবং অশ্রু বিগলিত নেত্রে তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। ভারতেশ্বরী জিজ্ঞাসিলেন "সকলি কি শেষ হইয়াছে।" প্রিন্স বিষাদিত চিত্তে উত্তর দিলেন "হাঁ।" হায়! কালের অখণ্ড নিয়মের আমূল পরিবর্ত্তনে আজি ভারতেশ্বরী মাতৃহীনা হইলেন। একচত্তারিংশ বৎসর যাঁহার সহবাস সুখে সুখী হইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন, আজি সেই পবিত্র হৃদয় স্নেহময়ী জননী রত্ন হইতে ইহ জনমের মত বঞ্চিত হইলেন। সেই মধুমাখা কথা, স্নেহপূর্ণ উপদেশ, অসীম যত্ন স্বপ্নে পরিণত হইল। হায়রে সংসার কি স্বপ্নময়ী? সাংসারিক লীলামাত্রই কি ছায়াবাজি? এ নশ্বর জগতে সকলি যায়, কিন্তু স্মৃতির লোপ হয় না কেন? সে নিদারুণ বৃশ্চিক দংশন হইতে মানব অব্যাহতি পায় না কেন? মহারাণীর ইহাই সাংসারিক প্রথম শোক, কিন্তু ইহা বড়ই নিদারুণ।

পর দিবস প্রত্যুষে প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্সেস হেলেনা আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভারতেশ্বরীর শোকানল আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহা

দিগকে লইয়া তিনি আবার মাতার মৃত দেহ দেখা-ইতে গেলেন। আহা! তাহা যেন একটী প্রস্তরময়ী পবিত্র মূর্ত্তি! রাজপ্রাসাদের বা রাজপরিচিত লোক মধ্যে এমন একটী প্রাণীও ছিলেন না, যিনি মৃতা ডাচেসের জন্য শোক প্রাপ্ত হন নাই। মৃতা—ডাচেস অব কেণ্ট,—তাঁহার যাবদীয় সম্পত্তি ভারতেশ্বরীকে উইল করিয়া দিয়া যান।

প্রিন্সেস রয়েল বার্লিনে এই শোক সংবাদ তাড়িত সাহায্যে প্রাপ্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে আসেন। ভারতেশ্বরীর সকল সন্তান সন্ততীই তাঁহাদের বৃদ্ধা স্নেহময়ী মাতামহীতে নিতান্ত আনু-রক্ত ছিলেন।

মহাসভা অতি সত্বরে মহারাণীকে সহানুভূতি জ্ঞাপক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। লর্ড গ্র্যানভিল, লর্ড পামারষ্টন, লর্ড ডিস্‌রেলি প্রভৃতি মহোদয়গণ ডচেস অব কেণ্টের দ্বারা যে ইংরাজ রাজ্যের কি অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বিবৃত করেন, এবং আরও বলেন, যে সেই মৃত মাননীয়ার নাম চিরকালের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিবে।

ভারতেশ্বরী তাঁহার ভগ্নীকে (ভারতেশ্বরীর মাতার প্রথম পক্ষের স্বামীর ঔরস জাত কন্যা) পত্র লিখিবার সময় লেখেন "তাঁহাকে (মাতাকে) ইহ জন্মের মত হারাইয়াছি বটে, কিন্তু জন্মান্তরে আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইব,—সে মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই।"

এই বৎসর ভারতেশ্বরী তাঁহার জন্ম দিনে অত্যন্ত বিষাদান্বিত হইয়াছিলেন। মাতার পবিত্রছবি অবিরত তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিয়াছিল। প্রিন্স কনসর্টও ডাচেসের মৃত্যুতে অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃতা ডাচেসও প্রিন্সকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন, স্নেহ করিতেন। কিন্তু প্রিন্স আপন শোক হৃদয়ে গোপন ভাবে পোষণ করিয়া মহারাণীর শোকাপনোদনে সতত যত্নবান থাকিতেন। মাতৃ বিয়োগ বিধুরা ভারতেশ্বরী রাজকার্য্য হইতে কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিলে প্রিন্স এলবার্ট স্বকার্য্য ব্যতীত বিশেষ দক্ষতা ও সহিষ্ণুতার সহিত সে কার্য্যও সম্পাদন করিতেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষকার্য্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন লণ্ডনের রাজকীয় কৃষি উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্যান প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রিন্স প্রথম হইতেই যত্ন উদ্যম এবং পরিশ্রম করেন। হায়! তখন কে জানিত যে ইহাই প্রিন্সের লণ্ডনে সাধারণ অনুষ্ঠানে শেষ যোগদান! তখন কে জানিত যে মাতৃবিয়োগ বিধুরা ভারতেশ্বরী আবার অচিরে নিদারুণ প্রাণহারী হৃদয়বিদারী শোক পাইবেন, তাঁহার ইহ জীবনের সার ও সর্ব্বস্বধন হারাইবেন?

এই দিন প্রাতঃ কালে প্রিন্স—ভারতেশ্বরী এবং বেলজিয়ম রাজ লিওপণ্ডের সহিত গুপ্ত ভাবে উদ্যানের পুষ্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ভারতেশ্বরী তৎকালে শোকাতুরা থাকায় প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। অপরাহ্নে এই উদ্যান সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে

সময়ে প্রিন্স, প্রিন্স অব ওয়েলস, প্রিন্স আর্থার, প্রিন্সেস এলিস, প্রিন্সেস হেলেনা, প্রিন্সেস লুইস এবং কেম্ব্রিজের প্রিন্সেস মেরির সহিত তথায় উপস্থিত হন। উদ্যান মধ্যে বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠা কার্য্যও সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়। প্রিন্স সেই দিন ব্যারণ ষ্টক্‌মারকে যে পত্র লেখেন তাহার এক স্থানে বিবৃত করেন "রাজ্ঞী এখনও নিতান্ত বিষণ্ণা, এবং আমিও নিতান্ত ক্লান্ত।"

২১শে আগষ্ট ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স, কুমারী এলিস, কুমারী হেলেনা, কুমার আলফ্রেড এবং অল্প অনুচরসহ আয়ার্ল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অক্‌সফোর্ড, কিংস্‌টাউন দর্শনের পর রাজধানী ডবলিনে উপস্থিত হন। ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত নানাস্থান এবং করাঘের শিবির দর্শন করেন। প্রিন্স চিত্রশালা ও কারাগার প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হন; এবং ভারতেশ্বরী কন্যাদ্বয় সহ কিলমেনহ্যাম চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিতে গমন করেন। পরদিন ২৬ এ আগষ্ট প্রিন্স কনসর্টের জন্মাহ। ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ মাতুল বেল-

জিয়মরাজকে লিখেন,—"দিবসাবলীর মধ্যে ইহাই প্রিয়তম, এবং এই দিনই আমার হৃদয় প্রেম, কৃতজ্ঞতা এবং আবেগপূর্ণ হয়। জগদীশ্বর আমার চিরপ্রিয়তম এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট এলবার্টকে আশীর্ব্বাদ এবং রক্ষা করুন।" ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ দৈনন্দিন গ্রন্থে লিখেন,—' হায়। কতই বিভিন্নতা ;—কোন উৎসব নাই,—আমরা ভ্রমণে বহির্গত, আমাদিগের অনেক সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্ন—এবং আমার আত্মা অসুখী। কিন্তু আমি স্নেহের সহিত—আগ্রহের সহিত তাঁহার (প্রিন্সের) মঙ্গল কামনা করি। প্রিয়তমা মাতা! তিনি কতই তাঁহাকে (প্রিন্সকে) ভালবাসিতেন-প্রশংসা করিতেন!" যদিও রাজপরিবার ভ্রমণে বহির্গত, প্রাসাদ হইতে দূরে অবস্থিত, কিন্তু জন্মাহ উপলক্ষে উপহারদান নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। প্রিন্স স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগের নিকট হইতে উপহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীত হন। কিন্তু হায়! এই নশ্বর জগতে ইহাই তাঁহার শেষ জন্মাহোৎসব! কিলার্ণি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণের পর রাজপরিবার ৩০শে আগষ্ট ব্যালমোরালে উপনীত হন।

২২শে. অক্টোবরে রাজপরিবার ব্যালমোরাল ত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন, ২৩শে অপরাহ্ণে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উইণ্ডসর প্রাসাদে উপনীত হন। উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রিন্স কনসর্ট সুস্থদেহে নানাকার্য্যে লিপ্ত হন। এই সময়ে তিনি বাকিং-হাম প্রাসাদের ভজনাগার নির্ম্মাণ এবং প্রিন্স অব ওয়েলসের বাস জন্য "মারলবার্গ হাউস" নামক আবাস সজ্জিত করিবার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে লণ্ডনে গমনাগমন করেন। ৪ঠা নবেম্বরে ওয়েলিংটন কলেজ বাটী নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করেন। ৭ই তারিখে রাজকীয় কৃষিসমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভাপতিত্ব এবং বক্তৃতা করেন। পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবিত মহাপ্রদর্শনীর জন্য নির্ম্মিত আবাস পর্য্যবেক্ষণ এবং রাজকীয় কৃষি-উদ্যানের কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বাবধান করেন। এই সময়ে পোর্ত্তুগালের অতি অল্পবয়স্ক রাজার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স অত্যন্ত দুঃখিত হন। বিশেষতঃ প্রিন্স কনসর্ট পোর্ত্তুগালের রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহার বিয়োগে

নিতান্ত কাতর এবং এই মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি অবধি তাঁহার অন্তর মধ্যে এক ভীতিপ্রদ ভাবের উদয় হয়। সেই চিন্তা দিবারজনী তাঁহার মনোমধ্যে জগরূক থাকায়, সেই সূত্রে তাঁহার ঔদরিক পীড়া সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি, এবং তৎসহ রজনীতে বিরামদায়িনী নিদ্রা তাঁহাকে এই সময় হইতে পরিহার করে। ২৪এ নবেম্বরে প্রিন্স নিজ মন্তব্য পুস্তকে লিখেন যে, গত একপক্ষ কাল তিনি রজনীতে আদৌ নিদ্রা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রিন্সকে এই সময়ে ক্রমিক ক্লান্ত, এবং দুর্ব্বলদেহ দর্শন করিয়া ভারতেশ্বরী ভীতা হন এবং প্রিন্সের খাস মন্ত্রী সার চার্লস ফিফ্সকে লিখেন যে, "প্রিন্স এই বর্ষে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, নানা কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন, পূর্ব্বে কখনও এরূপ করেন নাই, ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব যাহাতে প্রিন্স ক্লান্ত না হন; স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয়; এমত উপায় করা কর্ত্তব্য।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

রোগের সূত্র।

প্রিন্স এলবার্ট এই সময়ে যেন নিজ মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করেন। নিজ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা বীতরাগ জন্য তাঁহার হৃদয়ে এ কল্পনার উদয় হয় নাই, কারণ তিনি আনন্দের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; তাঁহার জীবন স্বর্গীয় অমিয়তায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার মৃত্যু-বাসনা ছিলনা, অথচ প্রাণের জন্য সাধারণ সংসারীর ন্যায় ভীতও ছিলেন না। মৃত্যু একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা বলিয়া ভাবিতেন না, তিনি বলিতেন, মৃত্যু পুনর্জীবনের যবনিকা স্বরূপ।

এই সময়ে প্রিন্স কন্‌সের্টের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠে, এবং তিনি অচিরে রোগাক্রান্ত হন। ২২এ নভেম্বর ভায়ানক জল বৃষ্টির দিনে সাণ্ড-হার্ষ্ট নামক স্থানে সামরিক ষ্টাফ কলেজ এবং রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য

পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন, সেই তাঁহার জ্বরের সূত্র-পাত। ক্লান্তি এবং শীতল বায়ু সেবন সূত্রেই যে তাঁহার প্রাণসংহারক পীড়ার বীজ রোপিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১০ই নভেম্বরে (১৮৬১ খৃষ্টব্দে) নিদ্রাদেবী তাঁহাকে পরিহার করেন, সেই ভাবই ক্রমাগত পরিলক্ষিত হয়। ২৩শে নভেম্বর ভারতেশ্বরী লিখেন;—"অনিদ্রা হেতু তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত।" সেই দিনই প্রিন্স এলবার্ট, প্রিন্স আর্ণেষ্ট লিলিঙ্গেনের সহিত কয়েক ঘটিকার জন্য পক্ষী শিকারে গমন করেন। ইহাই তাঁহার শেষ শিকার। ২৪শে নভেম্বর প্রিন্স, ভারতেশ্বরী, রাজসন্ততিবর্গ এবং প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব লিলিঙ্গেনের সহিত পাদচারে ভ্রমণ করিতে করিতে ফ্রগমোরে মৃতা ডচেস অব কেণ্টের সমাধিমন্দিরে গমন করেন। প্রিন্সের দৈনন্দিন গ্রন্থে এই দিন কেবল এই মাত্র বিবৃত থাকে যে,—"আমি বাতবেদনায় আক্রান্ত, এবং সম্পূর্ণ অসুখানুভব করিতেছি। গত একপক্ষ কাল চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারি নাই।"

২৮শে নভেম্বর ট্রেণ্ট নামক এক খানি ব্রিটিষ

বাষ্পতরীর প্রতি এমেরিকানদিগের নিতান্ত অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে একটী সংবাদ আইসে। এমেরিকান জাহাজ বলপূর্ব্বক ট্রেণ্টের কয়েক জন আরোহীকে বন্দী করিয়াও লইয়া যায়। এ সংবাদে সমস্ত ইংরাজজাতি—এমন কি মন্ত্রি সমাজ পর্য্যন্ত এরূপ ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে, এক ঘটিকার মধ্যেই উভয় জাতির সহিত সম্পূর্ণ মনান্তর এবং সমরোপস্থিত হইবার বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। লর্ড পামারষ্টন এমেরিকান গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবহারে এরূপ উত্তেজিত হন যে, সমর অনিবার্য্য স্থির করেন এবং ক্যানেডায় পূর্ব্বাহ্নে অষ্ট সহস্র সৈন্যও প্রেরণ করেন। পরদিন ৩০শে নভেম্বর মন্ত্রি-সমাজের এক গুপ্ত অধিবেশনে এমেরিকাস্থ ব্রিটিষ দূতের নিকট কিরূপ রাজনৈতিক পত্রাদি প্রেরিত হইবে, তাহা ধার্য্য হয়, এবং লর্ড জন রসেল তৎসমস্ত ভারতেশ্বরীর দৃষ্টির জন্য সেই অপরাহ্নে প্রেরণ করেন। প্রিন্স এই সময়ে নিতান্ত অসুস্থ, পীড়িত এবং রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেও নিয়মমত পরদিন ঠিক্ সপ্তম ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, তৎসমস্ত রাজনৈতিক মন্তব্য

এবং পত্রাদি পাঠপূর্ব্বক বিশেষ চিন্তার পর মন্ত্রি-সমাজ যে মন্তব্য লিখেন, তাহা নিতান্ত উগ্র-ভাষাপূর্ণ বলিয়া তৎপ্রেরণ করিতে সম্মত না হইয়া, স্বয়ং উক্ত মন্তব্য লিখিয়া দেন। এই দিন ভারতেশ্বরী লিখেন,—'তিনি (প্রিন্স) প্রাতর্ভোজন করিতে সমর্থ হন না, এবং অত্যন্ত অবসন্ন দৃষ্ট হন।' প্রিন্স যৎকালে স্বহস্তলিখিত উক্ত মন্তব্য ভারতেশ্বরীর নিকট অর্পণ করেন, তখন বলেন যে, লিখিবার সময় তিনি অতি কষ্টে লেখনী ধারণে সমর্থ হন। বাস্তবিক তিনি যে পাণ্ডুলিপি করিয়া দেন, তাহাতে কম্পিত হস্তাক্ষর দৃষ্ট হয়। মন্ত্রি-সমাজ প্রিন্স কর্ত্তৃক লিখিত, রাজনীতিজ্ঞতা পরি-পূর্ণ, উক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া বিশেষ হৃষ্ট হন, এবং তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করায়, এমেরিকান গবর্ণমেণ্ট বিনাসমরে, সেই মন্তব্য পাঠ পূর্ব্বক—বশ্যতা, ভ্রমস্বীকার, ক্ষমাপ্রার্থনা, ধৃতব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান এবং ক্ষরিপূরণ করিয়া দেন। একমাত্র নীতিকুশলী প্রাজ্ঞ প্রিন্স কন্‌সর্টের দ্বারাই যে, উভয় জাতি মধ্যে বৃথা রক্তপাত, এবং মনোবিবাদ নিবারিত অথচ ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষিত হয়,

তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারিতে এমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ভারতেশ্বরী লর্ড পামারষ্টনকে লিখেন যে, "এক মাত্র প্রিয়তম প্রিন্সের নীতিজ্ঞতায় এই শুভ-ময় ফল প্রসূত হইল।' প্রিন্স কনসর্টের ইহাই শেষ রাজনৈতিক মন্তব্য লিখন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষাংশে প্রিন্স কন্‌সর্টের স্বাস্থ্য একেবারেই ভগ্ন হয়, কিন্তু তিনি পীড়িতাবস্থাতেও সাধারণ-হিতকর কোন কার্য্যেই যোগ দান করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ২৩এ নভেম্বরে ইটন কলেজের ছাত্রমণ্ডলী অবৈ-তনিক সৈন্যদলরূপে শ্রেণিবদ্ধভাবে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে ভারতেশ্বরীর সম্মুখ দিয়া যৎ-কালে গমন করেন, প্রিন্স কনসর্ট অসুস্থদেহেও তৎকালে ভারতেশ্বরীর নিকট ২০ মিনিট কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া, শিক্ষিত ছাত্রসৈন্যদলের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। শেষে সেই অবৈতনিক সৈন্যশ্রেণী প্রাসাদসংলগ্ন এক ভূখণ্ডে ভোজে উপবিষ্ট হইলে, প্রিন্স ভারতেশ্বরীর সহিত উষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদিত করিয়া, ভোক্তাগণের

চতুষ্পার্শ্বে ধীরপদবিক্ষেপে ভ্রমণ করেন। প্রিন্স ভোজ স্থানে আগমন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠে যেন শীতল বারি বর্ষিত হইতেছে। পর দিন রবিবারে পূর্ব্বমত অসুস্থদেহে তিনি স্বপরিবারে ভজনাগারে গমন করিতেও ত্রুটী করেন নাই। রজনী সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় ভারতেশ্বরী প্রিন্সের কক্ষে গমন করিলে তিনি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন, শীতের সহিত কম্প উপস্থিত, এবং আদৌ নিদ্রা যাইতে সমর্থ হইতেছেন না। পর দিন ডাক্তার জেনার আগমন পূর্ব্বক প্রিন্সকে অত্যন্ত অসুস্থ এবং বিষণ্ণ দর্শন করেন,এবং তাঁহাকে সম্ভবতঃ অন্তঃক্ষয়কারক জ্বরাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভারতেশ্বরী এতৎ শ্রবণে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা এবং বিষণ্ণা হন।

এই দিন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টন এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ডিউক অব নিউক্যাসেল প্রাসাদে আসিয়া, প্রিন্সের পীড়ার লক্ষণ দর্শনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েন। লর্ড পামারষ্টন অপর এক জন চিকিৎসককে আহ্বান করিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু চিকিৎসক সার জেমস ক্লার্ক ভরসা দান

করায় এ প্রস্তাব স্থগিত থাকে; কিন্তু আহারে সম্পূর্ণ অরুচি প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। ভারতেশ্বরী লিখেন,—"যাঁহাকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি, তাঁহার সচঞ্চল অবস্থা, এবং বিমর্ষবদন দর্শনে আমার উৎকণ্ঠা সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আমি আত্মহারা হইয়াছি। সার জেমস আগমন পূর্ব্বক কিছুমাত্র উৎকর্ষ না দেখিয়া দুঃখিত হন, কিন্তু নিরাশ হন নাই। এলবার্ট শয়নকক্ষে বিশ্রাম এবং গ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কোন গ্রন্থই তাঁহার ভাল লাগে না। লিভারের "ডড্স্ ফ্যামিলী" শেষ পাঠ করা হয়, কিন্তু তাহাও তাঁহার মনোমত হয় নাই। আমরা আগামী কল্য সার ওয়াল্টার স্কটের কোন গ্রন্থ পাঠ করিব এমত মনন করিয়াছি।"

৪ঠা ডিসেম্বর মহারাণী প্রিন্সের মলিন বিষণ্ণ মুখচ্ছবি দর্শনে নিতান্ত ভীতা হন। চিকিৎসক সার জেমস আসিয়া বলেন যে, "আমরা যে জ্বরকে অত্যন্ত ভয় করি, সে জ্বর আসিবে না।" ভারতেশ্বরী এই দিন পুনরায় লিখেন, "প্রিন্স অত্যন্ত বিচলিত, আকৃতি বিকৃত,—আমি আশা, ভয় এবং

শোকের সহিত উৎকণ্ঠিতা হই।” রজনীতে ডাক্তার জেনার প্রাসাদে উপস্থিত থাকেন। এই দিবস কলিকাতা হইতে লেডি কেনিংএর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তে রাজ দম্পতী নিতান্ত দুঃখিত হন! পরদিন (৫ই ডিসেম্বর) বেলা অষ্টম ঘটিকার সময় ভারতেশ্বরী প্রিন্সের কক্ষে গমনের পর লিখেন, “তিনি (প্রিন্স) আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যও করেন নাই, এবং ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার শোচনীয় কষ্টের জন্য অনুযোগ করেন। এবং বলেন যে আর কত কাল তাঁহাকে এ যাতনা ভোগ করিতে হইবে।” বৈকালে ডাক্তারেরা বলেন যে তিনি একটু ভাল আছেন। ভারতেশ্বরী লিখেন “আমার প্রাণেশ্বর পূর্ব্বমত স্নেহ পূর্ণ এবং তিনি প্রেম ভরে রাজকুমারী বিয়েট্রিসের মুখ চুম্বন করেন। আমি বিয়েট্রিস্‌কে একটী ফরাসী কবিতা আবৃত্তি করিতে বলি, প্রিন্সকে তৎ শ্রবণে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে দেখিয়া আমি আবার তাহাআবৃত্তি করিতে বলি, কিন্তু তিনি তন্দ্রাতিভূত হইলে আমি আর তাঁহার বিশ্রামের বিঘ্ন না করিয়া চলিয়া আসি।”

তৎপর দিন ভারতেশ্বরী লিখেন, "তিনি ভাল নাই, এবং কিছু মাত্র আরোগ্য হইতেছেন না বলিয়া অনুযোগ করেন, তিনি পরে বলেন,—যখন তিনি জাগ্রতাবস্থায় তথায় শয়িত ছিলেন, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীর রব শ্রবণ করেন এবং শৈশবে রোজিনাতে যে রূপ শুনিতেন ইহা ঠিক সেইরূপ। এতৎ শ্রবণে আমি একবারে স্তম্ভিতা হই। এবং আমার বোধ হইল যেন হৃদয়বিদীর্ণ হইতেছে। এই সময়ে প্রিন্সের পীড়া প্রকৃতরূপে নির্ণীত হয়। চিকিৎসকগণ পীড়াকে অন্তঃক্ষয়কারক জ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চিকিৎসকগণ ব্যক্ত করেন, জ্বরের গতি নিয়মমত অবশ্যই এক মাস থাকিবে। ভারতেশ্বরী" লিখেন,—"আমার দীর্ঘ কালের অবলম্বন, আশ্রয় স্বরূপ, সর্ব্বস্বকে হারাইব, ইহা কি শোচনীয় পরীক্ষা! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে উদ্যত হয়, কিন্তু কত লোকের জ্বর হইতেছে ভাবিয়া, আমি আপনাকে শান্ত করি।" প্রিন্সেস এলিস্ এসময়ে তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়াছিলেন এবং সান্তনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। প্রিন্সের পীড়ার লক্ষণ ৭ই

ডিসেম্বরে পরিবর্ত্তিত এবং উপসর্গ বৃদ্ধি দর্শনে চিকিৎসকগণ অত্যন্ত ভীত হন। ভারতেশ্বরী স্বমন্তব্য গ্রন্থে বিবৃত করেন "আমার ভাবী বিপদ-চিন্তা-কালে নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রু ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। রজনীতে ডাক্তার জেনার এবং পরিচারক লোলেন, প্রিন্সের শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকেন।"

আপনার লোকের কাছে রোগীর মানসিক বিকলতা ও ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে বলিয়া ভারতেশ্বরী অনন্যোপায় হইয়া স্বামী শুশ্রুষায় বিরতা হন। যদিও ডাক্তার জেনার ও পরিচারক লোলেন প্রিন্সের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, তথাপি পরের হস্তে নিদারুণ পীড়াক্রান্ত জীবন সর্ব্বস্বকে সমর্পণ করিতে তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়াছিল। তিনি সাশ্রুলোচনে প্রিয়তমের কর ও কপোল চুম্বন করিয়া গৃহান্তরে গমন করেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়ার শেষ।

পরদিন ৮ই ডিসেম্বর প্রিন্সকে পার্শ্বস্থ বৃহৎ কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতেশ্বরী বলেন—প্রিন্‌স কক্ষটীর রমণীয়তার প্রসংসা করেন এবং আরও বলেন তিনি দূর হইতে রমণীয় বাদ্য শুনিতে ইচ্ছা করেন।” পীড়িতাবস্থায় বাদ্য শুনিবার এই তাঁহার প্রথম ইচ্ছা। পার্শ্বস্থ গৃহে তৎক্ষাৎ একটী পিয়ানো নীত হয়, এবং এলিস দুইটী গত বাজান। তিনি শূন্যপথে প্রফুল্লদৃষ্টিতে সজল-নয়নে ক্ষণেক তাহা শ্রবণ করিয়া বলেন, “ইহাই যথেষ্ট।” এই দিন (রবিবার) রেভারেণ্ড কিংসলি প্রাসাদে উপাসনা করেন, কিন্তু ভারতে-শ্বরী এরূপ উৎকণ্ঠিতা, ও বিচলিতা হন, যে, তিনি লিখেন,—“আমি কিছুই শুনি পাই নাই।” এইদিন অপরাহ্নে প্রিন্‌স কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকেন। ভারতেশ্বরী লিখেন, “তিনি আমাকে দেখিয়া

কতই আনন্দিত হন, ঈষৎ হাস্য সহকারে আমার মুখমণ্ডলে করার্পণ করিয়া আমাকে প্রেমভরে সম্ভাষণ করেন।” এই সময়ে প্রিন্‌স এলবার্টের পীড়া এরূপ ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি ধারণ করে যে, সাধরণের নিকট ইহা অপ্রকাশিত রাখা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় না। সমগ্র সংবাদ পত্র—গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক শ্রেণির প্রত্যেক প্রজা এই পরিতাপপ্রদ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র কিরূপ উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত, এবং বিমর্ষ হয়েন, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ। প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামরাষ্টন, অন্যতর মন্ত্রী সার জন রসেল প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণ এই সময়ে প্রত্যহ রাজপ্রাসাদ হইতে প্রিন্‌সের পীড়া সম্বন্ধীয় সংবাদ গ্রহণ করিতে থাকেন। “প্রিন্সের জীবন ইংরাজ জাতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়“বলিয়া, এই সময়ে অতিরিক্ত চিকিৎ-সক নিয়োজিত হন। সার জেমস্ ক্লার্ক এবং সার উইলিয়ম জেনার ব্যতীত ডাক্তার সার টমাস ওয়াট্‌সন্ এবং হলাণ্ড প্রিন্সের চিকিৎসাভার গ্রহণ করেন। ৯ই তারিখে প্রিন্‌স ভারতেশ্বরীকে অতি

সদয় ভাবে প্রিয়তমে পত্নী বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহার কর ধারণ করিয়া থাকিতে বলেন।

১০ই ডিসেম্বর প্রিন্স অনেকটা সুস্থ ছিলেন এবং তাঁহাকে চক্রযুক্ত আসনে উপবেশন করাইয়া কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতেশ্বরী লিখেন, দ্বার দিয়া গমনকালে তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাকে মাডোনার (খৃষ্টের জননী মেরী) যে রমণীয় চিত্র প্রদান করেন, তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। রজনীতে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'প্রিন্স এলবার্ট তখন পর্য্যন্ত অস্থির, কিন্তু অন্য সমস্ত লক্ষণই সন্তোষপ্রদ। আমি রজনীতে যখন বিদায় গ্রহণ করি, তখন তিনি আমার মুখ মণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া অতীব দয়া এবং স্নেহভাব প্রকাশ করেন এবং আমি তাঁহাকে চুম্বন করি।" তৎপর দিন প্রাতঃ কালে লিখেন "আর এক রজনী উত্তমরূপে অতিবাহিত; তজ্জন্য আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি। ৮টার সময় আমি গমন করিয়া দেখি, এলবার্ট উপবিষ্ট হইয়া বিফ-টী পান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ধারণ করি এবং তিনি তাঁহার মস্তক

(তাঁহার রমণীয় মুখমণ্ডল—অতীব রমণীয়—হায় তাহা কতই শীর্ণ হইয়াছে) আমার স্কন্ধোপরি রক্ষা করেন, এবং কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া বলেন, "প্রিয়তমে। ইহা অতীব সাচ্ছন্দ্য জনক!" ইহাতে আমি সুখিনী হই। মাডো-নার চিত্রপট দর্শন সম্বন্ধে প্রিন্স প্রকাশ করেন, "ইহা দেখিয়াই আমি অর্দ্ধেক দিবস অতিবাহিত করি।" এই দিন চিকিৎসকগণ প্রিন্সের পীড়ার কুলক্ষণ—মধ্যে মধ্যে চিত্তবিকৃতি এবং নানাউপ-সর্গ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া, প্রজাসাধারণের অভিলাষমত তিনি যে সময়ে যেমন থাকেন, তাহা সাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রকাশ করিতে থাকেন, কিন্তু আসন্নবিপদ সম্ভাবনার কোন ভাব জ্ঞাপন করেন নাই। এই দিন ভারতেশ্বরী নিতান্ত ভীতা এবং উৎকণ্ঠিতা হইয়া নিজ স্বামী সদনে অবিশ্রান্ত উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে থাকেন, কেবল মাত্র বিশেষ রাজকার্য্যানুরোধে কক্ষান্তরে মুহূর্ত্তের জন্য গমন করিয়াছিলেন।

১২ই ডিসেম্বরে জ্বর ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি, চঞ্চ-লতা এবং মধ্যে মধ্যে চিত্ত বিভ্রম হইতে থাকে।

পরদিন ১৩ই ডিসেম্বর প্রিন্সের শ্বাস শোচনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত এবং সমস্ত লক্ষণই ভীতিপ্রদ মূর্ত্তিধারণ করিলে, ডাক্তার জেনার ভারতেশ্বরীর নিকট আসন্ন বিপদ সংগোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে জ্ঞান করিয়া, তাহা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজপরিবারের সকলকে সংবাদ দিবার জন্যঅনুরোধ করেন। এই দিন প্রিন্সকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইবার সময় তিনি পূর্ব্বদিনের মত আর মাডোনার চিত্রের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, করদ্বয় সংযুক্ত করিয়া গবাক্ষ দিয়া শূন্যে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকেন। রজনীতে প্রিন্সের শোচনীয় চাঞ্চল্য এবং কষ্টদর্শনে ভারতেশ্বরী মহা শোকাভিভূতা হইয়া নিতান্তই উৎকণ্ঠিতা হন। রজনীতে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে প্রিন্সের অবস্থা জ্ঞাপন করা হয়।

১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার, (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ) প্রাতঃকালে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'নিয়ম মত আমি সপ্তম ঘটিকার সময় গমন করি। প্রাতঃকাল অতি রমণীয়, প্রভাকর উজ্জ্বল কিরণে সমুদিত হইতেছিলেন। কক্ষ মধ্যে নিশাশুশ্রূষার শোচনীয় দৃশ্য—বর্ত্তিকাগুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত দগ্ধীভূত,

চিকিৎসকগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, এবং আমার প্রিয়তমের মূর্ত্তি যেরূপ রমণীয় দেখি, তাহা কখনই বিস্মৃত হইবার নহে, তিনি শয্যায় শয়িত, নবরবিকিরণে মুখমণ্ডল আলোকিত, তাঁহার নেত্রদ্বয় অস্বাভাবিক উজ্বল, যেন কোন অদৃশ্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে রত, এবং আমার প্রতি দৃষ্টিদানে বিরত।"

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েলস এই সময়ে মাড়িলিং নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে চিকিৎগণ নিতান্ত ভীত হইয়া মাড়িলিং নামক স্থানে তারযোগে প্রিন্স অব ওয়েলসকে সংবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হন, ১৪ই ডিসেম্বর ভারতেশ্বরী নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত এবং শোচনীয়রূপে চিন্তিত হইলে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অনেক আশ্বাস প্রদান করিতে থাকেন।

ভারতেশ্বরী বৈকালে প্রিন্সের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, মুখমণ্ডল এবং হস্তে চিকিৎসকগণের উক্তিমত কৃষ্ণচিহ্ন দেখিতে পান, ভারতেশ্বরী লিখেন "আমি জানিতাম ইহা শুভ

চিহ্ন নহে'। এলবার্ট তাঁহার করদ্বয় মিলিত করেন, এবংতিনি বহির্দ্দেশে গমনের পূর্ব্বে যেরূপ কর দ্বারা কেশগুচ্ছ সজ্জিত করিতেন, সেই মত করিতে থাকেন; প্রকাশ পায় যে ইহা কুলক্ষণ। কি বিচিত্র ! তিনি যেন এক মহান স্থানে গমনের আয়োজন করিতেছেন।' এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে ভারতেশ্বরীর হৃদয় আকুলিত হইল, চক্ষে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, সাংসারিক সকল সুখ ছায়াবাজি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি রোদন করিবার জন্য একবার মাত্র পার্শ্বস্থ কক্ষে গমন করেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—সার্দ্ধ পঞ্চম ঘটিকার (অপরাহ্ন) সময় আমি তাঁহার শয্যার উপর উপবিষ্ট হই, শয্যা কক্ষের মধ্যস্থলে নীত হয়। তিনি আমাকে প্রেম ও স্নেহ ভরে চুম্বন করেন, এবং তৎপরেই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক আমার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করেন, আমি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ বাহু দ্বারা ধারণ করি, কিন্তু তাঁহার এই ভাব শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, যেন কি ভাবিতে থাকেন ও তন্দ্রাবিষ্ট হন, কিন্তু সমস্তই অনুভব করিতে থাকেন। এক এক বার তিনি কি বলেন,

তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথা কহেন। এলিস্ আগমন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করেন, এবং তিনি তাঁহার করধারণ করেন। বার্টী (প্রিন্স অব ওয়েলস্), হেলেনা, লুইসি, এবং আর্থার একে একে আগমন করিয়া তাঁহার করধারণ এবং আর্থার তাহা চুম্বন করেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তন্দ্রাবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের উপস্থিতি জানিতে পারেন না। এই সময়টী অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু জগদ্বীশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি আত্ম সম্বরণ করিতে সমর্থা হই, এবং সম্পূর্ণ স্থিরভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভারতেশ্বরী পার্শ্বস্থ কক্ষে গমন করেন, কিন্তু প্রিন্সের শ্বাস শোচনীয়রূপে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ রোগীর কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি দেখেন যে, প্রিন্স যেন ঘর্ম্মে স্নাত, চিকিৎসকগণ বলেন, ইহা জ্বর ত্যাগের লক্ষণ হইতে পারে। আবার সন্ধ্যা সমাগমে ভারতেশ্বরী কক্ষান্তরে গমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া রোদন পরায়না হইয়া আপন অসীম শোকভার লাঘব করিতে ছিলেন। তাঁহার আগমনের অনতি

পরেই প্রিন্সের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, এবং সার জেমস্ ক্লার্ক প্রিন্সেস এলিসের দ্বারা ভারতেশ্বরীকে ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ভারতেশ্বরী এই আহ্বানের অর্থ বিলক্ষণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হন। তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া নিজ প্রাণপ্রিয় স্বামী প্রিন্স এলবার্টের বামকর ধারণ পূর্ব্বক কক্ষ-তলে জানু পাতিয়া উপবিষ্টা হইলেন, শয্যার অপর পার্শ্বে প্রিন্সেস এলিস এবং প্রিন্স এলবার্টের চরণ তলে প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্সেস হেলে-নাও সেই ভাবে উপবিষ্ট হইলেন, শয্যার অনতি দূরে চরণতলাভিমুখে প্রিন্স আর্ণেষ্ট লিলিঙ্গেন, চিকিৎসকগণ, এবং প্রিন্স এলবার্টের পরিচারক লোলেন দণ্ডায়মান। জেনারল অনারেবল রবার্ট ব্রুস ভারতেশ্বরীর সম্মুখভাবে জানু পাতিয়া উপ-বিষ্ট এবং উইণ্ডসরের ডিন (পুরোহিত) চার্লস ফিফস্ এবং জেনেরল গ্রে কক্ষমধ্যে এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন।

কি ভয়ানক দৃশ্য আজি যে মহারাণীর হৃদয় কিরূপ শোকপূর্ণ তমসাবৃত হইয়াছিল তাহা হৃদয়-

ঙ্গম করাও দুরুহ। যিনি এক দণ্ড স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, ক্ষণিক বিরহে আকুল চিত্ত হইতেন, আজি তিনি জন্মের মত সেই অমূল্য স্বামী রত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন। আর বিলম্ব নাই, জীবন প্রদীপ নির্ব্বানোন্মুখ। দেখিতে দেখিতে ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় প্রিন্স এলবার্টের পবিত্র মূর্ত্তি শান্ত-ভাব ধারণ করিল। দুই তিনটী সরল সুদীর্ঘশ্বাস ক্ষেপের পর তিনি অনন্ততরে চক্ষু মুদিত করিলেন, অনন্তধামে অনন্তানুসন্ধানে গমন করিলেন। প্রিন্স কনসর্টের সমুজ্জ্বল জীবন রবি অস্তমিত হইল, ইংলণ্ড দিনেকের তরে আঁধার হইল, কিন্তু ভারতে-শ্বরীর হৃদয় চিরদিনের তরে অনন্ত আঁধারে অচ্ছা-দিত হইল। আজি কালের অখণ্ডনীয় নিয়মে পত্নী স্বামি হারা, পুত্র পিতা হারা, এবং অনুগত অনুরক্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রভু হারা হইয়া সুতপ্ত অশ্রুনীরে বসুধার বক্ষস্থল শিক্ত করিতে লাগি-লেন।

প্রিন্স কনসর্ট মৃত্যুকালেও ভারতেশ্বরীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার

অতুল ভালবাসার ইহাই জ্বলন্ত প্রমান। সমগ্র ইংলণ্ড যে প্রিন্স কনসর্টের জন্য কাঁদিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ যে তিনি নীতিজ্ঞ প্রধান ছিলেন, আর এক কথা—মহারাণীর অসীম দুঃখের কথা সকল হৃদয়েই স্থান পাইয়াছিল। ভারতে-শ্বরী যে কিরূপ পতিরতা ছিলেন, তাহা সকলে অবগত ছিল। তাঁহার প্রণয় অনেকেই আদর্শ বস্তু বলিয়া মান্য করিতেন, সুতরাং তাঁহার শোক যে প্রবলতর হইবে, তাহা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। প্রিন্স বা রাজ্ঞীদিগের মনোমত পত্নী বা স্বামী প্রায় মিলেনা, কারণ তাঁহাদের ইচ্ছামত বিবাহ প্রায়ই হয়না, কিন্তু ভারতেশ্বরীর ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া ছিল। তাঁহার কোমল হৃদয় প্রণয়ের মধুরস্রোতে অবিরত ভাসিত।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিন্স কন্সর্টের মৃত্যু।

ভারতের অধিশ্বরী আজি বিধবা—স্বামী যে কি অপূর্ব্ব নিধি আজি তিনি তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় সাগরে শোকের যে উত্তালতরঙ্গ মালা সমুত্থিত হইতেছিল তাহা বর্ণনা করিতে ভাষায় শব্দ নাই, এ ক্ষীণ দুর্ব্বল লেখনীর ক্ষমতা নাই। যিনি স্বামী সুখে এই সংসারকে অমরাবতী বলিয়া ভাবিতেন, আপনাকে রমণী-কুল-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, আজি তাঁহার সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহার হৃদয় গগনে যে অমল সুধাংশু সমুদিত ছিল, আজি তাহা অস্তমিত হইল। যে হৃদয় শান্তির বিমল অঙ্কে ন্যস্তছিল, আজি তাহা কঠোর পাষাণে স্থাপিত হইল। পতিবিয়োগ বিধুরা মহারাণী আকুল প্রাণে উদাস হৃদয়ে সেই পবিত্র স্বামীমূর্ত্তি ধ্যান পরায়ণা হইয়া কত যে অশ্রুনীর বরিষণ করিয়াছিলেন

তাহা সহৃদয় পাঠকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তিনি যে স্বামীকে কিরূপ ভক্তি করিতেন তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। পতিগত-প্রণা! পতি পরায়ণা, সাধ্বীসতী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার এই শোক-বজ্রাঘাত যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

আজি যে কেবল রাজ পরিবার শোকাকুল তাহা নহে,—সমগ্র গ্রেটব্রিটনের প্রজা মাত্রেরই হৃদয় শোকপূর্ণ—তমোময় আবরণে আবৃত। আজি আর লণ্ডন নগরের সে অমরাবতী সম শোভা নাই, সে সমুজ্জ্বল গ্যাসালোকের বাহার নাই, সুন্দর উদ্যান সমূহের মনোহারিতা নাই, সকলই যেন বিষাদপূর্ণ! শোভার বস্তু সকলই আছে কিন্তু একের বিহনে আজি সকলি আঁধার,—আঁধার ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই শোচনীয় সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমগ্র ইংলণ্ডে প্রচারিত হইল, আবাল বৃদ্ধ বনিতা যুবা ধনী দরিদ্র যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই কাঁদিল। পবন যেন রাজ পরিবারের ক্রন্দনরোল বিষাদে বিহ্বল হইয়া ইংলণ্ডের প্রত্যেক প্রান্তে প্রতিধ্বনিত করিল। শুধু

ইংলণ্ড নয়, চঞ্চলা চপল চরণে এই শোকবার্ত্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গেল, তদ্দণ্ডেই সমগ্র ইউরোপ এসিয়া এমেরিকা; জগতের প্রত্যেক রাজ্যে ভারতেশ্বরীর প্রত্যেক সাম্রাজ্যে এই হৃদয় বিদারী শোক সংবাদ বিস্তৃত করিল! সকল স্থানেই হা হা পড়িয়া গেল, ভারতের অভাগিনী পতিহীনা রমণীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, সেই কোমল হৃদয়ে এই দরুণ শোক বড়ই পশিল। তেমন পর হিতাবলম্বী, প্রজাবন্ধু, সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান-বান্ধব, সুশিক্ষিত এবং নীতিজ্ঞ প্রধান লোক আর আছে কি? এ জগৎ সংসার তেমন লোক আর কখন পাইঁবে কি?

আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ইউরোপীয় রাজবৃন্দ, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট, গ্রেটবৃটেনের প্রত্যেক সমিতি, প্রত্যেক শিক্ষাসমাজ, এই মহাশোকে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা প্রকাশ করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। যথা সময়ে রাজ্যের নানা স্থানে, নানা হিতকর এবং নানাবিধ জাতীয় ভক্তি প্রকাশক-চিহ্নাবলী স্থাপিত হইল। কিন্তু ইহাতে ভারতেশ্বরীর সে অসীম শোকের কণামাত্রও লাঘব হইল না।

কি? সে শোক কি ভুলিবার, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? স্বাধ্বীসতী ভারতেশ্বরীর সে শোকের আর তুলনা নাই! হায় কি কুক্ষণেই ১৮৬১ সাল আসিয়া ছিল—এক মাতৃশোক বিস্মৃত হইতে না হইতে আর একটী গুরুতর শোক আসিয়া উপস্থিত হইল। হায় মা ভারতেশ্বরি! না জানি তুমি কি অসীম যাতনাই ভোগ করিয়াছিলে! এই নিদারুণ শোকের সময়ে মাতৃভক্তি পরায়ণা প্রিন্সেস এলিস তাঁহার যেরূপ সেবা সুশ্রূষা ও শান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাঁহাতে তাঁহাকে মানব না বলিয়া স্বর্গের দেবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হায় মা ভারতেশ্বরী, আপনার শোক যাইবার নয়, যতকাল দেহে প্রাণ থাকিবে, ততকাল সে মূর্ত্তি বিস্মৃত হইতে বা সে শোক ভুলিতে পারিবেন না,—তাহা অনন্ত অশান্ত, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাহার বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই, তাহা অনন্তকাল হৃদয় মাঝারে চিতানল সম জ্বলিতে থাকিবে। তবে আশা—আশু জ্বলন্ত শোকও ভবিষ্যতে শ্রুতি মধুর গাথায় পরিণতহয়। *

* "Harsh grief doth pass in time into far music!"

আর এক সান্ত্বনা তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব এই কুটিল জটিল সংসার হইতে বিমল রাজ্যে গমন করিয়াছেন। সেই অনন্ত সুখময় স্থানে তিনি নিশ্চয় সুখে আছেন। যদি স্বর্গ থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তথাকার উপযুক্ত পাত্র। *

---

* "Peace, Peace! He is not dead, he doth not sleep!
He hath awakened from the dream of life!"

* * * * * * *

"He has out-soared the shadaw of our Night,
Envy and calumny, and hate and pain,
And that unrest, which men miscall delight,
Can touch him not, and torture not again,
From the contagion of the world's slow stain
He is secure; and now can never mourn
A heart grown cold, a head grown grey in vain—
Nor when the spirits' self has ceased to burn,
With sparkless ashes load an unlamented urn."

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিন্সকন্সর্টের সমাধি।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ফিল্ডমার্সেল হিজ রয়েল হাইনেস, স্যাক্সনীর ডিউক এবং স্যাক্স্কোবার্গ এবং গোথার প্রিন্স, নাইট অবদি মোষ্ট নোবল্ অর্ডার অবদি গার্টার, মহামান্যা ভারত-রাজ-রাজেশ্বরীর স্বামী মহামহিমাবর প্রিন্স কন্সর্টের শব রাজ সম্মান ও মহা সমারোহ সহকারে উইণ্ডসর ক্যাসেল হইতে সেণ্ট.জর্জ্জ চ্যাপেলের যে স্থানে ইংলণ্ডীয় মৃত রাজগণের বৃহৎ সমাধি মন্দির নির্ম্মিত আছে, তথায় রক্ষিত হয়।

যাবতীয় লোকের কৃষ্ণ বসন, রাজ পারিবারিক ভৃত্যগণের কৃষ্ণবর্ণ চতুরশ্ব সংযোযিত অগণিত

শকটারোহণে বিষণ্ণ ভাবে গমন। তাহার পর বৈদেশিক রাজাগণের প্রতিনিধিবর্গের ঐরূপ গাড়ি, তৎপরে রাজ পারিবারিক প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক খানি কৃষ্ণবর্ণের ছয়টী ঘোটক সংযোযিত যানোপরি গমন পর; তাহার পরে বিষাদিনী ভারত মাতার শকট—পরে অন্যান্য লোকের সংখ্যাতিরিক্ত শকট, মুহুর্মুহু তোপ ধ্বনি, অসংখ্য সৈনিকের বন্দুক অবনত করিয়া গমন; বিষণ্ণ বদনে সংখ্যাতীত অশ্বারোহির অনুসরণ, রাজ পথের গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে পথে পথে কৃষ্ণা-ম্বরের বিষাদ পূর্ণ চিহ্ন—সৈনিক বাদ্যকর দিগের বিষাদ সূচক বাদন, সেই বিষাদময় দৃশ্যকে সমধিক বিষাদময় করিয়াছিল। কি রাজবংশীয় কি নীতিজ্ঞ, কি বৈজ্ঞানিক, কি পণ্ডিত, কি বণিক, কি সাধারণ জনশ্রেণী, কি দরিদ্র সকলেই শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রেতকার্য্য দর্শন জন্য বিষণ্ণ বদনে নীরবে সমবেত হন। বস্তুতঃ সে হৃদয়বিদারী দৃশ্য সন্দর্শন করিলে শোক, দুঃখ, ও ক্ষোভে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয়।

প্রিন্স কনসর্টের সতন্ত্র সমাধি মন্দির নির্ম্মান করা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অভিপ্রেত হও-যায় ভারতেশ্বরী প্রিন্সেস এলিসকে সঙ্গে করিয়া ১৮ ই ডিসেম্বর ফ্রগ্‌মোরে গমন করেন। তথায় প্রিন্স অব ওয়েলস হিসির প্রিন্স লুইস, সার চার্লস্‌ ফিফস্‌ এবং সর জেমস্‌ ক্লার্ক কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হন। ভারতমাতা ফ্রাগমোর উদ্যানের নানা স্থান পরিদর্শনের পর সমাধি মন্দির নির্ম্মানার্থ একটী সুন্দর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আইসেন। যে স্থান সুন্দর মনোহর কাননে পরিশোভিত ছিল, যথাকালে তথায় সুন্দর, সুউচ্চ মনোরম সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর প্রিন্স কন্‌সর্টের শব তথায় নীত হয়, এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে নভেম্বর প্রাতঃকাল সপ্তম ঘটিকার সময় মহা সমারোহ ও রজকীয় আড়ম্বর সহকারে, মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী উৎকৃষ্ট শবাধারে প্রিন্স কন্‌সর্টের প্রাণশূন্য দেহ সম্বলিত কফিন্‌ তথায় স্থায়ী রূপে স্থাপিত হয়। সমাধি মন্দিরে এই

কথা গুলি লিখিত আছে :—

TO THE BELOVED MEMORY.

OF

Albert, The Great and Good Prince consort;
Raised by his broken-hearted widow,

VICTORIA. R

August 21, 1862

"He being made perfect in a short time fulfilled
a long time

For his soul pleased the Lord,
Therefore hastened He to take him
Away from among the wicked."

Wisdom of Solomon IV. 13, 14.

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বৈধব্য।

প্রিন্স কন্‌সর্টের মৃত্যুর পর মহারাণী শোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন। তিনি দিবা নিশি কেবল তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। নির্জ্জনে একাকিনী থাকিতে ভাল বাসিতেন, এবং অবিরত রোদন পরায়ণা হইয়া প্রাণের অসহ্য ভার লাঘব করিতেন, প্রিন্স যেখানে বসিতেন, যেখানে শয়ন করিতেন, সেখানে থাকিতে যেন মন ভালবাসিত। তাঁহার প্রিয় বস্তু দেখিলে যেন চক্ষু জুড়াইত। ভারত-মাতা অবিরত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেন; দেখিতে দেখিতে প্রশস্ত লোচনদ্বয় আসারে পূর্ণ হইত, দৃষ্টি রোধ হইত, তিনি চক্ষের জল মুছিয়া আবার সেই মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেন।

যাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পরি-

তেন না, যাঁহার ক্ষণিক বিচ্ছেদে প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইত, সংসার অন্ধকার দেখিতেন, আজি তাঁহার হৃদয়ের সেই পবিত্র প্রেমপূর্ণ উপাস্য দেবকে জন্মের মত হারাইয়াছেন ইহা কি কম দুঃখের কথা, এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

ভারতমাতা স্বামী সুখে যে সংসারকে অমরাবতী বলিয়া জানিতেন, আজি সেই স্বামী বিয়োগে তাহা অসার—অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে,—কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কি ভীষণ অপরাধের জন্য যে ঈশ্বর অকস্মাৎ তাঁহাকে এরূপ ভীষণ শাস্তি দিলেন, তাহা তিনি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

সংসারের সুখ-কল্পনা, জীবনের ভবিষ্যত আশা ভরসা যেন সহসা বিলীন হইল, মনোমধ্যে কত আশা কত ভরসা অবিরত বিরাজ করিত, হায় আজি সে সমস্ত কোথায় লুকাইল, শরতের পূর্ণশশধর যেন সহসা রাহুগ্রস্থ হইল।

পতিব্রতা স্বাধ্বীসতীর স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই. যে সতীর স্বামী নাই তাঁহার জীবন অসার মরুময়, আজি ভারত মাতার পবিত্র হৃদয় তাহাই

হইয়াছে। কিন্তু ধন্য ভারত মাতা, ধন্য তোমার হৃদয়ের তেজ! তুমি স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, সেই মধুর স্মৃতি হৃদয়ে স্মরণ করিয়া, সেই প্রাণাধারের মধুর নাম, মধুর রূপ মনে মনে আরাধনা ও জপ করিয়া অলৌকিক অধ্যবসায় সহকারে পাতিব্রত্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছ, পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানি রমণীকুল মধ্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, ইহা ভারতীয় রমণীদিগেরও শ্লাঘার বস্তু!

মহারাণী স্বামী বিয়োগের পর অনেক দিন কোন প্রকাশ্য কার্য্যে যোগ দান করেন নাই, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হন নাই, এমন কি এখন পর্য্যন্ত ভারতেশ্বরীর হৃদয় স্ফূর্ত্তি হীনা, পূর্ব্বাপেক্ষা শতাংশে বিষন্না। এই নির্জ্জন বাসের সময় প্রিন্সেস এলিস্ ভগ্ন হৃদয়া স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা মাতার অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ভারতমাতা যাহাতে অন্যান্যমনা থাকেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন, এবং মাতা কিসে সন্তুষ্ট থাকিবেন সেই চিন্তায় নিবিষ্ট

থাকাই যেন তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল। মন্ত্রিদিগের বা অন্য কোন গার্হস্থ কথা এলিস্ই ভারতেশ্বরীকে জানাইতেন। * মহারাণী এই দারুণ শোকের সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না।

এ পর্য্যন্ত রাজকুমারী দিগের মধ্যে কেহই এতাদৃশ মাতৃভক্তি দেখাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ মাতৃভক্তিই যে প্রিন্সেস এলিসের এক মাত্র গুণ-ছিল তাহা নহে, যে সকল গুণ থাকিলে রমণীকে পূজা করিতে ইচ্ছাকরে, ভক্তি করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, সে সকল অপূর্ব্ব গুণনিচয় এলিসে বর্ত্তমান ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার শোক সন্তপ্তা মাতৃ কার্য্যে এতাদৃশ সহানুভূতি প্রকাশ করায়, সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। †

---

* Princess Alice. *Page* 18

† It is impossible to speak too highly of the strength of mind and self-sacrifice, shown by Princess Alice during these dreadful days. Her Royal Highness has certainly understood, that it was her duty

রাজকুমারী এলিসের গুণের সীমা ছিল না, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ কালে বিস্মিত হইতে হয়, মন সুখসাগরে ভাসিতে থাকে। ইচ্ছা করে প্রিন্‌সেস এলিসের অনেক কথা এই সুযোগে লিখিয়া ফেলি, কিন্তু তাহা অল্প নয়, সে সমস্ত কথা লিখিতে হইলে একটী প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া উঠে, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া সে সমস্ত বিবৃত করিতে আমাদিগকে সন্তপ্ত হৃদয়ে বিরত হইতে বাধ্য হইতে হইল। যে সংসারে প্রিন্সেস এলিসের তুল্য রমণী পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় সে সংসার সুখাস্পদ, যাঁহার ইহ সংসারে এলিসের ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা, তিনিই দেবতা, তাঁহার হৃদয় কখন বিচলিত হয় না, তিনি পবিত্র প্রণয়ের অমৃতময় সুখাস্বাদনে বিভোর হইয়া অসীম সুখ লাভ করেন।

to be the help and support of her mother in her great sorrow, and it was in a great measure due to her that the Queen has been able to bear with such wonderful resignation the irreparable loss that so suddenly and terribly befell her.—*The Times.*

প্রিন্সেস এলিস, দয়া, মায়া স্নেহ শান্তির মূর্ত্তিমতী দেবী ছিলেন বলিয়া, ছোট বড় সকল সাম্প্রদায়িক লোকই তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালবাসিত। এলিস তাঁহার অসীম গুণে সকল লোকের হৃদয়েই আধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। * কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে স্বর্গীয় পুষ্প অধিক দিন ইংলণ্ড ভূমি সুশোভিত করে নাই, সেই অমল সুধাংশুর শিতরশ্মি অধিক দিন সেই অন্ধকারময়ী প্রদেশকে আলোকিত করে নাই!

---

* Memorandum by The Grand Duchess of Baden.

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিন্সেস এলিসের বিবাহ।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মহামেলার অনুষ্ঠানের জন্য প্রিন্স কন্‌সর্ট বিশেষ যত্নবান ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইহার কার্য্য প্রণালী তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে ইহার অনেক প্রকার গোলযোগ হইয়াছিল বটে, তথাপি ইহা পূর্ব্ব প্রচারমত ১লা মে খোলা হয়। ১৮৫১ সালের মহামেলার মত ইহার কোন জাঁকজমক হয় নাই—দক্ষিণ কেসিংটনে একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক নির্ম্মিত বাটীতে এই মেলার অধিষ্ঠান হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস্ ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করেন।

যদিও রাজপরিবার এসময় দুঃখে শোকে অতুর ছিলেন, যদিও তাঁহাদের মনে কোন প্রকার সুখ ছিল না, তথাপি রাজকুমারী এলিসের বিবাহের বিলম্ব করা হইল না। ভারতেশ্বরী স্বীয় শোকের জন্য এলিসের বিবাহ কার্য্যে বিলম্ব করা অযুক্তি সঙ্গত বিবেচনা

করিলেন,—বিশেষতঃ তাঁহার শোকের ইয়ত্বা নাই, ইহ জীবনে তাহার নিবৃত্তি নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১ লা জুলাই হেসির প্রিন্স লুইসের সহিত এলিসের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইল। মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট রাজ কুমারীর ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক ও বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন।

এলিস রমণী-কুলের-রত্নভূষণ, প্রিন্স লুইস যে এরূপ পত্নী পাইয়া পরম সুখী হইয়া ছিলেন তাহা নিশ্চয়। এলিস ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী কন্যা, মাতার অনেক গুণ এই রমণীরত্নে বর্ত্তমান ছিল। বস্তুতঃ মহারাণী যে প্রিন্সেস এলিসকে তাঁহার শৈশব কালে মধ্যে মধ্যে স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহার সুফল ফলিয়াছিল। প্রিন্সেস এলিসের হৃদয় যে কিরূপ উন্নত পবিত্র ও যুক্তিপূর্ণ ছিল তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র গুলিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়* তিনি প্রায় প্রত্যহ পতিবিয়োগ

---

* July 19th

* * May God strengthen and soothe you, beloved Mama, and may you still live to find some ray of sun shine on your solitary path, caused by the love and Virtue of his

বিধুরা মাতাকে পত্র দ্বারা সান্ত্বনা করিতেন, সে পত্রে

---

children, trying, however faintly, to follow his glorious example!

July 20

* * How well do I understand your feelings? I was so sad myself yesterday, and had such intense longing after a look, a word from beloved Papa! I could bear it no longer. Yet *how* much is it not for you! You know, though, dear Mama, he is watching over you, waiting for you. The thought of future is the one sustaining, encouraging point for all. They who sow in tears shall reap in joy; and great joy will be yours hereafter, dear Mama, if you continue following that bright example. ... ...

August 16

Oh Mama! the longing I sometimes have for dear Papa surpasses all bounds. In thought he is ever present and near me; still we are but mortals, and as such at times long for him also. Dear, good Papa! Take courage, dear Mama, and feel strong in the thought that you require all your moral and physical strength to continue the journey which brings you daily nearer to *Home* and to *Him*! I know how weary you feel, how you long to rest your head on his dear soulder, to have him to soothe your aching heart. You will find this rest again, and how blessed will it not be! Bear patiently and courageously your heavy burden, and it will lighten imperceptibly as you near him, and God's love and mercy will support you.

কত উপদেশ কত সান্ত্বনা থাকিত তাহার ইয়ত্তা নাই— কোনটীতে পিতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, কোনটীতে পাতিব্রত্যের মধুর উপদেশ,—সতীর গরীমা, আবার কোনটীতে বা কালে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন সেই অনন্তধামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, দিন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের দিন নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিতেছে ইত্যাদি কত বিষয়ের কত প্রকার কত মধুর উপদেশ দিতেন, মাতার শোকসন্তাপিত প্রাণ শীতল করিতেন। মৃত স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া স্বামী ধ্যানপরায়ণা হইবার ইহা জ্বলন্ত উপদেশ, ইহাতে সাংসারিক সুখ তরঙ্গে ভাসিবার কথা নাই—অন্য পতি গ্রহণের উপদেশ নাই, পাশ্চাত্য সাম্যপ্রধান দেশের সাম্যের দোহাই দিয়া অন্য পতিত্ব গ্রহণের কথা নাই। যুবতী-মাতাকে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম পালন করিবার উপদেশ দিতেছেন, এবং বলিতেছেন, মানসিক বল ও তেজ থাকিলে এই কঠোরতা দিন দিন সাতিশয় তৃপ্তিপ্রদ ও মধুর বলিয়া বোধ হইবে। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা আর কিছু কি সুখের আছে? স্বামীধ্যান পরায়ণ হইলে যে সুখ, সে সুখ কি আর কোথাও

সম্ভবে? তাই বলি এলিস, তুমি রমণীকুলের রত্নভূষণ, তোমার তুলনা ইহ সংসারে নিতান্ত বিরল, এরূপ মধুর উপদেশ দিতে জগতের অতি অল্প লোকই জানে।

প্রিন্সেস এলিস্ স্বামীকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, ভক্তি করিতেন, পাঠক তাহার সামান্য নিদর্শন দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি বিবাহের অতি অল্পদিন পরেই লিখেনঃ—আমার স্বামীকে ভালবাসি বলিলে আমার হৃদয়গত ভাব সম্যক বুঝা যায় না, ভালবাসা এবং ভক্তি দিনে দিনে পলে পলে বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনিও অতি সুন্দর ভাবে আমার প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসা দেখান। পূর্ব্বে আমার জীবন, এখন অপেক্ষা কিরূপ অসার ছিল তাহা বলিতে পারি না, তাঁহার স্ত্রী হইয়া আমার চতুর্দ্দিকে যেন পবিত্র শান্তি নিরীক্ষণ করিতেছি। আমরা যখন উভয়ে একত্রে থাকি, তখন এ অনন্ত পৃথিবী যেন আমাদেরি, কিছুতেই সে সুখের বিনাশ হয় না। বস্তুতঃ আমি ভাগ্যবতী, আমি জানি না যে আমার কি গুণে আমি এতদূর স্বামীপ্রেমের অধিকারিণী হইয়াছি। আমার স্বামী

এখন বাহিরে গিয়াছেন, তিনি যে পর্য্যন্ত না আসিবেন, ততক্ষণ আমি সুস্থ হইব না। যতক্ষণ সেই পবিত্র মুখকান্তি অবলোকন না করি, ততক্ষণ কিছুতেই আমার হৃদয়ের শান্তি নাই। *

---

* Letter from Princess Alice, dated 24th July to her mother Queen Victoria.

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

--০ঃ০--

যুবরাজের বিবাহ।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ ডেনমার্কের রাজকুমারী এলেকজেণ্ড্রার সহিত আমাদের যুবরাজ ভাবী ভারত-সম্রাটের বিবাহ হয়। প্রিন্সেস এলেকজেণ্ড্রা স্বীয় রূপ গুণ ও মধুর অমায়িকতায় অচিরে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন বিদেশিনী রাজকুমারী ইংলণ্ডে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তি ও সাধারণ হৃদয়ে অধিকার লাভ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর ভারতমাতা ক্লোভা হইতে রাজকুমারী এলিস এবং আরও দুই একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা সমভিব্যাহারে, অশ্বযানারোহণে ব্যালমোরালে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে সহসা পথিমধ্যে গাড়ি খানি উল্‌টাইয়া ভূপতিত হয়। ভারতমাতা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন হয়ত ইহাতেই তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হইবে, কিন্তু

ঈশ্বরেচ্ছায় কোনরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। *

১৩ই তারিখে ভারতেশ্বরী এবারডিনে প্রিন্সের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মুক্ত করেন। যে সময়ে তিনি প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইয়া রেশমের রজ্জু টানিয়া প্রতিমূর্ত্তির আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিলেন এবং তাঁহার প্রাণাধিকের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন সম্মুখে বিরাজ করিল, তখন তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ বিকলিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি আর তথায় তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সজল চক্ষে তৎক্ষণাৎ ব্যালমোরালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়ে ভারতমাতা ডানকেণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কিন্তু প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্য ক্ষণেকের তরেও তাঁহার হৃদয় হইতে প্রিন্স কনসর্টের পবিত্র মূর্ত্তি অপহৃত করিতে পারে নাই। ইহ জীবনে সে মুর্ম্মুর দাহন হইতে অব্যাহতি পাইবার বুঝি কোন উপায়ই নাই।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি প্রিন্স অব

---

* More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands—Page. 11

ওয়েলসের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম এলবার্ট ভিক্টর খৃস্চেন এডওয়ার্ড রক্ষিত হয়। মহারাণী পৌত্রের পবিত্র স্নেহপূর্ণ মুখচন্দ্রিমা অবলোকনে অতুল সুখানুভব করেন। কিন্তু সে সুখের সময়েও প্রাণাধিক প্রিন্স কন্সর্টকে স্মরণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। আজি তিনি (প্রিন্স কনসর্ট) যে প্রিন্স অব ওয়েলসের পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলেন না, এ দুঃখে তাঁহার হৃদয় বড়ই কাঁদিল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ভারতমাতা এবারডিনের জলের কল প্রতিষ্ঠা করিতে গমন করেন। অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইলে ভারতেশ্বরী তাঁহার একটী মনোহর প্রতি উত্তর প্রদান করেন, প্রিন্স কনসর্টের মৃত্যুর পর এই তাঁহার প্রথম অভিনন্দন পত্রের উত্তর দান।

এই বৎসর মহারাণী প্রিন্সের মৃত্যুর পর এই প্রথম স্বয়ং পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হন। সাধারণে তাঁহাকে আবার প্রকাশ্য ভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতে দেখিয়া মহা প্রীত হইয়াছিলেন।

হাইল্যাণ্ড প্রদেশে ভ্রমণ কালে মহারাণী অত্যন্ত সুখানুভব করিতেন, এক এক দিন এমন হইয়াছে যে

শীতবস্ত্রাদি হয়ত যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিল না, সমস্ত রজনী উপযুক্ত দেহাচ্ছাদন ব্যতীত অতিবাহিত হইল, কিন্তু ভারতমাতা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তিনি তাহাতেও অতুল সুখানুভব করিতেন। এই সন্তোষপ্রদ ভ্রমণ কালে কোন কোন দিন রাজকুমারীরা স্বহস্তে পাক করিতেন, এক দিন প্রিন্সেস লুইস মহারাণীকে চা প্রস্তুত করিয়া দেন, তিনি তাহার মধুর আস্বাদনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন।*

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই প্রিন্সেস হেলেনা আগষ্টা ভিক্‌টোরিয়ার প্রিন্স খৃস্‌চেনের সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য সসমারোহে সম্পাদিত হয়। রাজকুমারী যৌতুক স্বরূপ ৩ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

১৮৬৭ খৃষ্টব্দের ১৫ই অক্‌টোবর মহারাণী ব্যালমোরালে স্বীয় স্বর্গীয় স্বামী প্রিন্স কনসর্টের প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমারোহ সহকারে সম্পাদন করেন, এতদুপলক্ষে ডাক্তার রবার্টসন একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা

* More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands—*page 96*

করুন” নামক গীতটী অতি সুন্দর রূপে গীত হয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে ব্যালমোরাল ক্যাসেলে এক দিন রাজকুমারী লুইস মহারাণীকে বলেন লোরনের মার্কুইস তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন, এবং তিনি ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিবেন না জানিয়া তিনিও তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। বস্তুতঃ মহারাণী ইহাতে কিছু-মাত্র আপত্তি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল, বিবাহের পর হইতেই যে তিনি আবার প্রাণাধিক কন্যারত্ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, তাহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং কেবলমাত্র সেই জন্যই তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়াছিল। যদিও তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে মার্কুইস তাঁহার এক জন প্রজা মাত্র, এবং তাঁহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহে পদমর্য্যাদার লাঘবেরই সম্ভাবনা, তথাপি তিনি সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোন কথার উত্থাপন করেন নাই। তিনি বুঝিতেন—প্রণয় কাহারও দাস নহে, এ জগতে সকলেই প্রণয়ের দাস।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ এই শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। রাজকুমারী বিবাহ উপলক্ষে ২ লক্ষ টাকা যৌতুক এবং বার্ষিক ৪০ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি স্বরূপে প্রাপ্ত হন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিউক অব এডিন্‌বার্গ।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ডিউক অব এডিনবার্গের রুষ সম্রাটের কন্যা গ্র্যাণ্ড ডাচেস মেরি এলেক্‌জেনড্রোভার সহিত বিবাহ হয়। দম্পতি যুগল ২৯শে আগষ্ট ব্যালমোরালে গমন করেন, এতদুপলক্ষে তথায় মহা সমারোহ হইয়াছিল। রাজ কুমার যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন এখানেও তিনি মহা সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থিত হন। ভারতবাসীর পক্ষে রাজ দরশন সুখ এই প্রথম।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্‌টেম্বর ভারতেশ্বরী স্কটল্যাণ্ডের ইনভারারে প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যান। ২৪শে সেপ্‌টেম্বর তথায় একটী "বল" হয়, তাহাতে প্রায় আটশত লোক উপস্থিত

ছিলেন। প্রিন্সেস লুইসের বিবাহ উপলক্ষে যে একটী সুন্দর বৃহৎ কক্ষ নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যেই এই মহাভোজ সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। কক্ষটী পতাকা শ্রেণীর দ্বারা রমণীয় রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ভোজ সভায় প্রথমে রাজকুমারী লুইস মহারাণীর পরিচারক জন ব্রাউনের সহিত নৃত্য করেন, জন্ ব্রাউন কেবল নামে মহারাণীর খানসামা ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি মহা-রাণীর অতি বিশ্বাসী ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। অনেক বিষয়ে মহারাণী ব্রাউনের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। প্রিন্সেস লুইসের নৃত্য শেষ হইলে লেডি জেন চার্চ্চিল ব্রাউনের সহিত নৃত্য করেন। লেডি জেন চার্চ্চিল ভারতেশ্বরীর প্রিয়সখী স্বরূপ, লেডি চার্চ্চিল ছাড়া আরও দুই জন প্রিয়সখী আছেন, ইহাঁদিগের নাম লেডি ইলাই ও ডচেস্ অব রক্স-বর। ইহাঁদিগের যে বিশেষ কোন উচ্চদরের গুণ আছে তাহা নহে। তবে ইহাঁরা মহারাণীকে অত্যন্ত বাসেন এবং তাঁহার যাহা ভাল লাগে ইহাঁরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

মহারাণীর অরও কতকগুলি সখী আছেন।

ইহাঁরা মেড্‌স্ অব অনার (Maids of Honour) নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা মহারাণীর নিকটে অথবা তিনি যে প্রকোষ্ঠে বাস করেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতে হয়। যখনই মহারাণী ডাকেন তখনই ইহাঁদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। মহারাণী প্রায় নিজে সংবাদ পত্র পাঠ করেন না; এই সখীগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন। এই সখীগণের কার্য্য- বড় কঠিন। একটু অসন্তোষের কার্য্য করিলেই মহারাণী তাহাকে ছাড়াইয়া দেন। যে সখীর প্রতি মহারাণীর অসন্তোষের উদ্রেক হয়, তাঁহার প্রিয়সখী লেডি ইলাইকে তিনি তাহার নাম বলিয়া দেন, লেডি ইলাই তাহাকে অন্যত্র চাকুরী অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। সখী তাড়া- ইবার কাজটা লেডি ইলাইকেই করিতে হয়।

মহারাণী প্রাতঃ ও বৈকালিক ভোজন প্রায়ই একাকিনী করিয়া থাকেন। রাত্রিকালীন ভোজের সময় মধ্যে মধ্যে অপর লোকের নিমন্ত্রন হয়। মহারাণীর সখীগণ ভিন্ন ঘরে ভোজন করিয়া

থাকেন। মহারাণীর সহিত তাঁহাদিগের ভোজন করিবার অধিকার নাই।

মহারাণীর সহিত যাঁহারা কথোপকথন করিয়াছেন তাঁহারা, তাঁহার—রাজ্যের বড় বড় লোক দিগের পারিবারিক ইতিহাস-জ্ঞান দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। ইংলণ্ডের বড় বড় ঘরের বহুকালের ইতিহাস মহারাণীর বিশেষ আয়ত্ত আছে। অমুক লর্ডের মাতা কে, তাঁহার পিতা কি ভাল বা মন্দ কাজ করিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা কি অবস্থার লোকছিলেন; অমুক ডিউকের সঙ্গে রাজবংশের কিরূপ সম্বন্ধ; তাঁহার চরিত্রই বা কিরূপ; অমুক জেনারেল্ কোন্ যুদ্ধে কিরূপ কাজ করিয়াছিলেন, এ সকল মহারাণীর বিশেষ জানা আছে।

এই খৃষ্টাব্দের শেষে আমাদের যুবরাজ ভারতের ভাবী সম্রাট ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। ভারতবাসীগণ যে তাঁহাকে দেখিয়া কিরূপ পরম সুখানুভব করেন, এবং কি রূপ আগ্রহ ও রাজ ভক্তি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, তাহা বলা যায় না। ভারত ভুবন যেন কয় দিবসের জন্য

আনন্দ সাগরে ভাসিয়াছিল, ভারতবাসীগণের উৎসাহ আনন্দ আর হৃদয়ে ধরিতে ছিল না। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আলোক মালা, অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি আনন্দ-প্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। মহানগরী কলিকাতার ত কথাই ছিল না। কলিকাতা অমরাবতীতে পরিণত হইয়াছিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী পদ গ্রহণ করেন। ভারতের মহা রাজসূয়ে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী পদে বরিতা হন। এতদুপলক্ষে মহানগরী দিল্লীতে একটী প্রকাণ্ড দরবার হইয়াছিল। এবং তদ্ব্যতীত প্রত্যেক জেলায় এক একটী ছোট রকমের দরবার হয়, প্রত্যেক ভারতবাসী ইহাতে মহা আনন্দে যোগ দান এবং এই শুভ সংবাদে অতুল আনন্দানুভব করিয়াছিলেন।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

প্রিন্সেস্ এলিসের মৃত্যু।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ই ডিসেম্বর সংসারের অপূর্ব্বরত্ন প্রিন্সেস এলিসের মৃত্যু হয়। ভারতেশ্বরী তাঁহার প্রাণাধিক দুহিতারত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া যে নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ বাহুল্য। বিশেষতঃ প্রিন্সেস এলিস তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার সুখ সাচ্ছন্দ্য সাধনে অবিরত যত্নপর হইতেন। মহারাণীও তাঁহাকে সকল সন্ততি অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। সমগ্র ইংরাজ জাতি প্রিন্সেস এলিসের গুণে বিমোহিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে এই নিদারুণ সংবাদে কাহারও শোকের অবধি ছিলনা। বলিতে কি অতি অল্প

দিন মধ্যে ভারতমাতা আবার একটী-নিদারুণ নূতন শোক পাইলেন, একটী দুঃখ শেষ হইতে না হইতে আবার একটী আইসে,—ঈশ্বর তোমার অনন্ত লীলা বুঝাভার!

ভারতেশ্বরী ব্যালমোরালে প্রিন্সেস এলি-সের একটী স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করেন, তাহাতে লিখিত আছেঃ—

To the Dear Memory
of
Alice Grand Duchess of Hesse,
Princess of Great Britain and Ireland
Born April 25 1843, Died Dec. 14, 1878.
This is Erected By Her sorrowing Mother
QUEEN VICTORIA.
" Her name shall live, though She is no more."

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ ই মার্চ্চ প্রিন্স আর্থার উইলিয়েম পাট্রিক এল্বার্ট—ডিউক অব কনটের প্রূসিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিক্ চার্লসের কন্যা প্রিন্সেস লুইস মারগারেটের সহিত বিবাহ হয়। এই নব দম্পতি যে দিন ব্যালমোরালে গমন করেন সেদিন তথায় মহা জাঁক জমক হইয়াছিল।

এই বৎসর ১৯ শে জুন ভারতেশ্বরী নেপোলিয়নের একমাত্র বংশধর জুলু দিগের হস্তে হত হইয়াছেন, এইনিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মহারাণী যে এই শোচনীয় সংবাদে কি পর্য্যন্ত শোকাতুরা ও বিষণ্ণা হন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি সেই হতভাগ্যের মাতার জন্য কতই ভাবিয়াছিলেন। সেই হতভাগিণীর ইহ সংসারে আর কেহই নাই জানিয়া সেই কোমল প্রাণ কতই কাঁদিয়াছিল। সে রজনীতে তাঁহার আদৌ নিদ্রা হয় নাই—যৎ সামান্য যাহা হইয়াছিল, তাহাও সুখ কর নহে, তিনি কেবল সেই জুলু দিগকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রেল মহারাণীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স লিও পল্ড জর্জ্জ ডানকান এলবার্টের প্রিন্স অব ওয়ালডেকের কন্যা প্রিন্সেস হেলেনের সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য সমারোহ সহকারে সুসম্পাদিত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আরবি দিগের সহিত সমরের সময় ভারত মাতা বড়ইচিন্তিতা হইয়াছিলেন, কারণ সেই যুদ্ধের সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তদীয় সহ-

ধর্ম্মিণী সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, ১৩ ই সেপ্টেম্বর ইসমেলিয়া হইতে তাড়িতযোগে তেল-এল-কবিরের মহা যুদ্ধের জয় সংবাদ ও সস্ত্রীক রাজপুত্র ভাল আছেন এবং যুদ্ধ সময়ে তিনি অসীম সাহস দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি সন্তোষপ্রদ সংবাদ প্রাপ্তে তাঁহার উদ্বিগ্ন চিত্ত অনেক পরিমাণে সুস্থ হয়।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিউক অব এলবেনির মৃত্যু।

১৮৮৪শে খৃষ্টাব্দের ২৮ মার্চ্চ আমাদের ভারতেশ্বরীর কনিষ্ঠ পুত্র ডিউক অব এল্‌বেনি কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হন। কি দারুণ শোক! বৃদ্ধা মহারাণী এই ভীষণ সংবাদ প্রাপ্তে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন, তিনি আবার কিছু দিনের জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সমগ্র ইংরাজ জাতি রাজপুত্রের মৃত্যুর জন্য শোক চিহ্ন ধারণ করিয়া ছিলেন। মহারাণীর সকল প্রজা, ভারতেশ্বরী এই বৃদ্ধ বয়সে নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া বড়ই বিষাদিত হইয়াছিলেন। মহারাণী এক বৎসর কোন প্রকাশ্য কার্য্যে যোগদান করেন নাই, এবং রাজ পারিবারিক আর কেহও কোন আমোদ প্রমোদে যোগদান না করেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ডিউক অব এলবেনির মৃত্যু কালে তাঁহার সহধর্ম্মিনী গর্ভবতী ছিলেন, অল্প দিন পরে তিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পৌত্রের মুখাবলোকনে ভারতেশ্বরীর পুত্রশোক কতক পরিমাণে লাঘব হয়।

কিছু দিন হইল, ভারতেশ্বরী স্কট্‌ল্যাণ্ডে গিয়া তথাকার এক জন বড় লোকের বাড়িতে কয়েক দিন যাপন করেন। এই সময়ে এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি স্বীয় কন্যা প্রিন্সেস বিয়েট্রীসের সহিত একটী উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তথায় তাঁহারা একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে থাকেন। প্রাচীনা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মহারাণীকে কখন দেখিয়াছেন?" রাজ্ঞী বলিলেন "হাঁ আমি প্রতিদিন প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়া থাকি।" বৃদ্ধা বলিল, "ছবিতে তাঁহাকে যতটা ভাল দেখা যায়, সত্য সত্যই কি তাঁহার চেহারা তত ভাল?" রাণী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "চিত্রকরেরা তাঁহার তোষামোদের জন্য

তাঁহার আসল চেহারা অপেক্ষা চিত্র গুলি ভাল করিয়া চিত্রিত করে” প্রাচীনা রমণী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাণী দেখিতে কেমন ?” মহারাণী বলিলেন, “তাঁহার আকারে ও আমার আকারে এত সাদৃশ্য আছে যে, তুমি আমাদের দেখিলে ভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারিবে না।” বুড়ী বলিল, “আপনি তো দেখিতে মন্দ নয়।” তখন মহারাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “আজ দুপুরের পর তুমি অমুক বাটীতে গেলে মহারাণীকে দেখিতে পাইবে, এবং তাঁহার সহিত আলাপও করিতে পারিবে।” প্রাচীনা নিরূপিত সময়ে আপনার সর্ব্বোত্তম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই নির্দ্দিষ্ট বাটীতে উপস্থিত হইল। অমনি বাটীর পরিচারকেরা তাহাকে একটী কক্ষে লইয়া গেল, মহারাণীও অনতিবিলম্বে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা বলিল, “বাঃ, আপনাকে যে এখানেও দেখিতেছি!” তাহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতে এক জন তাহাকে বলিল, “তুমি মহারাণীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছ।” বলা বাহুল্য, মহারাণী দর্শন বৃদ্ধার পক্ষে

লাভ জনক হইয়াছিল। মহারাণী এবং তাঁহার কন্যাও বুড়ীকে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিলক্ষণ আমোদিত হইয়াছিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী স্থানে বাস করেন—ব্যালমোরাল্ ও উইণ্ডসরে। ব্যালমোরাল্ স্কট্লণ্ডের পার্ব্বত্যদেশে অবস্থিত। এখানে তাঁহার যে প্রাসাদটী আছে তাহা অতি সুন্দর। মহারাণী যখন এই খানে থাকেন তখন তিনি দিবাভাগের অধিকাংশ সময় মাঠে, ও উদ্যানে ক্ষেপণ করেন। ব্যালমোরালে অবস্থান কালেই তিনি রাজকার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। রজনীতে ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র অধ্যয়নেই নিযুক্ত থাকেন। যখন পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হয়েন, তখন সখীগণকে তাহা পড়িতে আদেশ করেন। উইণ্ডসর্ লণ্ডন হইতে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্ত্রিগণের মধ্যে দুই এক জন প্রায় প্রত্যহই আসিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের নিকট হইতে রাজকার্য্য সম্বন্ধে গূঢ় সংবাদ পাইয়া ইনি তৎসম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ

করিয়া থাকেন। যে কয়েকদিন পার্লিয়ামেণ্ট সভা বসে, সে কয়েক দিন প্রধান মন্ত্রী প্রত্যহ মহারাণীকে এক এক খানি পত্র লেখেন—সে পত্রে পার্লিয়ামেণ্টের সমাচার সকল বিবৃত থাকে।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই মহারাণীর সর্ব্ব-কনিষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস ব্রিটিসের সহিত বাটেন-বর্গের রাজপুত্র হেনরীর বিবাহ হয়। মহারাণী স্বয়ং কন্যাকে সম্প্রদান করেন। এই উৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল। গির্জ্জায় মহারাণী স্বয়ং কুমারীকে বরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ যুবরাজের তিনটী কন্যা ও আরও কয়েক জন নিতকনে হইয়াছিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া আজ পঞ্চাশ বৎসর কাল ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা আছেন। এই পঞ্চাশবৎসর কাল তিনি ইংলণ্ডের রাজকার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এই কারণে

মহারাণী কোন রাজকার্য্য সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, মন্ত্রিগণ তাহা তাচ্ছিল্য করিতে পারেন না। মহারাণীর মত মন্ত্রিগণের মতের বিরোধী হইলেও মন্ত্রিগণ কখন কখন মহারাণীর কথা রাখিয়া থাকেন। কয়েকমাস গত হইল লর্ডস হাউস ও কমন্স হাউসের স্বত্ব লইয়া বড় গোল-যোগ হয়। তাহাতে অনেকে লর্ডস হাউস উঠা-ইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। মহারাণী লর্ডস হাউস উঠাইবার অত্যন্ত বিরোধী; সুতরাং তিনি বড় বিপদ দেখিয়া, লর্ড সেলিস্‌বরিকে জানান যে ঐ গোলযোগ যেন শীঘ্র নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা হয়। সেলিস্‌বরি মহারাণীর ঐ আদেশ অবিলম্বে পালন করেন।

আজকাল ইংলণ্ডের সাধারণ-জন-বিদিত লোকের মধ্যে মহারাণীর কেবল একজন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন। ইনি ডিউক অব্ রিচমন্ড। ইহার সহিত মহারাণীর যেরূপ অকপট বন্ধুত্ব তেমন আর কাহারও সহিত নাই। ইনি মহা-রাণীর সঙ্গে যেরূপ স্বাধীনতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, তেমন আর কোন ইংরাজ

রাজনীতিজ্ঞ, পারেন না। মহারাণীর সম্মুখে প্রাণ খুলিয়া স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিবার সাহস ডিউক অব্ রিচ্‌মণ্ডেরই আছে, অন্য কোন ইংরাজ রাজনৈতিক পুরুষের সে সাহস নাই। ডিউক অব্ রিচমণ্ডের পূর্ব্বে লর্ড কার্ণারবন্ মহারাণীর অতি বিশ্বাসপাত্র ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তিনি একবার লর্ড বিকন্সফিল্‌ডের সঙ্গে কলহ করায় মহারাণীর অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। লর্ড বিকন্সফিল্‌ডের মৃত্যুর পর মন্ত্রিগণের মধ্যে কেহই মহারাণীর বিশ্বাস ও বিশেষ প্রীতি ভাজন হইতে পারেন নাই। গ্লাডষ্টোন সাহেব মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক মহারাণীর সহিত দেখা করিয়া থাকেন, এবং মহারাণীও তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে প্রিয়পাত্র বলা যায় না।

রাজ্যের সেনা‥লের উন্নতি সম্বন্ধে মহারাণী বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে তিনি অনেক সময়ে স্বয়ং নেতার ভার লয়েন।

কু-চরিত্র লোকের প্রতি মহারাণীর বিশেষ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। সেই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা বশতই সতী রমণীর সতীত্ব-হরণ-প্রয়াসী বেকারের

চিরকালের জন্য পদোন্নতি আশা গিয়াছে। কর্ণেল বেলেণ্টাইন্ বেকার নামক একজন বড় সৈনিক পুরুষ একবার একটী ভদ্র ঘরের ইংরাজ রমণীর সতীত্ব হরণের চেষ্টা করেন, তজ্জন্য তাঁহার কয়েক মাস কারাদণ্ড হয় এবং কর্ণেল পদ হইতে তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে পুনরায় তাঁহাকে কর্ণেল পদ দিবার জন্য সেনা-বিভাগের অধিনায়কগণ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু মহারাণী তাঁহাদিগকে সে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দেন নাই। যে সকল রমণীর অসতীত্ব প্রমাণ হওয়াতে তাঁহাদের স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়েন, তাঁহাদিগকে রাজ প্রাসাদে আসিতে নিবারণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

অনেকেরই বিশ্বাস আমাদের মহারাণী, রাজ্য সম্বন্ধে কোন ধার ধারেন না। মন্ত্রী হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন। যাহারা ইহা ভাবেন অথবা বিশ্বাস করেন তাহারা নিতাইন্ত ভ্রান্ত। কেননা, মহারাণী রাজ্যসম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেন এবং তাঁহার রাজ্য শাসন সম্বন্ধিনী অভিজ্ঞতাও বিলক্ষণ

আছে। আছে বলিয়াই তিনি মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন সাহেবের পদত্যাগে সম্মতি প্রদান কুণ্ঠিত হন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই ইংরাজ রুষের গণ্ডগোলের সময় গ্লাডষ্টোন সাহেব কার্য্য পরিত্যাগ করিলে দেশের মহতী ক্ষতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি আরও বুঝিয়াছেন যে গ্লাডষ্টোন ব্যতীত ইংলণ্ডে এরূপ লোক আর নাই যিনি, এই সময় এই বিশাল রাজ্য এবং ইংরাজের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন করিতে-পারেন। এই রুষ ইংরেজ বিভ্রাটের সময় মহারাণী যেরূপ স্থির গম্ভীর ভাবে রাজকার্য্য চালাইতেছেন, একটু স্থির চিত্তে তাহা ভাবিলেই তাঁহার অসীম রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পওয়া যায়।

অদ্য আমরা এই স্থানেই মহারাজ্ঞীর সমুজ্জ্বল জীবন চরিতের শেষ করিলাম। দুঃখ রহিল যে সকল কথা নানা কারণে লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই পুস্তক শেষ হইবার সময় বিলাত হইতে দুই খানি নূতন পুস্তক আসিয়াছে, তাহাতে ভারতেশ্বরীর জীবন চরিত সম্বন্ধে জানিবার অনেক

কথা আছে, পর সংস্করণে সে সমস্তপ্রকাশ করিয়া সে ক্ষোভ মিটাইব,—যতদূর সম্ভব এখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিব। এক্ষণে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আমাদের পবিত্র জীবনা প্রজাবৎসলা রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘ জীবিনী হইয়া স্বদেশের স্বরাজ্যের এবং এই পঞ্চ বিংশতি কোটী সুদীন ভারতবাসীর হীত সাধনে নিরতা হউন। তাঁহার দৃষ্টান্ত-স্থলীয় রাজ্যের সুশাসন কালে সুধু ভারতবাসী নয় সমগ্র জগত কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছে—দেশের কত প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই, পর সংস্করণে সে সকলেরও বিস্তৃত বিবরণ দিবার একান্ত ইচ্ছা রহিল।

সমাপ্ত।